রামদেবের কুলমঞ্জরীর মতে—

"শ্রীপতিস্তু ততো জাতঃ কোটালীপাড়মাগতঃ।
শৌনকেভ্যস্ততো দত্বা গ্রামং সামন্তসারকং॥ ১৪৯
দেবতা শুনকানাঞ্চ স্থিতা সামন্তসারকে।
সমাজদ্বারসংজ্ঞাঞ্চ লব্ধা শৌনকবংশজাঃ॥ ১৪১
তত্রৈব নিবসন্তস্তে লিখন্তঃ কুলপঞ্জিকাং।
দেবভক্তিপরা হ্যাসন্ মান্যাঃ সর্ব্বে মনীষিণাং॥" ১৪২

অনন্তর শ্রীপতি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি শৌনকদিগকে সামন্তসার গ্রাম ও শুনকদিগের দেবতা অর্পণ করিয়া কোটালিপাড়ে আসিয়া বাস করেন। সেই শৌনকবংশীয়গণ 'সমাজদার' উপাধি লাভ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন, তাঁহারা সকলেই দেবভক্তিপরায়ণ ও পণ্ডিতদিগের নিকট মাননীয়।

উক্ত প্রমাণানুসারে মনে হইতেছে, শৌনকগণ বহুপূর্ব্ব হইতে সামন্তসারে বাস করিলেও যশোধরের ৮ম পুরুষ শ্রীপতির সময় হইতে সামন্তসারের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে বা তৎপরবর্ত্তী কালে তাঁহারা 'সমাজদার' আখ্যা লাভ করেন। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য কুলপঞ্জিকাতেও লিখিত আছে, বংশীধরের পুত্র জটাধর, তৎপুত্র গৌরীকান্ত প্রভৃতি, গৌরীকান্তের পুত্র ভবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, তৎপুত্র বিশ্বনাথ, এই বিশ্বনাথের পুত্র যশোধর সমাজদার—

"যশোধরো বিশ্বনাথাদ্‌যথার্থেন যশোধরঃ।
সমাজে লব্ধকীর্ত্তিত্বাৎ সমাজদারসংজ্ঞকঃ॥" ১৭০

অর্থাৎ বিশ্বনাথ হইতে যশোধর নামে প্রকৃতই যেন যশোধর জন্মগ্রহণ করেন, সমাজে লব্ধকীর্ত্তি হইয়া তিনি "সমাজদার" উপাধি পাইয়াছিলেন।

এখানেও দেখা যাইতেছে, আদি যশোধরের কথিত ভ্রাতা বংশীধরের ৬ষ্ঠ পুরুষে ২য় যশোধরের উৎপত্তি, এই ২য় যশোধরই সমাজদার উপাধি লাভ করেন। এরূপ স্থলে যশোধরের বহু পরে মুসলমানরাজগণের আমলেই যে উক্ত উপাধির সৃষ্টি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঈশ্বরের কুলপঞ্জীতে সম্বন্ধনির্ণয়স্থলে সামন্তসারের শৌনকগণ 'সমজ্‌দার' ও 'সমদ্দার' উপাধি ভূষিত হইয়াছেন, কোথাও 'সমাজদার' উপাধি লিখিত হয় নাই। আমরা ঈশ্বরের কুলপঞ্জীর যে জীর্ণ শীর্ণ তালপত্রের পুথি পাইয়াছি, সে খানি দেখিলেই অন্যূন দেড়শত বর্ষের প্রাচীন বলিয়া সহজেই মনে হইবে। সামন্তসারের কুলবিদ্ শৌনকের মতেও ঈশ্বর বৈদিকই সর্ব্ব প্রথম বৈদিক কুলগ্রন্থ রচনা করেন। ১৬৮০ শকে মহাদেবও সম্বন্ধনির্ণয়স্থলে ঈশ্বরের ন্যায় 'সমদ্দার' উপাধি ধরিয়াছেন, দুই এক জায়গায় 'সমজ্‌দার' লিখিয়াছেন। এরূপ স্থলে 'সমজ্‌দার' উপাধির পরে 'সমদ্দার' এবং তৎপরে সংস্কৃতাকারে সমাজদ্বার হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিকদার মজুমদার প্রভৃতি মুসলমান প্রদত্ত উপাধি যেমন অনেক ব্রাহ্মণ মধ্যে দেখা যায়, 'সমজ্‌দার' উপাধিও সেইরূপ বৈদিক ব্রাহ্মণ মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

'সমজ্‌দার' খাঁটী মুসলমানী উপাধি। হিন্দুরাজগণের সময় এরূপ উপাধির সৃষ্টি হয় নাই। যাহা হউক সামন্তসারের শৌনকগণ এক্ষণে সর্ব্বত্র 'সমাজদার' বলিয়াই পরিচিত।

পরিশেষে ইহাও বলা আবশ্যক যে, সামন্তসারের শৌনকগণ বলিয়া থাকেন, কান্যকুব্জ যবন-কবলিত হইবার পর শুনক যশোধর নবদ্বীপে আসিয়া কার্ত্তিকের শরণ লয়েন। কার্ত্তিকের অনুরোধে যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ রত্নগর্ভ যশোধরকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্ত্তিক বশিষ্ঠগোত্রীয় গোবিন্দের অধস্তন ৭ম পুরুষ। গোবিন্দ খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে বঙ্গে আগমন করেন, এরূপ স্থলে কার্ত্তিক খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দের লোক হইতেছেন। ঐ সময়ে যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজগোত্রীয় দামোদর মিশ্র নবদ্বীপে আগমন করেন, রত্নগর্ভ তাঁহারই পুত্র। সুতরাং সামন্তসারের শৌনকের মতে শুনক যশোধর খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর লোক হইতেছেন; কিন্তু তাহা একান্তই অসম্ভব। কারণ দামোদর মিশ্র হইতে এখন অধস্তন ১৮শ পুরুষ দেখা যায়, আর কোটালিপাড়ের শুনকদিগের মধ্যে শুনক যশোধর হইতে এখন অধস্তন ২৭। ২৮ পুরুষ হইয়াছে। সামন্তসারের শৌনককুলজ্ঞ যে বংশাবলী পাঠাইয়াছেন, তাহাতে শৌনক যশোধরের এখন অধস্তন ২১। ২২ পুরুষ হইয়াছে। সুতরাং কোটালিপাড়ের শুনকগণ কুলজী অনুসারে শৌনক যশোধরের ৫। ৬ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন, এরূপ স্থলে কোটালিপাড়ের শুনকগণই পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে সর্ব্বাদিম বংশ, তাঁহাদের আদিপুরুষ শুনক যশোধর খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের শেষভাগের লোক হইতেছেন। এরূপস্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে, শুনক যশোধরের অন্ততঃ শতাধিক বর্ষ পরে শৌনকবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

### পঞ্চগোত্রের উচ্চনীচভেদ-নির্ণয়।

বৈদিক-কুলপঞ্জিকার মতে, পঞ্চগোত্রের মধ্যে শুনক ও শাণ্ডিল্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সম্ভবতঃ এই দুই বংশই সর্ব্বপ্রথম আগমন করেন। মধ্যম বশিষ্ঠ এবং সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ সর্ব্বকনিষ্ঠ।[১]

### পঞ্চগোত্রের গুরুনির্ণয়।

বৈদিককুলমঞ্জরীর মতে শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ এই চারি গোত্রীয় চারিজনেরই সন্তানগণ শুনক যশোধরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। যশোধরের সন্তানগণ নিজ পিতা মাতা-কেই গুরুত্বে বরণ করিয়া দীক্ষিত হন।[২]

(১) আদৌ শুনকশাণ্ডিল্যৌ বশিষ্ঠো মধ্যমাস্তথা।
সাবর্ণোঽথ ভরদ্বাজঃ কনিষ্ঠঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥" (বৈদিককুলপঞ্জিকা)

২ "ক্রমেণ চ তেষাং গৌড়দেশে জায়মানাং শাণ্ডিল্যাদিচতুর্গোত্রজাতানি পুত্রজাতানি পণ্ডিতাগ্রগণ্যস্য ধার্ম্মিক-প্রধানস্য মহাসম্মানিতস্য শুনকগোত্রোদ্ভবস্য যশোধরাখ্যস্য সমীপে মন্ত্রগ্রহণমকার্ষুঃ। যশোধরস্যাপত্যজাতমপি পিতরং মাতরং গুরুত্বেন ॥" বৈদিককুলমঞ্জরী)

পঞ্চগোত্রের বেদনির্ণয়।

পঞ্চগোত্রীয়গণ ঋক্ ও সামবেদীয়। তন্মধ্যে শুনকেরা ঋগ্‌বেদী এবং অপর শাণ্ডিল্যাদি চারিগোত্র সামবেদী।[৩]

উক্ত ঋগ্বেদিগণ আশ্বলায়নশাখী ও অপরে কৌথুমশাখী।

পঞ্চগোত্রের প্রবর।

শুনক বা শৌনকের প্রবর—শৌনক, শৌহোত্র ও গৃৎসমদ।

বশিষ্ঠের প্রবর—বশিষ্ঠ, অত্রি ও সাঙ্কৃতি।

সাবর্ণের প্রবর—ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লবৎ।

শাণ্ডিল্যের প্রবর—শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।

ভরদ্বাজের প্রবর—ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।

---

## চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চগোত্রের সমাজনির্ণয়।

বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,—পঞ্চগোত্র বৈদিকগণ যে যে স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানই তাঁহাদের সমাজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।[১] এই সকল সমাজের নাম—সামন্তসার, কোটালিপাড়, আলাধি, নবীচি, মরীচি, জোয়ারি, ব্রহ্মপুর, চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, মধ্যভাগ, আখরা, গৌরালি, শান্তরু ও পানকুণ্ড। এই চতুর্দ্দশটী সমাজ স্থানের মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ, কোটালিপাড় ও সামন্তসার এই তিনটী স্থান যশোধর নিজের জন্য রাখিয়া আখরা, মধ্যভাগ এবং পানকুণ্ড এই তিনটী স্থান শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বেদগর্ভের; জোয়ারি, গৌড়ালী ও আলাধি বশিষ্ঠগোত্রীয় গোবিন্দের; মরীচি, শান্তরু ও ব্রহ্মপুর সাবর্ণগোত্রীয় পদ্মনাভের এবং নবদ্বীপ ও নবীচি এই দুইটী স্থান জিতমিশ্রের ভোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই ভোগ্য স্থানসমূহের মধ্যে

(৩) "শুনকৈঃ প্রথমো বেদঃ সংগৃহীতঃ প্রযত্নতঃ।
অপরে সামবেদজ্ঞাঃ শাণ্ডিল্যাদিসাবর্ণজাঃ॥" (বৈদিককুলমঞ্জরী)

(১) "যত্রৈষাং স্বাধীনো বাসঃ স সমাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। সামন্তসারঃ কোটালিপাড় আলাধিরেব চ॥ ৪২
নবীচির্ম্মরীচিশ্চৈব জোয়ারি ব্রহ্মপুরকঃ। চন্দ্রদ্বীপো নবদ্বীপো মধ্যভাগস্তথাখরা॥ ৪৪
গৌড়ালীঃ শান্তরুশ্চৈব পানকুণ্ডশ্চতুর্দ্দশ। পাশ্চাত্যবৈদিকানাং হি সমাজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" ৭২
(বৈদিককুলপঞ্জিকা)

যশোধর সামন্তসারে, বেদগর্ভ আথরায়, গোবিন্দ গৌরালীতে, পদ্মনাভ শাস্তরুতে এবং জিতমিশ্র নবদ্বীপে বাস করেন।[২] বৈদিক কুলদীপিকাতেও এইরূপ সমাজের পরিচয় আছে।

রামদেবকৃত বৈদিক-কুলমঞ্জরীর মতে, শুনক যশোধর বেদগর্ভাদি ব্রাহ্মণগণের সহিত গৌড়ে বাস করিতে স্বীকার করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ রাজা প্রীতমনে তাঁহার মহাযজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে তাম্রশাসন দ্বারা চতুর্দ্দশটী গ্রাম দান করিলেন। এই চতুর্দ্দশ গ্রামের নাম,—সামন্তসার, জোয়ারী, আলাধি, দধীচি, মধ্যভাগ, মরীচি, শাস্তালি, ব্রহ্মপুর, আথরা, পানকুণ্ড, কোটালিপাড়, চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ ও গৌরালী। ব্রাহ্মণগণ রাজার নিকট এই সকল গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে নিজ দেশে গমন করেন, কিন্তু তথায় স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের নিকট পূর্ব্ববৎ আদর যত্ন না পাইয়া নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্রাদিসহ পুনরায় গৌড়ে ফিরিয়া আসেন। গৌড়ে আসিলে উক্ত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যশোধর রাজপ্রদত্ত চন্দ্রদ্বীপ, কোটালিপাড় ও সামন্তসার এই তিন গ্রাম লাভ করেন। এতদ্ভিন্ন রাজা শাণ্ডিল্য বেদগর্ভকে মধ্যভাগ, আথরা, ও পানকুণ্ড; রত্নগর্ভকে আলাধি, গৌরালি ও জয়ারি; শ্রীমান্‌কে দধীচি ও নবদ্বীপ এবং সাবর্ণ বেদান্তবাগীশকে মরীচি, শাস্তরু ও ব্রহ্মপুর এই গ্রামত্রয় দান করেন। যশোধর সামন্তসারে বাস করিতে লাগিলেন। তদ্ভিন্ন বেদগর্ভ আথরায়, রত্নগর্ভ গৌরালীতে, সর্ব্বজ্ঞ শ্রীমান্ নবদ্বীপে এবং মহামতি বেদান্তবাগীশ শাস্তরুতে বাস স্থাপন করিলেন।[৩]

(২) "চন্দ্রদ্বীপঞ্চ কোটালিপাড়ঞ্চ স যশোধরঃ। নিজার্থং কল্পয়ামাস তথা সামন্তসারকম্॥
আথরামধ্যভাগৌ চ পানকুণ্ডং যশোধরঃ। শাণ্ডিল্যবেদগর্ভস্য ভোগার্থং সমকল্পয়ৎ॥
তথা জোয়ারি গৌরালী আলাধি দ্বিজসত্তম। বশিষ্ঠায় স গোবিন্দদেবায় সমকল্পয়ৎ॥
মরীচিং শাস্তরুং ব্রহ্মপুরং বিপ্রকুলোত্তমঃ। সাবর্ণপদ্মনাভায় কল্পয়ামাস ধর্ম্মবিৎ॥
নবদ্বীপঞ্চ দধীচিং জিতমিশ্রায় স দ্বিজঃ। কল্পয়ামাস ধর্ম্মাত্মা সদা সত্যপরায়ণঃ॥
যশোধরঃ সামন্তসারে। আথরায়াং বেদগর্ভঃ। গোবিন্দো গৌরালৌ। পদ্মনাভঃ শাস্তরৌ॥
জিতমিশ্রো নবদ্বীপে।" (বৈদিককুলপঞ্জিকা)

(৩) "স্বীচকার তদা গৌড়ে বসতিং বহুযত্নতঃ। বেদগর্ভাদিভিঃ সার্দ্ধং শুনকস্তু যশোধরঃ॥
স তাম্রশাসনীকৃত্য প্রীত্যা তেভ্যস্তু ধর্ম্মবিৎ। দদৌ চতুর্দ্দশগ্রামান্ মহাসত্রস্য দক্ষিণাম্॥
সামন্তসারো জয়ারি চালাধি দধীচিস্তথা। মধ্যভাগো মরীচিশ্চ শাস্তালির্ব্রহ্মপুরকঃ॥
আথরা পানকুণ্ডশ্চ কোটালিপাড় এব চ। চন্দ্রদ্বীপো নবদ্বীপো গৌরালিরিতি নামকান্॥
গত্বা স্বদেশং তে বিপ্রা প্রাপুর্নাত্যন্তমাদরম্। কলত্রপুত্রাদ্যুতাঃ পুনর্গৌড়ং সমাগতাঃ॥
স চন্দ্রদ্বীপকোটালিপাড়সামন্তসারকান্। যশোধরায় বিপ্রায় গ্রামাংস্ত্রীন্ প্রদদৌ নৃপঃ॥
মধ্যভাগাথরাপানকুণ্ডাখ্যাংস্ত্রীন্ দদৌ তথা। শাণ্ডিল্যবেদগর্ভায় ধর্ম্মবিৎ স নরাধিপঃ॥
আলাধিগৌরালিজয়ারিনামকান্ শ্রীরত্নগর্ভায় দদৌ বিশাম্পতিঃ॥
শ্রীমান্ সমাখ্যায় দধীচিনামকং প্রদান্নবদ্বীপ মরুদ্ভূপতিঃ॥
সাবর্ণায় চ বেদান্তবাগীশায় মহামতিঃ। মরীচিশাস্তরুব্রহ্মপুরান্ প্রাদাচ্চ ভূপতিঃ॥
যশোধরশ্চ সামন্তসারগ্রামেঽবসৎ সুধীঃ। আথরায়াং বেদগর্ভো গৌরালৌ রত্নগর্ভকঃ॥
নবদ্বীপেঽবসৎ শ্রীমান্ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। শাস্তরৌ খলু বেদান্তবাগীশশ্চ মহামতিঃ।" (বৈদিককুলপঞ্জিকা

মহাদেব শাণ্ডিল্যকৃত সম্বন্ধ-তত্ত্বার্ণবে লিখিত আছে,—'শাণ্ডিল্য বেদগর্ভের চারিটী পুত্র ছিল। রাজা তাঁহাকে আলাধি, পানকুণ্ড, আথরা ও মধ্যভাগ এই চারিটী স্থান দান করেন। বশিষ্ঠগোত্রীয় কার্ত্তিকের দুই পুত্র ছিল, রাজা তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য জয়ারি ও গোরালি স্থানদ্বয় দান করেন। সাবর্ণ পদ্মনাভের তিন পুত্র। ইনি রাজার নিকট শান্তরু, ব্রহ্মপুর ও চন্দ্রদ্বীপ এই স্থানত্রয় প্রাপ্ত হন। জিতামিত্র ভরদ্বাজগোত্রীয়। ইহাঁর চারিটী পুত্র বর্ত্তমান ছিল। রাজা ইহাঁকে নবদ্বীপ দধীচি, কোটালিপাড় এবং মরীচি এই স্থানচতুষ্টয় দান করেন।

'যশোধর নিজে রাজার নিকট সামন্তসার প্রাপ্ত হন। এই সামন্তসারের সংস্রববশতই উপরোক্ত ত্রয়োদশ স্থানের প্রাধান্য। উক্ত ত্রয়োদশ স্থান এবং সামন্তসার এই চতুর্দ্দশটী লইয়াই পাশ্চাত্য-বৈদিকসমাজ গঠিত। যদিও রাজা শ্যামল বর্ম্মার যত্নেই আনীত হইয়া বেদগর্ভাদি, ব্রাহ্মণ চতুষ্টয় বঙ্গে স্থাপিত হইয়াছিলেন, তথাপি যশোধরই তাঁহাদের আগমনের মূল বলিয়া তিনি সকলের নিকট সমাজদ্বার আখ্যা লাভ করেন। এইরূপে সেই শ্রুতাধ্যায়ী অভীষ্ট ফলপ্রদ কর্ম্মদক্ষ ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে বাস করিয়া বিশুদ্ধ বৈদিকক্রিয়ার অনুষ্ঠানে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন।'[৪]

ঈশ্বর লিখিয়াছেন,—রাজা শ্যামলবর্ম্মা সেই পঞ্চব্রাহ্মণ-পুঙ্গবকে ১৪ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। রাজপ্রদত্ত সেই সকল স্থানের নাম আলাধি, জয়াড়ী, গোরালী, কুমারহট্ট,

(৪) "আলাধিসংজ্ঞং খলু পানকুণ্ডং তথাখরামেব চ মধ্যভাগং।
তদ্বেদগর্ভায় চতুঃসুতায় বিপ্রায় দেশান্ চতুরো দদৌ সঃ ॥৪৯
নৃপোঽপি রাজন্যকরাজিরাজিতো দ্বিজাবলীলালনলালনোঽসৌ।
বশিষ্ঠগোত্রায় জয়ারিনামকং গোরালিকং যুগ্মসুতাভিশালিনে ॥৪৭
স শান্তরং ব্রহ্মপুরঞ্চ চন্দ্রদ্বীপাখ্যদেশং ত্রিসুতায় তস্মৈ।
গ্রামত্রয়ং বাসসুখোপযুক্তং সাবর্ণগোত্রায় নৃপোঽপ্যযচ্ছৎ ॥৪৮
রাজা নবদ্বীপদধীচিসংজ্ঞো কোটালিপাটং মরীচিঞ্চ তস্মৈ।
দদৌ ভরদ্বাজকুলায় দেশান্ চতুষ্কসংখ্যান্ চতুরাত্মজায় ॥৪৯
দেয়াস্ত্রয়োদশ ইমে বিহিতাঃ ক্রমাদ্ যে সামন্তসারপরিযোগমবাপ্য তাবৎ।
শ্রেষ্ঠা ভবন্ত্যাপি চতুর্দ্দশ তৎ সমাজাঃ পাশ্চাত্য-বৈদিককুলেষিতি কীর্ত্তনীয়াঃ ॥৫০
যদি নরপতিনেমে বৈদিকাস্থাপিতা হি অয়মপি বটুবর্য্যস্তর্হি তত্রাদিবীজং।
ভুবি বিদিতসমাজদ্বারসুখ্যাতিমস্মাৎ অলভত ইহ এবং শৌনকোঽজ্ঞানি লোকৈঃ ॥৫১
কার্য্যৈর্বাঞ্ছিতকামদান্ শ্রুতিরতান্ বিজ্ঞায় বিজ্ঞানিমান্
গৌড়স্থাঃ সমকারয়ন্ দ্বিজবরাঃ শুদ্ধক্রিয়াং বৈদিকীং।
ইত্থং শ্যামলবর্ম্মলোকপতিনা বিধিজ্ঞা দ্বিজাস্তেদ্যাপীহকীর্ত্তিতাস্তদবধি ক্ষৌণীতলে বৈদিকাঃ ॥৫২
(সম্বন্ধতত্ত্বার্ণব)

পানকুণ্ড, আখোড়া, সাতোরা, ব্রহ্মপুর, মরীচির প্রসার, দধিবামন, চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, কোটালীপাড় ও সামন্তসার।(৫)

'এই সকল গ্রামের মধ্যে আলাধি,জয়াড়ী ও গোরালী এই তিন গ্রাম বশিষ্ঠের; কুমারহট্ট, পানকুণ্ড, আখোরা ও সাতোরা এই চারিস্থান শাণ্ডিল্যের; মরীচের প্রসার ও দধিবামন এই দুই গ্রাম সাবর্ণের; চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ ও কোটালীপাড় এই তিন গ্রাম ভরদ্বাজের এবং শুধু সামন্তসার গ্রাম শুনকের সমাজ; পাশ্চাত্য বৈদিকগণের এই ১৪টী সমাজ।' (৬)

বিভিন্ন কুলগ্রন্থ হইতে বিভিন্ন গোত্রের যে সমাজপরিচয় লিখিত হইল, তাহা একরূপ নহে। কোটালিপাড়ের বৈদিকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বৈদিককুলমঞ্জরী, বৈদিককুলপঞ্জিকা ও বৈদিককুলদীপিকা এই তিনখানি কুলগ্রন্থেই অনেকটা একরূপ বিবরণ আছে বটে, কিন্তু সামন্তসার হইতে প্রেরিত সম্বন্ধতত্ত্বার্ণবে অনেকটা ভিন্নরূপই লিখিত হইয়াছে। আবার জয়ারির বশিষ্ঠের নিকট প্রাপ্ত ঈশ্বরের বৈদিককুলপঞ্জীতেও অন্য প্রকার লিখিত হইয়াছে, ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত চারিখানি কুল গ্রন্থেরই মিল নাই। এমন কি, উক্ত চারিখানি কুলগ্রন্থে কুমারহট্ট সমাজ পরিত্যক্ত ও মধ্যভাগ গৃহীত হইলেও ঈশ্বর মধ্যভাগের পরিবর্ত্তে কুমারহট্টকে চতুর্দ্দশ-সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত চারিখানি কুলগ্রন্থেই মরীচি ও দধীচি এই দুই সমাজের উল্লেখ আছে, এই দুই স্থান ঈশ্বরের বৈদিককুলপঞ্জীতে মরীচের প্রসার ও দধিবামন নামে বর্ণিত হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে, এরূপ যখন মতভেদ হইতেছে, তখন কাহার মত প্রকৃত ও কাহার মত অপ্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করি?

উপরে যে কয়খানি কুলগ্রন্থ পাইয়াছি, তন্মধ্যে ঈশ্বর বৈদিকের কুলগ্রন্থই সর্ব্বপ্রাচীন, একারণ ঈশ্বরের মতই গ্রহণ করিলাম। ঈশ্বর লিখিয়াছেন যে, শুনক যশোধর এখানে আসিয়া

(৫) "অথ বৈদিক সমাজাঃ পরম্পরং নিরূপ্যন্তে।
তত্রাদৌ—আলাধীতি জয়াড়ীতি গৌরালীতি সুনিশ্চিতম্। কুমারহট্টগ্রামস্তু পানকুণ্ডস্তথৈবচ॥
আখোরা সাতোরাশ্চৈব ব্রহ্মপুরস্তথৈব চ। মরীচস্য প্রসারস্তু দধিবামন এবচ॥
চন্দ্রদ্বীপো নবদ্বীপঃ কোটালীপাড় এব চ। সামন্তসারস্ত্বেতে বৈ গ্রামাঃ সিদ্ধাশ্চতুর্দ্দশ॥
রাজাসৌ শ্যামলোবর্ম্মা পঞ্চব্রাহ্মণপুঙ্গবান্। পুরস্কৃত্য দদৌ স্থানং চতুর্দ্দশ সুশাসনম্॥"

(৬) "অথ তেষাং নির্ণীতস্থানং কথ্যতে।
আলাধীতি জয়াড়ীতি গৌরালীতি সুনিশ্চিতং। বশিষ্ঠস্য সমাজস্তু গ্রামাশ্চৈব ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ॥
কুমারহট্ট পানকুণ্ড আখোরা সাতোরাস্তথা। অন্তে ব্রহ্মপুরশ্চৈব শাণ্ডিল্যস্য সমাজকাঃ॥
মরীচস্তু প্রসারস্তু দধিবামন এব চ। সাবর্ণস্য সমাজৌ দ্বৌ স্মৃতৌ তৌহ্রপ্রশস্তকৌ॥
চন্দ্রদ্বীপো নবদ্বীপঃ কোটালীপাড় এব চ। ভরদ্বাজস্য নিয়তা গ্রামাশ্চৈতে সমাজকাঃ॥
সামন্তসারগ্রামস্তু শুনকস্য সমাজকাঃ। ক্রমেণৈব স্মৃতাশ্চৈতে চতুর্দ্দশ-সমাজকাঃ॥"
(ঈশ্বরের বৈদিক কুলপঞ্জী)

সামন্তসার গ্রাম লাভ করেন। তৎপরে বশিষ্ঠ, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ এই চারি গোত্রের পিতাপুত্র সহ সর্ব্বশুদ্ধ ১৩ জন উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই ১৩ জনকেই রাজা ধন, রত্ন ও গ্রাম দানপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়াছিলেন। চারি গোত্রের এই ১৩ জন এবং শুনক যশোধর এই চতুর্দ্দশ ব্যক্তির বাসগ্রাম লইয়া পরবর্ত্তিকালে চতুর্দ্দশ সমাজ কল্পিত হয়। যথা—শুনকগোত্রের সমাজ সামন্তসার; বশিষ্ঠের সমাজ তিনটী আলাধি, জয়ারি ও গৌরালি; শাণ্ডিল্যের সমাজ ৫টী কুমারহট্ট, পানকুণ্ড, আথোরা, সাঁতোরা ও ব্রহ্মপুর; সাবর্ণের সমাজ দুইটী মরীচের প্রসার ও দধিবামন; এবং ভরদ্বাজের সমাজ তিনটী চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ ও কোটালিপাড়।

উক্ত চতুর্দ্দশ সমাজের অবস্থান সম্বন্ধেও ঈশ্বর এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

'কোটালীপাড় ও চন্দ্রদ্বীপ দুইটী স্থান পূর্ব্ববঙ্গে। এই স্থানদ্বয় নারিকেল ও গুবাকাদি দ্বারা বেষ্টিত। নবদ্বীপ গঙ্গাতীরে, এই সমাজে চৈতন্য মহাপ্রভু জন্মলাভ করেন। সামন্তসার ব্রহ্মপুত্রের নিকট ও নবদ্বীপ হইতে বহু পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার ভূভাগ খর্জ্জুর পনসাদি তরু ও কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দ্বারা বেষ্টিত। আলাধি আত্রেয়ী ও প্রাচী নদীর পার্শ্বে অবস্থিত। এই স্থানে বহুতর বেদবিৎ বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বাস। জয়ারী অতি সমৃদ্ধ স্থান। এই স্থান দেবপুরী তুল্য। এখানে পুরস্ত্রী, দেবস্ত্রী ও হরিহর-বিরিঞ্চিপ্রভৃতির বহুতর মন্দির বিদ্যমান। গৌরালি সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুরম্য স্থান। এখানে অনেক গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের বাস। কুমারহট্ট গঙ্গাতীরে, এইস্থানে বেদজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণের বাস। গঙ্গার পবিত্র বারিস্পর্শে এই নির্দ্দোষ স্থান সদাই পবিত্র। আথরা পূর্ব্বদেশীয় বৈদিক সমাজের সন্নিকট। পানিকুণ্ড ভাগ্যদহ হ্রদের নিকট। ব্রহ্মপুর আথড়ার অন্তে। এই স্থান শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বৈদিকগণের সমাজ।" *

বৈদিক-কুলপঞ্জিকার মতে—"সামন্তসার ইদিলপুরে। আথরা দোলঘানে। গৌরাইল তিলতালুকে। কোটালিপাড় জয়সরে। চন্দ্রদ্বীপ বাকলায়। জয়ারী আত্রেয়ীতে। শান্তরু ভূষণায়। আলাধি জালালপুরে। ব্রহ্মপুর কালীকড়ীতে। মরীচি, পানকুণ্ড নবদ্বীপ এই স্থান ত্রয় গঙ্গাতীরে। মধ্যভাগ বিক্রমপুরে। দধীচি মোহারকুলে।"

এখন দেখা যাউক ঐ সকল স্থান বর্ত্তমান কোন্ জেলায়?

* "চন্দ্রদ্বীপ ইতি খ্যাতঃ কোটালীপাড়সংজ্ঞকঃ। নারিকেলগুবাকাদ্যৈর্বেষ্টিতঃ পূর্ব্বদেশকঃ॥
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপো যত্র চৈতন্যসম্ভবঃ। সামন্তসারস্তৎপূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রসমীপতঃ॥
সরিদ্বেষ্টিতভূখণ্ডা খর্জ্জুরপনসাবৃতাঃ। আলাধীতি পুরাখ্যাতা ভূদেবগণসেবিতা॥
যত্র প্রাচী বহতি বিমলৈরাত্রেয়ীপুণ্যতোয়ৈঃ। ছন্দোগানাং পরমকৃতিনাং যত্র বাসো বিশেষঃ॥
জয়াড়ীগ্রামে সুরপুরসমানে সম্প্রতি পুনঃ। পুরস্ত্রী দেবস্ত্রীহরিহরবিরিঞ্চিস্থিতিরিতি॥
গৌরালীগুণসম্পন্না গুণবদ্ব্রাহ্মণস্থিতি। গুণাতিরিক্তজয়িনী গুণাকরমনোহরা॥
গ্রামঃ কুমারহট্টোঽসৌ গঙ্গাসলিলনির্ম্মলঃ। বেদজ্ঞানাং স্থিতির্যত্র বসতাং দোষবর্জ্জিতা॥
আথোড়াগ্রামসামীপ্যো পূর্ব্বদেশসমাজকম্। পানিকুণ্ডং বিজানীয়াৎ যত্র ভাগ্যদহো হ্রদঃ।
আথোড়া অন্তে ব্রহ্মপুরঞ্চৈব শাণ্ডিল্যস্য সমাজকাঃ॥ (ঈশ্বরকৃত বৈদিক-কুলপঞ্জী)

সামন্তসার।

বৈদিককুলপঞ্জিকা মতে সামন্তসার ইদিলপুরের নিকট আবার ঈশ্বর বৈদিকের মতে ব্রহ্মপুত্র নদের নিকট। সামন্তসার এক্ষণে ফরিদপুর জেলায় মেঘনা নদীর পশ্চিম ধারে, গোঁসাইহাট পোষ্টাফিসের অন্তর্গত। ইহার পূর্ব্বসীমা নাগরকুণ্ডা গ্রাম, এখন নদীগর্ভশায়ী, দক্ষিণসীমায় ধাঁপুর, পশ্চিমে চোঁয়া ও উত্তরে কুলকুণ্ঠী গ্রাম। এই সমাজের বৈদিকেরা নিকটবর্ত্তী বেজিনীসার, সিঙ্গারডাহা কাকৈসার, শীতলবুড়িয়া, টেঙ্গরা প্রভৃতি স্থানেও বাস করিতেছেন।

কোটালিপাড়।

কোটালিপাড় পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, এখন ফরিদপুর জেলায়। এই সমাজের লোকেরা মুখ্যকোটালি, পশ্চিম পাড়, মদনপাড়, ডহরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।

চন্দ্রদ্বীপ।

চন্দ্রদ্বীপ—বরিশাল জেলায় বাক্‌লা পরগণায়। এই সমাজের বৈদিকেরা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত উজীরপুর, শিকারপুর, রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

মধ্যভাগ।

বৈদিককুলপঞ্জিকার মধ্যভাগ বিক্রমপুরে লিখিত হইলেও সামন্তসারের প্রধান কুলজ্ঞের মতে কুমারহট্টেরই নামান্তর মধ্যভাগ। অধিক সম্ভব, কুমারহট্টসমাজের বৈদিকেরাই কোন কারণে বিক্রমপুরের মধ্যভাগে আসিয়া বাস করেন, তাহাতেই অনেকে কুমারহট্ট ও মধ্যভাগ অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। মধ্যভাগসমাজের কোন কোন বৈদিকের মতে, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পাটগাঁওর নিকটবর্ত্তী মাদারিয়া গ্রামই প্রাচীন মধ্যভাগ, এখন এই গ্রাম পদ্মাগর্ভে। এই সমাজের লোকেরা কতক ইদিলপুরে ও কতক পাটগাঁওএ বাস করিতেছেন।

আথরা।

আথরা —ঢাকা জেলায় মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন। এখন এই গ্রাম পদ্মাগর্ভে। এই সমাজের লোকেরা পার্শ্ববর্ত্তী নয়াকান্দি, দুলারডাঙ্গী প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।

পানকুণ্ড।

পানকুণ্ড ঢাকা জেলায় মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন বলিয়া অনেকে উল্লেখ করেন, কিন্তু ঈশ্বর বৈদিকের মতে ভাগ্যদহের নিকট এবং পাশ্চাত্য কুলপঞ্জিকামতে গঙ্গাতীরে অবস্থিত।

জোয়ারি বা জয়াড়ী।

জোয়ারি—রাজসাহী জেলায়, নাটোর হইতে প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই গ্রামের পার্শ্বে আত্রেয়ী নদী ছিল, এখন আত্রেয়ী বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে।

গৌরালী।

গৌরালি বা গৌরাইল ঢাকা জেলায় রাজনগরের নিকট, এখন পদ্মাগর্ভে। এই সমাজের লোকেরা পার্শ্ববর্ত্তী মসুড়া, আড়্পা, ধামুকা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

আলাদি।

আলাদি রাজসাহী জেলায় আত্রেয়ী ও প্রাচীনদীর পার্শ্বে জালালপুরের নিকট অবস্থিত ছিল। এখন নদীগর্ভশায়ী, চিহ্নমাত্র নাই।

দধীচি ও মরীচি।

দধীচি ও মরীচি নবদ্বীপের পূর্ব্বোত্তরদিকে অবস্থিত। এখন আর এই দুই স্থানে পাশ্চাত্য বৈদিকের বাস নাই।

নবদ্বীপ।

সুবিখ্যাত প্রাচীন নদীয়াই পাশ্চাত্য বৈদিকগণের নবদ্বীপসমাজ, কিন্তু সেই প্রাচীন স্থানের অধিকাংশই গঙ্গাগর্ভে। যেখানে এখন লোকে বল্লালবাড়ী দেখাইয়া থাকে, তাহারই কিছু দূরে এই সমাজ অবস্থিত ছিল। এখন নবদ্বীপে বৈদিকের বাস থাকিলেও পঞ্চগোত্রের শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য বৈদিকগণের সহিত প্রায় তাঁহাদের সম্বন্ধ ঘটে না।

শাস্তক বা সাঁতৈরা।

এখন সাঁতৈরা নামে খ্যাত, ফরিদপুর জেলার ভূষণার নিকট, সুবিস্তৃত 'হাবেলী সাঁতৈরা' নামক পরগণার অন্তর্গত। এক সময় এই স্থান একটী প্রধান বৈদিকসমাজ বলিয়া গণ্য ছিল।

ব্রহ্মপুর।

ব্রহ্মপুর এখন বরিশাল জেলার অন্তর্গত।

## পঞ্চগোত্রের আগমনকাল সম্বন্ধে মন্তব্য।

পূর্ব্বকথিত বিবরণ লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত হইবার পর লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতির "বৈদিককুলপঞ্জিকা" আমাদের হস্তগত হইল। এই গ্রন্থখানি সর্ব্বশেষে রচিত হইলেও ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জীর সহিত ইহার অনেকাংশে মিল আছে। পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে, ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জীখানিই প্রচলিত সকল কুলগ্রন্থ হইতে প্রাচীন। এই প্রাচীন কুলগ্রন্থের সহিত লক্ষ্মীকান্তের রচনার অনেকাংশে মিল থাকায় তিনি যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা অনেকটা প্রামাণিক বলিয়া মনে হইবে। লক্ষ্মীকান্ত নিজে শৌনক, কাজেই তিনি ঈশ্বরের প্রায় সকল কথার অনুসরণ করিলেও শুনকস্থানে শৌনক বসাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ঈশ্বর শুনক যশোধর ব্যতীত অপর চারি গোত্রের আগমন-কাল ১১৬৮ শক নির্ণয় করিয়াছেন। আমরাও উক্ত চারি গোত্রের আগমনকাল বিক্রম-সংবৎ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতির কালনির্ণয় পাঠ করিয়া বিষম সন্দেহ-সাগরে ভাসমান।

বাচস্পতি লিখিয়াছেন,—

"দত্ত্বা ত্রয়োদশগ্রামান্ নানাবিধবসূনি চ।
পাশ্চাত্যান্ ভূপতির্গৌড়ে স্থাপয়ামাস বৈদিকান্॥

শাকে সাগররাগশাবনিমিতে বিপ্রান্ কনৌজস্থিতান্।
আনীয় ক্ষিতিপালমৌলিমুকুটো গৌড়াধিপঃ শ্যামলঃ।"

অর্থাৎ গৌড়াধিপ শ্যামলবর্ম্মা ১০৬৭ শকে কনোজস্থ পাশ্চাত্য বৈদিকগণকে আনিয়া (চারি গোত্রীয় ১৩ জনকে) ১৩ খানি গ্রাম ও বহু ধনরত্ন দিয়া গৌড়ে স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাচস্পতির উক্তি হইতে মনে হইতেছে যে যশোধর পূর্ব্বে আগমন করিলেও অপর ১৩ জন ১০৬৭ শকে অর্থাৎ যশোধরের আগমনের ৬৬ বর্ষ পরে গৌড়ে আসিয়াছিলেন, সুতরাং ত্রয়োদশ জনের আগমনকাল সম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত বাচস্পতির যথেষ্ট মতভেদ দেখা যাইতেছে। এদিকে আবার সামন্ত-চূড়ামণির মতে ১০০২ শকে চারি গোত্র আনীত হন। এখন কাহার কথা প্রকৃত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলাই কঠিন। এরূপস্থলে পঞ্চ-গোত্রের বংশাবলী আলোচনা দ্বারা একটা মোটামুটি কালনির্ণয়ের চেষ্টা করা আবশ্যক।

কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে এক্ষণে যশোধরের বংশের অধস্তন ২৭।২৮ পুরুষ এবং ২৫শ ২৬শ পর্য্যায়ের লোকও দেখা যায়।* এইরূপ বেদগর্ভ শাণ্ডিল্যবংশে ২২ হইতে ২৫ পুরুষ, গোবিন্দ বশিষ্ঠ বংশে ২০ হইতে ২২ পুরুষ এবং সাবর্ণ পদ্মনাভ বংশে ২০ হইতে ২২ পুরুষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান। সামবেদী ভরদ্বাজ বংশ বহুদিন হইতেই লোপ হইয়াছে, এজন্য এই বংশের পুরুষ-পর্য্যায় নির্ণীত হইল না।

বর্ত্তমান কালে জীবিত চারি গোত্রের মধ্যে যে ঊর্দ্ধতন পর্য্যায় পাইয়াছি, তাহা হইতেও প্রথমে শুনক, তৎপরে শাণ্ডিল্য এবং তৎপরে বশিষ্ঠ ও সাবর্ণ হইতেছেন। পুরাবিদ্‌গণ তিন পুরুষে এক শতাব্দ ধরিয়া থাকেন। তদনুসারে শুনকের ২৫।২৬ পুরুষে প্রায় ৮২৫ বর্ষ, শাণ্ডিল্যের ২২।২৩ পুরুষে ৭৫০ বর্ষ এবং বশিষ্ঠ ও সাবর্ণের ২০ পুরুষে প্রায় ৬৬৪ বর্ষ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এরূপ স্থলে বর্ত্তমান সময়ের ৮২৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ কুল-পঞ্জিকাবর্ণিত ১০০১ শকে শুনক যশোধর, কিঞ্চিদধিক ৭৫০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ লক্ষ্মীকান্ত-বাচস্পতি নির্দ্দিষ্ট ১০৬৭ শকে শাণ্ডিল্য বেদগর্ভ এবং ৬৬০ বর্ষের পূর্ব্বে অর্থাৎ ঈশ্বর বৈদিক-কথিত ১১৬৪ শকে বশিষ্ঠ গোবিন্দ, সাবর্ণ পদ্মনাভ ও ভরদ্বাজ বিশ্বজিৎ গৌড়দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন, একরূপ মোটামুটি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। তাম্রশাসন, কুলপরম্পরাগত প্রবাদ অথবা আদি কুলগ্রন্থসমূহে সম্ভবতঃ বিভিন্ন ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে বিভিন্ন শক নির্দ্দিষ্ট ছিল, তৎপরে বহু পরবর্ত্তী কুলগ্রন্থ-লেখকগণ বিশেষ বিচার না করিয়া কেহ কেহ এক সময়ে পঞ্চ বৈদিকের আগমন, আবার কেহ কেহ বা একের সময় অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া-

* সামন্তসারের শৌনকগণও যশোধরের সন্তান ও পঞ্চগোত্র মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু যশোধর হইতে তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে এক্ষণে ২০ হইতে ২২ পুরুষ মাত্র পাওয়া যায়। পূর্ব্ব অধ্যায়ে কুলগ্রন্থ অনুসারে দেখাইয়াছি যে, যশোধরের ভ্রাতা বংশীধর ষষ্ঠ পুরুষে যশোধরের সমাজদার আবির্ভূত হন। সম্ভবতঃ এই যশোধরকে আদিপুরুষ ধরিয়া সামন্তসারের সমাজদারগণ পরিচয় দিয়া থাকেন, তাই কোটালিপাড়ের শুনক হইতে ৫।৬ পুরুষ অন্তর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যশোধরের ভ্রাতা বংশীধর হইতে ধরিলে উভয় বংশের মধ্যে আর পর্য্যায়-পার্থক্য থাকে না।

ছেন। যাহা হউক, বংশপর্য্যায় ও বিভিন্ন কুলগ্রন্থের বচন সামঞ্জস্য করিয়া স্থির হইল যে প্রথমে শুনক, তৎপরে শাণ্ডিল্য, অতঃপর সামবেদী বশিষ্ঠ, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ এই পঞ্চগোত্র আগমন করিয়াছিলেন, এই জন্যই কুলপঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছে,—

"আদৌ শুনকশাণ্ডিল্যৌ বশিষ্ঠশ্চ ততঃ পরং।
সাবর্ণশ্চ ভরদ্বাজঃ পঞ্চগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

এরূপ স্থলে রাজা শ্যামলবর্ম্মার সভায় একমাত্র যশোধর মিশ্রের উপস্থিতি ও শাসনলাভ স্বীকার করা যাইতে পারে, তাঁহার সভায় অপর চারি গোত্রের আগমন একান্ত অসম্ভব। কোন কোন কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, যশোধর কান্যকুব্জে একবার ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এখানে বৈদিক ব্রাহ্মণ না থাকায় কান্যকুব্জে গিয়া পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শাণ্ডিল্য বেদগর্ভের সহিত তাঁহার পুত্রাদির আগমন অসম্ভব নহে। অপর চারি গোত্রের মধ্যে শাণ্ডিল্য বেদগর্ভ ১০৬৭ শকে অর্থাৎ ১১৪৫ খৃষ্টাব্দে এদেশে আসেন, সে সময়ে গৌড়াধিপ বল্লালসেনের পূর্ণ অধিকার। তাঁহার প্রভাব ও হিন্দুধর্ম্মানুরাগের পরিচয় অনেকেই অবগত আছেন। সুতরাং এ সময়ে বৈদিক ক্রিয়াদি নির্ব্বাহার্থ বৈদিক ব্রাহ্মণ আহূত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। মহারাজ বল্লালসেনের সময় এ দেশে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণই বিশেষ প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বেদচর্চ্চা একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহা সেই সময়ের অবস্থা-পরিদর্শক সুপ্রসিদ্ধ হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব হইতে জানিতে পারি। আনন্দভট্ট-রচিত বল্লাল-চরিত নামক এক নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তৎকালে বৈদিক বিপ্রগণ সুবর্ণবণিকদিগের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বল্লালসেন তাঁহাদিগকে কুলমর্য্যাদা প্রদান করেন নাই, একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁহার সময়ে এ দেশে দুই এক ঘর মাত্র বৈদিক থাকায় তাঁহাদের মধ্যে কুলমর্য্যাদা এককালে আবশ্যকই হয় নাই। যাহা হউক, এ সময়ে আমরা পঞ্চগোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে কেবল শুনক ও শাণ্ডিল্য এই দুই গোত্র মাত্র বিদ্যমান দেখি। এই দুই গোত্রের বহু পরে কনোজ হইতে ১১৬৪ শকে বা ১২৪২ খৃষ্টাব্দে সামবেদী অপর তিন গোত্র আসিয়াছিলেন। শেষোক্ত তিন ব্যক্তি কনোজপতি জয়চন্দ্রের সমৃদ্ধি ও অধঃপতন নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।—এজন্য কোন কোন আধুনিক কুলজ্ঞ এই তিন গোত্রীয় তিন জন ব্রাহ্মণের সহিত জয়চন্দ্রকেও গৌড়াধিপ শ্যামলবর্ম্মার সমসাময়িক বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এমন কি, কেহ কেহ জয়চন্দ্রকে শ্যামলবর্ম্মার শ্বশুর ভাবিয়া কল্পনার মাত্রা চড়াইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হউক, এ সমস্ত অনৈতিহাসিক কথার উপর নির্ভর না করাই উচিত। প্রকৃত কথা এই, কনোজ রাজ্য মুসলমান-কবলিত হইবার কিছুকাল পরে ম্লেচ্ছনির্য্যাতনে উৎপীড়িত হইয়া বশিষ্ঠাদি তিন গোত্র বঙ্গে বিক্রমপুরে আগমন করেন। তখনও বিক্রমপুরে সেনবংশের অধিকার। সমাগত বৈদিকত্রয়ের শুষ্কতরু পল্লবিতকরণরূপ অলৌকিক প্রভাবাদি দর্শনে সেনরাজ তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মানিত

করিয়া ছিলেন। সেই সেনরাজের নাম আমাদের সংগৃহীত পাশ্চাত্য কুলগ্রন্থে নাই। তবে যশোধর, বেদগর্ভ ও সমাগত তিনজন সকলেই এক বংশীয় নৃপতিগণের নিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন, এইমাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছে। ১১৬৪ শকে যখন বশিষ্ঠাদি এদেশে আসিয়াছিলেন, তখনও বিক্রমপুর হইতে সমুদ্রতীরবর্তী চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য পর্য্যন্ত সেন-রাজ-বংশের অধিকারভুক্ত ছিল। এই সীমা মধ্যেই পাশ্চাত্য বৈদিকগণ সময়ে সময়ে শাসন পাইয়াছিলেন এবং সেই সকল ব্রাহ্মণশাসনই পরবর্ত্তিকালে বিভিন্ন বৈদিক সমাজ বলিয়া পরিগৃহীত হয়।

---

## পঞ্চম অধ্যায়।

### ষষ্ঠগোত্র বিবরণ।

পাশ্চাত্য-বৈদিককুল-মঞ্জরীতে লিখিত আছে,—

'পঞ্চগোত্রের পর যাঁহারা গৌড়ে আগমন করেন, সেই সকল বেদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ষষ্ঠগোত্র বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদিগের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার ভেদ আছে। যাঁহারা পঞ্চগোত্রীয়ের সহিত সর্ব্বদা সম্বন্ধ করেন, তাঁহারা উত্তম; আর যাঁহারা পঞ্চগোত্রের সহিত পূর্ব্বে সম্বন্ধ করেন নাই অথচ এখন ক্রমশঃ করিতেছেন, তাঁহারা মধ্যম। এতদ্‌ব্যতীত আর সকলেই অধম। কৃষ্ণাত্রেয়, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, শৌনক, কাশ্যপ, বাৎস্য, ঘৃতকৌশিক, গৌতম, পরাশর, অগ্নিবেশ্য, সঙ্কর্ষণ, রথীতর, আত্রেয় ও কৌশিক ইঁহারা ষষ্ঠগোত্র।' (১)

রামভদ্রের কুলদীপিকায় লিখিত আছে,—'পঞ্চগোত্র ভিন্ন অন্যান্য গোত্র সকল ষষ্ঠগোত্র বলিয়া কীর্ত্তিত। মহাত্মা যশোধর প্রভৃতির সে সকল বান্ধবসম্পর্কীয় বৈদিকাচারনিষ্ঠ বিপ্রগণ পূর্ব্বে কর্ণাবতীতে বাস করিতেন, তাঁহারা শেষে যশোধরের প্রতি সৌহার্দ্দবশতঃ কর্ণাবতী ত্যাগ করিয়া গৌড়ে আগমন করেন। সেই বিপ্রগণের একাদশটী গোত্র প্রচলিত, যথা—

(১) "পঞ্চগোত্রাৎ পরং যেঽস্মিন্নাগতা গৌড়মণ্ডলে। ষষ্ঠগোত্রা ইতি খ্যাতা বেদাচাররতাঃ সদা ॥১২৬
তে প্রোক্তাস্ত্রিবিধাঃ সর্ব্বে চোত্তমাধমমধ্যমাঃ। পঞ্চগোত্রৈঃ সমং শশ্বৎ কার্য্যাতশ্চোত্তমা মতাঃ ॥১২৭
পঞ্চগোত্রৈঃ সমং কার্য্যং যেষাং নাস্তি সদা পুরা। ক্রমশো যদি যত্নেন কার্য্যং কুর্ব্বন্তি তৈঃ সমং ॥১২৮
ততস্তে মধ্যমা জ্ঞেয়াস্তদন্যে চাধমা স্মৃতাঃ ॥১২৯
কৃষ্ণাত্রেয়ো ভরদ্বাজো বশিষ্ঠঃ শৌনকস্তথা। কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যশ্চ সঙ্কর্ষণরথীতরৌ।
পরাশরোঽগ্নিবেশ্যশ্চ সংকর্ষণরথীতরৌ। আত্রেয়ঃ কৌশিকশ্চৈতে ষষ্ঠগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"১৩১

(পাশ্চাত্যবৈদিককুলমঞ্জরী)

বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, কৃষ্ণাত্রেয়, গৌতম, ভরদ্বাজ, বাৎস্য, রথীতর, পরাশর, অগ্নিবেশ্য, ঘৃত-কৌশিক ও কৌশিক।'(২)

জটাধরকৃত পাশ্চাত্য-কুলদীপিকার মতে—'যে সকল পাশ্চাত্য বৈদিকগণ পঞ্চগোত্রের পর বঙ্গে আগমন করেন, তাঁহারা ষষ্ঠগোত্র নামে খ্যাত হন। এই সকল ব্রাহ্মণও যশোধর প্রভৃতির ন্যায় নানারূপ ক্রিয়াকর্ম্মে অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। নিম্নলিখিত ষষ্ঠগোত্রের ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন সময়ে কনৌজ হইতে এদেশে আগমন করেন।

'১২০৪ শকাব্দে রূপরাম নামক একজন কৃষ্ণাত্রেয় ভট্টারি দেশে, ১২০৫ শকাব্দে বৈষ্ণবানন্দ মিশ্র নামে একজন কোটালিপাড়ের রতালে, ১২০৭ শকাব্দে রামনারায়ণ নামক একজন কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ চন্দ্রদ্বীপে, ১২০৮ শকাব্দে বাৎস্যগোত্রীয় রূপাট নামক জনৈক চন্দ্রদ্বীপে, ১২০৯ শকাব্দে মুকুন্দাচার্য্য নামক অন্য আর একজন ব্রাহ্মণ মধ্যভাগে, এবং ১২১০ শকাব্দে রথীতরগোত্রীয় মাধব মিশ্র নামক এক বিপ্র কনৌজ হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। এই সকল সমাগত ব্রাহ্মণ সকলেই বেদাধ্যায়ী ও বহু শাস্ত্রদর্শী ছিলেন। ইঁহারা রাষ্ট্রবিপ্লবে ক্রমে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বন্ধু বান্ধবগণের অনুসরণার্থ বঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

'এই সমাগত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন জন উত্তম সামবেদী এবং শেষোক্ত ছয় জন উত্তম যজুর্ব্বেদী। এই সাম ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণ সকলেই কনৌজ হইতে বঙ্গে আগমনপূর্ব্বক স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য পরস্পর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ হয় নাই। এখন ইঁহারা সম্বন্ধ না পাইয়া অগত্যা পূর্ব্বাগত বৈদিকগণের আশ্রয় লইতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার আশ্রয় লওয়া উচিত, এই কথা লইয়া তখন তাঁহারা পরস্পর যুক্তি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। শেষে স্ব স্ব সমাজের প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা সকলেই তাঁহাদিগকে সমাজদ্বারগণের নিকট যাইতে বলিলেন।

'অতঃপর উক্ত নবাগত ব্রাহ্মণগণ সমাজদ্বারগণের নিকট গিয়া বিনয় ও কৃতাঞ্জলি-সহকারে শৌনকগোত্রীয় সমাজদ্বারগণের নিকট বিবাহ সম্বন্ধে প্রস্তাব করিলেন এবং আপনাদিগকে সমাজ মধ্যে ভুক্ত করিয়া লইবার জন্যও তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন। সমাজদ্বারগণ তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া অন্য চারি গোত্রীয়দিগের সহিত একযোগে এ সম্বন্ধে

(২) "পঞ্চগোত্রান্যগোত্রাশ্চ ষষ্ঠগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৭১
আসন্ যশোধরাদীনাং বান্ধবা যে মহাত্মনাং। কর্ণাবতীষু বিপ্রাস্তে বৈদিকাচারতৎপরাঃ ॥৭২
বশিষ্ঠঃ কাশ্যপশ্চৈব কৃষ্ণাত্রেয়স্তথৈব চ। গৌতমশ্চ ভরদ্বাজো বাৎস্যশ্চৈব রথীতরঃ ॥৭৩
পরাশরোঽগ্নিবেশ্যশ্চ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ। ষষ্ঠগোত্রাস্তু বিজ্ঞেয়া ইত্যেকাদশসংখ্যকাঃ ॥৭৪
এতে যশোধরাদীনাং সৌহার্দ্দেন বশীকৃতাঃ। অথ কর্ণাবতীং ত্যক্ত্বা গৌড়দেশং সমাযযুঃ ॥৭৫"
(বৈদিককুলদীপিকা)

পরামর্শ করিয়া শেষে ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ সহ সম্বন্ধ ও তাঁহাদিগকে নিজ সমাজভুক্ত করিয়া লইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ কৃতার্থ হইলেন, তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ হইল।

'এই সময় হইতে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ষট্‌গোত্র প্রসিদ্ধ হইল এবং তাঁহারা অদ্যাপি বিশিষ্ট সম্বন্ধ করিয়া বিরাজমান আছেন।

'রাজা বল্লালসেন রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ মধ্যে যেমন কুলীন ও শ্রোত্রিয় এই দুই থাক নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, শেষে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যেও সেইরূপ পঞ্চগোত্র ও ষট্‌গোত্র, এই দুই শ্রেণী কল্পিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে তদবধি পঞ্চগোত্রীয়েরাই প্রধান, গুণশালী ও সর্ব্বত্র মান্য।, (৩)

(৩) "অতঃপরং যে সমুপাগতা দ্বিজাস্তে বৈদিকত্বেন চ বিশ্রুতাস্তথা।
ততোঽপি বিশ্বং জনয়ন্তি বিস্ময়ং কৃত্বা ক্রিয়াং নিত্যমনিষ্টনাশিনীঃ॥
বেদাম্বরাদিত্যমিতে শকাব্দে শ্রীরূপরামোঽপি চ কান্যকুব্জাৎ।
জয়ারিদেশে সুমনাপি কৃষ্ণাত্রেয়াখ্যগোত্রেণ গুণবান্ সমাসীৎ॥
শাকে স্বরাকাশদিবাকরাব্দে শ্রীবৈকুণ্ঠানন্দ ইয়ায় নাম।
কোটালিপাটান্তরগে স্বভাবে স কান্যকুব্জাদিহ গৌতমাখ্যঃ॥
সমুদ্রশূন্যাব্ধিসুধাংশুশাকে শ্রীরামনারায়ণনামধেয়ঃ।
স কাশ্যপঃ কৌনজতশ্চ চন্দ্রদ্বীপাখ্যদেশে চ্যুতদোষ আসীৎ॥
নাগাম্বরীক্ষার্যমনে শকাব্দে বটুঃ কৃপাচার্য্য মুনিঃ সুনামা।
বাৎস্যঃ সমাগাৎ পরমোঽপি চন্দ্রদ্বীপে মনোরঞ্জককৌনজীয়ঃ॥
শাকে গ্রহাকাশরবিপ্রমাব্দে মুকুন্দ আচার্য্য উপাধিমেতঃ।
স কৌনজাদ্বৎসকুলপ্রশান্তঃ সুমধ্যভাগং ব্যগমদ্‌যশস্বী॥
নভঃশশাঙ্কদ্বিবিধৌ শকাব্দে হ্যধীতবেদো.মাধবমিশ্রনামা।
শ্রীকান্যকুব্জং পরিহায় বিদ্বান্ দ্বিজো নবদ্বীপসমাজ আসীৎ॥
জগজ্জনাজ্ঞানবিনাশবিজ্ঞা অবাপ্তবিদ্যা বিধিবদ্বিধিজ্ঞাঃ।
স্বস্থানহীনা অতিরাষ্ট্রবিপ্লবাদ্‌বভূবুরাসন্ধ্য তদাত্মবান্ধবান্॥
আদ্যাস্ত্রয়ো হ্যপ্যুত্তমসামবেদিনঃ পরে যজুর্ব্বেদিন এব মাধবঃ।
শ্রীকৌনজীয়াঃ ষড়িমে পরস্পরমালোচয়ামাসুরভিপ্সিতং তদা॥
সম্বন্ধনাসাদয়তীহ নো ধ্রুবমস্মত্তরঙ্গং কিমিতো বিধেয়কং।
পূর্ব্বাগতানাং শরণং বিধীয়তাং নোচেত্তুবামঃ পশুবদ্বিনিশ্চিতং॥
ক এব তেষাং স্মরণীয়যোগ্যাঃ কেষাং সমীপেঽপি বয়ং ব্রজামঃ।
ইত্থং বিচার্য্যৈব পরস্পরং তে স্তবেদয়ন্ পঞ্চসমাজনাথং॥
তেষাং সমাজাধিপতিপ্রবর্য্যাঃ শ্রুত্বা সমস্তং বচনং তদীয়ং।
সমাজলাভায় রুচিঃ সমাজস্থারান্তরং বাঞ্ছিতে তে তদোচুঃ॥
ততোঽপি গত্বা বিনয়ান্বিতা বভো বিবাহসম্বন্ধিবিযুক্তপাণয়ঃ।
প্রাগুক্তিমে শৌনকগোত্রসম্ভবান্ সমাজমধ্যে পরিকল্পয়ন্তি॥

লক্ষণ বাচস্পতি-কৃত পাশ্চাত্য কুলসংহিতায় বঙ্গে পুনরায় বৈদিকাগমন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—"ষড় দর্শনাভিজ্ঞ যশস্বী জিতেন্দ্রিয় দয়াবান্ কাশ্যপগোত্রীয় রামমিশ্র, ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীমান্ দামোদর মিশ্র, বশিষ্ঠগোত্রীয় নারায়ণ ঠাকুর, অগ্নিবেশ্যগোত্রীয় বিষ্ণুপ্রসাদ আচার্য্য, ইহাঁরা যজুর্ব্বেদী ও কর্ম্মদক্ষ ছিলেন। পরাশরগোত্রীয় হরিরাম আচার্য্যসিংহ এবং মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় রমেশ মিশ্র এই উভয় ব্যক্তিই প্রধান ঋগ্‌বেদী ছিলেন।

'উক্ত ব্রাহ্মণগণ সকলেই কান্যকুব্জ পরিত্যাগপূর্ব্বক বঙ্গের নবদ্বীপ সমীপে উপস্থিত হন এবং তাহারই নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামে বসবাসপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর আরও কতিপয় পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ গৌড়ে আগমন করেন। তাঁহারা নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় পাইয়া গঙ্গাস্নানের ফললাভ আশায় সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

'ঘৃতকৌশিকগোত্রীয় শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র এবং কৌশিকগোত্রীয় বিশ্বেশ্বর এই দুই জন ঋগ্‌বেদী, মাণ্ডব্য, কৃষ্ণাত্রেয় ও সঙ্কর্ষণগোত্রীয় তিন জন যজুর্ব্বেদী ও আত্রেয়গোত্রীয় শ্রীপতি মিশ্র সামবেদী ছিলেন। ইহাঁরাও কান্যকুব্জ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌড়ে আগমন করেন। অনন্তর গার্গ্য, ঘৃতকৌশিক, কৌশিক ও পতিবেশ্য এই চারি গোত্রীয় চারিজন যজুর্ব্বেদী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং মিহিরাচার্য্য নামক গৌতমগোত্রীয় জনৈক ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণ, ইহাঁরাও কনৌজ হইতে গৌড়ে আসিয়া বাস করেন।' (৪)

নিশম্য তেষাং বচনং গুণাকরাস্তে শৌনকা অন্তকুলাম্ভবাংস্ততঃ।
আহূয় গোত্রান্ চতুরোঽভ্যমগ্রয়ন্ মিথো দ্বিজা স্পষ্টবিমৃশ্যকারিণঃ॥
সমং ভবদ্ভিঃ করণীয় এব সম্বন্ধভাবঃ পশুভাবনাশী।
অস্মৎসমাজে মিলিতং ভবেদ্ধ উচুস্তদেশং খলু পঞ্চগোত্রাঃ॥
বয়ং কৃতার্থা ভবতাং কৃপার্থাঃ সর্ব্বেঽপ্যনায়াসসমাগতাশাঃ।
মুহুর্মুহুঃ প্রাহুরিদং প্রহর্ষাৎ তে ষষ্ঠগোত্রাস্বগমন্ স্বদেশং॥
ইতীব বীজাৎ প্রভবষষ্ঠগোত্রাঃ পাশ্চাত্যবিপ্রেষিহ বৈদিকেষু।
বিধায় সম্বন্ধমলোষভাজমদ্যাপি রাজন্তি পুরাতনাস্তে॥
রাজ্ঞা বল্লালসেনেন কৃতাঃ পূর্ব্বং স্বতেজসা। রাঢ়ীবারেন্দ্রমধ্যে তু কুলীনাঃ শ্রোত্রিয়া যথা॥
বৈদিকৈঃ পঞ্চগোত্রাশ্চ ষষ্ঠগোত্রাঃ প্রকল্পিতাঃ। পাশ্চাত্যবৈদিকে তদ্বদদ্যাপি পূর্ব্বসংস্থিতে॥
ইহ তদবধি লোকে পঞ্চগোত্রাঃ প্রধানাঃ গুণিগণগণনাদ্যা বৈদিকৈঃ পূজনীয়াঃ।
ইহ ভবতু বিজেতা যানয়োর্যুক্তিমূলমিতি বটুবরবর্গো বেদতথ্যেন সর্ব্বঃ॥" (জটাধরকৃত পাশ্চাত্যকুলদীপিকা।)

(৪) "অশেষষড়্‌দর্শনদর্শনাপ্তা যশোদয়ালিকৃতমূর্ত্তিরেকঃ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ কাশ্যপবংশদীপঃ শ্রীরামমিশ্রেতি সমাখ্যো বিপ্রঃ॥
দ্বিজো ভরদ্বাজকুলাজসূর্য্যঃ শ্রীমান্ হি দামোদরমিশ্রনামা।
বশিষ্ঠজোঽভীষ্টবিশিষ্টনিষ্ঠো নরেষু নারায়ণঠাকুরাখ্যঃ॥

মহাদেব শাণ্ডিল্য-কৃত সম্বন্ধতত্ত্বার্ণবে লিখিত আছে,—

'ভরদ্বাজগোত্রীয় শক্তিধর নামক জনৈক যশস্বী ব্রাহ্মণ কোটালিপাড়স্থ তারাসি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। অনন্তর পুরন্দরাচার্য্য নামক জনৈক কাশ্যপগোত্রীয় নবদ্বীপ হইতে কোটালিপাড়ে আগমনপূর্ব্বক তথাকার শুনকদিগের আশ্রয়ে বিনীতভাবে বাস করিতে থাকেন। তৎপরে ভরদ্বাজ কৃষ্ণজীবন ঠাকুর চক্রবর্ত্তীও কোটালিপাড়ের শুনকদিগের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। এই ব্যক্তিত্রয়ের সন্তানগণ সুরীতি ও শুদ্ধান্তঃকরণে শুনকদিগের সহিত সম্বন্ধাদি স্থাপন করিয়া সেই স্থানেই পরস্পর মান্য হইয়াছিলেন।

'মৌদ্গল্যগোত্রীয় জনৈক বিপ্র ভরদ্বাজাশ্রম স্মরণপূর্ব্বক নারায়ণপুরে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। পরে পরাশর, ঘৃতকৌশিক ও কৌশিক এই তিন গোত্রীয় তিনজন ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণ নবদ্বীপ হইতে আসিয়া ব্রহ্মপুর-সমাজের নিকট শ্রীপাশা গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। পরাশরগোত্রীয় মৃত্যুঞ্জয় নামক এক ব্যক্তি শ্রীপাশা হইতে ধান্নুকায় গিয়া তথাকার ব্রাহ্মণগণের আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। ঘৃতকৌশিক ও কৌশিক-গোত্রীয় দুই ব্যক্তি ধান্নুকা হইতে গঙ্গানগর গ্রামে গিয়া বসতি লইলেন। অগ্নিবেশ্য-গোত্রীয় যজ্ঞেশ সমাজস্থারগণের আশ্রয় পাইয়া গানস্তসারে আসিয়া উপস্থিত হন। কৃষ্ণা-

বিষ্ণুপ্রসাদেত্যভিধোঽগ্নিবেশ্যবংশীয় আচার্য্যস্থনামলব্ধঃ।
এতে যজুর্ব্বেদবিদো বদান্যাঃ পট্টুসমাটুর্ব্বটুকাশ্চতুষ্কাঃ॥
ঋগ্বেদবাদী হরিরামসংজ্ঞ আচার্য্যসিংহো হি পরাশরঃ সঃ।
মৌদ্গল্যগোত্রীয়রমেশমিশ্রঃ প্রবীণঋগ্বেদী বিশুদ্ধবিপ্রঃ॥
তৎ কান্যকুব্জং পরিহায় বিপ্রাস্তদা নবদ্বীপসমীপগেষু।
গ্রামেষনেকেষু পরম্পরং তে সম্বন্ধবদ্ধাঃ স্ম বসন্তি সর্ব্বে॥
ততঃ পরং কেচন বিপ্রপুঙ্গবা গঙ্গাম্বস্যা সাঙ্গসুসঙ্গমর্থিনঃ।
তত্রৈব তস্থুঃ প্রথমস্থিতান্ দ্বিজান্ আশ্রিত্য গৌড়েঽত্র সমেত্য সত্যপাঃ॥
শ্রীকৃষ্ণমিশ্রো ঘৃতকৌশিকাখ্যগোত্রোদ্ভবো ভাবিতদেবতাখ্যঃ।
বিশ্বেশ্বরঃ কৌশিকবংশজাতুর ঋগ্বেদিনৌ দ্বৌ বিদিতত্রিবেদৌ॥
মাণ্ডব্যগোত্রোদ্ভব এব কৃষ্ণাত্রেয়োঽপি গোত্রো ভুবনে বরেণ্যঃ।
শিষ্টশ্চ সঙ্কর্ষণবংশভাসক্ষয়ো যজুর্ব্বেদিন এব বিপ্রাঃ॥
আত্রেয়গোত্রীয়বটুঃ পবিত্রঃ সুশ্রীঃ শ্রিয়া শ্রীপতিমিশ্রনামা।
অধীতশাস্ত্রোঽস্তনমস্তদোষঃ সমেতসাম্যঃ স চ সামগামী॥
গার্গ্যোঽথ গোত্রো ঘৃতকৌশিকশ্চ যঃ কৌশিকো বা পতিবেশ্যবংশঃ।
এতচ্চতুর্গোত্রভবাঃ প্রশস্তাঃ জ্ঞেয়া যজুর্ব্বেদিন ঐশলব্ধাঃ॥
ঋগ্বেদবাদী মিহিরাভিধেয় আচার্য্যসুখ্যাতিমবাপ বিপ্রঃ।
সমাগতো গৌতমগোত্রভূতো বিহায় গৌড়ে স চ কান্যকুব্জং॥"

(লক্ষ্মণ-বাচস্পতিকৃত পাশ্চাত্য-কুলসংহিতা ১৭ অ০)

অত্রেয়গোত্রীয় জনৈক যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ নিজ দেশ হইতে কোটালিপাড়ে আসিয়া সেখানকার শুনকগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন। আত্রেয়, মাণ্ডব্য ও সঙ্কর্ষণ এই গোত্রত্রয়সম্ভূত কতিপয় ব্রাহ্মণ পশ্চিম দেশ হইতে বঙ্গে আগমন করেন। নবদ্বীপ হইতে জনৈক যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্যগণের আশ্রয়ে আলাধি গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রূপনারায়ণ নামক জনৈক ব্যক্তি আলাধি হইতে মেদিনীমণ্ডল গ্রামে আসিয়া নিজ শিষ্যাদি সহ তথায় বাস করেন।

'অশ্বথাদি বৃক্ষ যেমন পঞ্চাম্র বলিয়া খ্যাত, এই দ্বাদশগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ব-গৌড়সমাজে সেইরূপ ষষ্ঠগোত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। যে যে স্থানে পঞ্চগোত্রীয় বৈদিকগণের বাস, সেই সেই স্থানেই ষষ্ঠগোত্র এইরূপ আখ্যা শুনা যায়। যেখানে পঞ্চগোত্রের বাস নাই, সেখানে সকলেই বৈদিক নামে প্রসিদ্ধ।' (৫)

বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,—

'পরে কর্ণাবতী হইতে আরও অনেক বিপ্র আগমন করিয়াছিলেন। ঐ সকল বেদ-

(৫) "ততো ভরদ্বাজকুলপ্রদীপঃ সুকীর্ত্তিধৃক্ শক্তিধরাভিধানঃ।
কোটালিপাটে স বটুঃ স্বদেশাৎ তারাসিকগ্রামমুবাস তৎস্থঃ॥
ততো নবদ্বীপনিবাসতো দ্বিজঃ পুরন্দরাচার্য্যসমাখ্যকাশ্যপঃ।
কোটালিপাটে শুনকাবলম্বনাৎ আগত্য তস্থৌ বিনয়ী প্রিয়ম্বদঃ॥
আয়াদ্ ভরদ্বাজজকৃষ্ণজীবনঃ স্বস্থানতষ্ঠাকুরচক্রবর্ত্তী।
কোটালিপাটে শুনকাদিকাশ্রয়াৎ স কর্ম্মরূপী ধৃতধীরধর্ম্মঃ॥
এষাং ত্রয়াণাং সুতপোহতিকারিণাং শুদ্ধান্তরাঃ সন্ততয়ঃ সুরীতয়ঃ॥
সম্বন্ধভাবং শুনকৈর্বিধায়তে তত্রৈব মান্যা অভবন্ পরস্পরং॥
মৌদ্গল্যগোত্রজোঽপ্যেকো নারায়ণপুরে পরং। রচয়িত্বা সুধী তস্থৌ ভরদ্বাজাশ্রমং স্মরন্॥
অতঃ পরং নবদ্বীপাদেত্য তত্রচ্চ শিষ্যতঃ। ব্রহ্মপুরসমাজান্তে শ্রীপাশাগ্রাম এব তে॥
পরাশরকুলোদ্ভূতো ঘৃতকৌশিকগোত্রজঃ। কৌশিকবংশজাতশ্চ ঋগ্বেদিনো দ্বিজা ইমে॥
মৃত্যুঞ্জয়াভিধস্তস্মাৎ শ্রীপাশাতঃ পরাশরঃ। ধানুকায়াং সমাগত্য তত্র তস্থৌ দ্বিজাশ্রয়াৎ॥
ঘৃতকৌশিকগোত্রীয়ঃ কৌশিকবংশজস্তথা। তৎস্থানাদগমদ্গ্রামে গজানগরসংজ্ঞকে॥
অগ্নিবেশ্যকুলোদ্ভূতো যজ্ঞেশনামধেয়কঃ। সমাজস্বারমাশ্রিত্য মামন্তসারমাগমৎ॥
তৃকাত্রেয়াখ্যগোত্রেঽপি যজুর্ব্বেদী স্বদেশতঃ। কোটালিপাটমেত্যাসীৎ শুনকৈঃ স্থাপিতস্তদা॥
আত্রেয়শ্চৈব মাণ্ডব্যঃ সঙ্কর্ষণস্থিতি ত্রয়ঃ। এতদ্বংশভবাঃ কেচিদাজগ্মুরিহ পশ্চিমাৎ॥
যজুর্ব্বেদিবশিষ্ঠৈকো নবদ্বীপাৎ সুখাশয়া। শাণ্ডিল্যাশ্রয়মাশ্রিত্য আলাধিগ্রামমাগমৎ॥
রূপনারায়ণস্তস্মাৎ মেদিনীমণ্ডলাখ্যকং। গ্রামং প্রাপ্য নিবাসায় তত্রোবাস স্বশিষ্যতঃ॥
এতে দ্বাদশগোত্রীয়াঃ পূর্ব্বে গৌড়সমাজকে। বিখ্যাতাঃ ষষ্ঠগোত্রত্বেনৈব পঞ্চাম্রবদ্দ্বিজাঃ॥
বিদ্যন্তে যত্র তত্রৈব পঞ্চগোত্রা হি বৈদিকাঃ। ষষ্ঠগোত্রেতি বাক্যন্তু তত্র তত্রৈব গীয়তে॥
অন্যত্র বৈদিকেত্যাখ্যাং লভমানস্তু কেবলাং। পাশ্চাত্যব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বত্র ভান্তি তে তথা॥"
(মহাদেব শাণ্ডিল্যকৃত সম্বন্ধতত্ত্বার্ণব)

বেদাঙ্গবেত্তা ব্রাহ্মণগণ ষষ্ঠগোত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১২০০ শকের পর যাঁহারা বঙ্গে আগমন করেন, তাঁহারা ষষ্ঠগোত্র। এই সকল ষষ্ঠগোত্র আবার উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে ত্রিবিধ।

'ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কৃষ্ণাত্রেয়, রথীতর, কাশ্যপ, বাৎস্য ও গৌতম এই কয় গোত্রই আসিয়াছিলেন। অতঃপর পরাশর, অগ্নিবেশ্ম, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, মৌদ্গল্য, সঙ্কর্ষণ ও আত্রেয়, এই কয় গোত্রের আগমন হয়। ইঁহাদের মধ্যে কুলীনগণের সহিত যাঁহাদের সম্বন্ধাদি আছে তাঁহারা উত্তম, অকুলীনের সহিত যাঁহাদের সম্বন্ধ তাঁহারা মধ্যম এবং কন্যা-বিক্রয়দোষ, কন্যা-পরিবর্ত্তন এবং অযাজ্য-যাজন হেতু অপরে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য।' (৬)

লক্ষীকান্ত বাচস্পতির কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,—

'পশ্চাৎ যে সকল ব্রাহ্মণ কনোজ হইতে গৌড়ে আগমন করেন, পরম্পর তাহাদিগের গোত্র বলা যাইতেছে। শুনক ও কাশ্যপ তিন প্রকার; বশিষ্ঠ দ্বিবিধ; যজুঃ ভরদ্বাজ, বাৎস্য, বৎস, গৌতম, পাণিনি, ত্রিবিধ কৃষ্ণাত্রেয়, ঘৃতকৌশিক, আত্রেয়, আতথ্য, কুশিক, কৌশিক, অগ্নিবেশ্ম, উতথ্য, গার্গ্য, রথীতর, সঙ্কর্ষণ, কৌণ্ডিন্য, মৌঞ্জ-ঋষি, পরাশর, পৌতিমাষ্য, ঔপমাষ্য, ভৃগু, জাতুকর্ণ, মৈত্রায়ণ, ভার্গব, বিশ্বামিত্র, উপমন্যু ও বৈশম্পায়ন এই সকল গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পরে গৌড়ে আসিয়া বাস করেন। উক্ত গোত্রসমূহের মধ্যে কাশ্যপ—যজুঃ, সাম ও ঋগ্বেদ। বশিষ্ঠ—সাম ও যজুর্ব্বেদী এবং কৃষ্ণাত্রেয় সাম ও যজুর্ব্বেদী। এতদ্ভিন্ন বৈদিকগণের মধ্যে অপর যে সকল গোত্র আছে, তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বলিয়া গণ্য। আথরাবাসী সৃষ্টিধরের সহায়তায় শুনক-গোত্রের কুল দৃষ্ট হয়। এই সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ক্রমে ব্যক্ত হইবে।

'ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়ানুসারে কাশ্যপ তিন প্রকারে বিভক্ত। বেদ এবং প্রবরভেদে কৃষ্ণাত্রেয় ত্রিবিধ। যজুর্ব্বেদী বশিষ্ঠ প্রবরভেদে দুই প্রকার। কতিপয় বশিষ্ঠ পঞ্চ প্রবর এবং তদ্ভিন্ন অপর সকলেই তিন প্রবরবিশিষ্ট। বেদভেদে বাৎস্য দুই প্রকার। ইহার মধ্যে একজন ঋগ্বেদী এবং অপর যজুর্ব্বেদী। শুনক সপ্তবিংশতি গোত্রেরই মাননীয়।' (৭)

(৬) "পশ্চাৎ কর্ণাবতীস্থানাদাগতা বহবো দ্বিজাঃ। ষষ্ঠগোত্রা ইতি খ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥৫২
খবিন্দুপক্ষেন্দুশকাৎ পরং যে সমাগতা বিপ্রবরাঃ সুবঙ্গে।
তে ষষ্ঠগোত্রাঃ প্রথিতাস্ত্রিধৈব লোকে যথা চোত্তমমধ্যমাধমাঃ ॥৫৩
ভরদ্বাজো বশিষ্ঠশ্চ কৃষ্ণাত্রেয়স্তথৈব চ। রথীতরঃ কাশ্যপশ্চ বাৎস্যো গৌতম এব চ ॥৫৪
আদাবেতে সমায়াতাঃ ষষ্ঠগোত্রাস্ততোঽপরে। পরাশরোঽগ্নিবেশ্মশ্চ কৌশিকো ঘৃতকৌশিকঃ ॥৫৫
মৌদ্গল্যঃ সঙ্কর্ষণশ্চ তথাত্রেয়ঃ সমাগতাঃ। এষাং কুলীনসম্বন্ধাদুত্তমত্বং সমীরিতং ॥৫৬
প্রায়েণাকুলসম্বন্ধান্মধ্যমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।৫৭
কন্যাবিক্রয়দোষেণ তথা তৎপরিবর্ত্তনৈঃ। অযাজ্যযাজনাচ্চৈব নিকৃষ্টত্বং স্মৃতং বুধৈঃ ॥" ৫৮ (বৈদিক কুলপঞ্জি)

(৭) "অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি পশ্চাদ্‌গৌড়ং কনুজতঃ। সমাগতানাং গোত্রাণি যথোত্তরলঘূনি হি ॥
শুনকঃ কাশ্যপস্ত্রেধা বশিষ্ঠো দ্বিবিধো পরঃ। যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজো বাৎস্যো বৎসস্তথৈব চ ॥
গৌতমঃ পাণিনিশ্চৈব কৃষ্ণাত্রেয়স্ত্রিধা ততঃ। ঘৃতকৌশিক আত্রেয়শ্চাতথ্যঃ শিককৌশিকৌ ॥

রাঘবেন্দ্র-কবিশেখর রচিত কোটালিপাড়-সমাজের পরিচয় গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, (৮)

"অনন্তর শ্রীরামমিশ্র কোটালিপাড়ে আগমন করেন। ইনি কাশ্যপগোত্রীয় যজুর্ব্বেদী, কাশ্যপের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন এবং যজুর্ব্বেদবিৎ ও জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যশোধর মিশ্রের আগমনের সাত বর্ষ পরে ইঁহার আগমন হয়। ( তাহার বহু পরে ) অতঃপর তন্ত্র-শাস্ত্রজ্ঞ শারঙ্গধর শক্তিধরের সহিত আগমন করেন। ইঁহারা উভয়ে পরস্পর সহোদর ছিলেন, ইঁহারা ভরদ্বাজগোত্রীয়, যজুর্ব্বেদী এবং উভয়েই জ্ঞানীদিগের অগ্রণী। অনন্তর সুব্রাহ্মণমিশ্র নামক এক ব্যক্তি আগমন করেন। ইনি কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ও কাণ্বশাখাধ্যায়ী ছিলেন। ইঁহার কণ্ঠে বিষ্ণুর রঘুনাথচক্র ছিল।

'যশোধরের শিবরাম নামক যে এক জন শ্রেষ্ঠ বংশধর ছিলেন, তিনি বেদাধ্যয়নার্থ

অগ্নিবেশ্য উতথ্যশ্চ গার্গশ্চৈব রথীতরঃ। সঙ্কর্ষণশ্চ কৌণ্ডিন্যো গোত্রমৌদ্গল্য-কপিস্তথা ॥
পরাশরঃ পৌতিমাস্য উপমন্যো ভৃগুস্তথা। জাতুকর্ণস্তথা মৈত্রায়ণো ভার্গব এব চ ॥
বিশ্বামিত্রশ্চোপমন্যুর্বৈশম্পায়ন এব চ। এতানি চৈব গোত্রাণি প্রাসতে গৌড়মণ্ডলে ॥
যেঽন্যগোত্রাস্তু বর্ত্তন্তে বৈদিকা গৌড়মণ্ডলে। তে দাক্ষিণাত্যাঃ পাশ্চাত্যবর্য়াস্তা গণ্যা ন তে ততঃ ॥
কুলং শুনকগোত্রেণ দৃষ্টং স্বস্তিধরার্থতঃ। বিশেষতস্তু তদ্বংশ্যে বক্তী ভবিষ্যতি ॥
ঋক্‌যজুঃসামভেদেন কাশ্যপো ভিদ্যতে ত্রিধা। বেদপ্রবরভেদেন কৃষ্ণাত্রেয়স্ত্রিধা স্মৃতঃ ॥
বশিষ্ঠশ্চ যজুর্ব্বেদী দ্বিধা প্রবরভেদতঃ। বৎসস্তু পঞ্চপ্রবরো জ্ঞেয়স্ত্রিপ্রবরো পরঃ ॥
বাৎস্যশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ বেদমাত্রপ্রভেদতঃ। তয়োরেকস্তু ঋগ্বেদী যজুর্ব্বেদী দ্বিতীয়কঃ ॥
শুনকঃ সপ্তবিংশত্যা মাননীয়ো নিসর্গতঃ। অস্যস্য কুলসম্বন্ধবলতঃ পূজ্যতা স্মৃতা ॥"

( লক্ষীকান্ত-বাচস্পতির কুলপঞ্জিকা )

(৮) "শ্রীরামমিশ্রস্তু আজগাম স গোত্রতঃ কাশ্যপঃ কশ্যপাভঃ।
যজুর্ব্বিদাং জ্ঞানবতাঞ্চ মাগ্যো যশোধরাৎ সপ্ত সমাসমাপ্তৌ ॥
ততশ্চ শারঙ্গধরোঽতিতন্ত্রী সমাগতঃ শক্তিধরেণ সাকম্।
ভরদ্বাজো গোত্রতস্তৌ সগর্ভৌ যজুর্ব্বিদৌ জ্ঞানবতাং গরিষ্ঠৌ ॥
ততশ্চ সুব্রাহ্মণমিশ্রনামা কৃষ্ণাত্রেয়ো গোত্রতশ্চাজগাম।
সকাণ্বশাখী যজুষাং সুধীরঃ কণ্ঠেঽস্য বিষ্ণো রঘুনাথচক্রম্ ॥
যশোধরস্যাপি তথান্ববায়ে য আসীদেকঃ শিবরামনামা।
কাশ্যাং স বেদাধ্যয়নেঽধ্যবাৎসীৎ তদাপ্যপশ্যদ্রঘুনাথমিশ্রম্ ॥
বিশিষ্টবিদ্যাধ্যয়নপ্রবোধং রাজ্ঞা শ্রিয়া দীপিতপাঠগেহম্।
গৌরং সুরূপং সুবিশালনেত্রং জ্ঞানপ্রবীণং তরুণং দ্বিজেন্দ্রম্ ॥
আসীচ্চ বৈ বৈষ্ণবমিশ্রবর্য্যো যাদবানন্দমিশ্রাভিধানঃ।
তদ্বংশজমেনং গুরুভির্বিদিত্বা সমানয়চ্চাশ্রমনিকেতনঞ্চ ॥
প্রিয়ম্বদাখ্যাং তনুজাং স তস্মৈ দত্ত্বানয়োর্বাসগৃহাণি বদ্ধ্বা।
ভূয়োঽস্তু দত্ত্বা কুড়বঞ্চ বিংশং নিষ্কুর্ণশ্চ মাং হরয়ে মুমোদ ॥
যোঽসৌ সুধীরো রঘুনাথমিশ্রঃ স গোত্রতো গৌতমঃ কাণ্বশাখী।
যজুর্ব্বিদাং জ্ঞানবতাঞ্চ সিংহঃ প্রিয়ম্বদা বিষ্ণুশ্চাস্য পত্নী।

কাশীধামে বাস করিতেন। এই সময় রঘুনাথমিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-যুবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শিবরাম দেখিলেন,—বিশিষ্ট বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া রঘুনাথ প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দেহোত্থিত ব্রাহ্মী শ্রী দ্বারা যেন পাঠগৃহ দীপিত হইয়াছে। দ্বিজবর রঘুনাথের আকৃতি গৌরবর্ণ, তিনি দেখিতে অতি সুন্দর, তাঁহার নেত্র সুবিশাল এবং তিনি তরুণবয়স্ক হইয়াও জ্ঞানে প্রবীণ। শিবরাম রঘুনাথকে এইরূপ গুণ ও বিদ্যা-ব্রহ্মণ্য-সম্পন্ন দেখিয়া নিজ গুরুর নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠ মিশ্রের বন্ধু যাদবানন্দ মিশ্র নামক যে এক ব্রাহ্মণপ্রবর ছিলেন, এই রঘুনাথ মিশ্র তাঁহারই বংশধর। শিবরাম সেই ব্রাহ্মণ-যুবকের এইরূপ পরিচয় পাইয়া কাশী হইতে তাঁহাকে নিজালয়ে ( কোটালিপাড়ে ) লইয়া আসিলেন।

'শিবরাম গৃহে আসিয়া প্রিয়ংবদা নাম্নী স্বীয় কন্যা রঘুনাথমিশ্রকে সম্প্রদান করেন। কন্যাদানের পর তাঁহার বাসের জন্য স্থান এবং এতদ্ভিন্ন কুড়ি বিঘা জমি তাঁহাকে দান করিলেন। জলধি যেমন হরির করে লক্ষ্মীকে দান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, শিবরামও সেইরূপ উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া আনন্দিত হইলেন।

'রঘুনাথ মিশ্র অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি গৌতমসগোত্রীয় যজুর্ব্বেদী কাণ্বশাখী এবং যজুর্ব্বেদবিৎ ও জ্ঞানবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম প্রিয়ম্বদা। পত্নী প্রিয়ম্বদাও এক জন বিদুষী ছিলেন। রঘুনাথ যেরূপ অসাধারণ বিদ্বান্, ইঁহার ব্রহ্মণ্যও তদনুরূপ ছিল। ইঁহার ব্রহ্মণ্যের কথা অধিক কি বলিব, এই বৃহস্পতি তুল্য কর্ম্মকাণ্ড-পারদর্শী রঘুনাথ রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিয়া দূরদূরান্তর হইতেও গো আহ্বান করিতেন**।

য এব গামাহ্বয়তীতি রুদ্রাধ্যায়স্য পাঠেন স কর্ম্মশূরঃ।**

---

** প্রবাদ আছে,—তারাসিগ্রামস্থ বুড়াঠাকুর বাড়ীতে এক সময় একটী বৃষোৎসর্গ হইতেছিল। বৃষোৎসর্গে হোতা সদস্য প্রভৃতি যথারীতি নিযুক্ত ছিলেন। রঘুনাথমিশ্র এই সময় সবে মাত্র কাশী হইতে আসিয়া মাজবাড়ী গ্রামে বাস করিতেছেন। উক্ত বৃষোৎসর্গ উপলক্ষে তিনি নিমন্ত্রিত হন। তাঁহার উপস্থিতির কিঞ্চিৎ পরেই বৃষোৎসর্গে রুদ্রাধ্যায় পাঠ আরম্ভ হয়। হোতা বৃষকে ধরিয়া বাঁধিয়া পুঁথির সাহায্যে তাহার কাণে রুদ্রাধ্যায় শুনাইতেছেন দেখিয়া রঘুনাথ মিশ্র বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—এ কি হইতেছে! এ কিরূপ রুদ্রাধ্যায় পাঠ! একজন সদস্য উত্তর করিলেন,—আমাদের দেশে এই রূপেই বৃষকে রুদ্রাধ্যায় শুনান হইয়া থাকে। আমরা এইরূপই জানি এবং করিয়া থাকি। রঘুনাথ বলিলেন,—রুদ্রাধ্যায় পাঠ ঠিক্ হইতেছে না। রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে সেখানেই থাকুক, দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বৃষ তাহা কাণ পাতিয়া শুনিবে। এই কথা শুনিয়া সমাগত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে একবার রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। রঘুনাথ তাঁহাদিগের অনুরোধে স্বীকৃত হইলেন। এ দিকে বৃষকে এক জঙ্গলে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। রঘুনাথ আচমনপূর্ব্বক বেদীর একপার্শ্বে বসিয়া বেদবিহিত জলগম্ভীর ধ্বনি তুলিয়া রুদ্রাধ্যায় পাঠ আরম্ভ করিলেন। পাঠ আরম্ভ করিবামাত্র বৃষ জঙ্গল হইতে ছুটিয়া আসিয়া সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত কাণ পাতিয়া তাহা শুনিল। এই ব্যাপারে রঘুনাথ মিশ্রকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। বুড়াঠাকুরবাড়ীস্থ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত অলৌকিক প্রভাব দেখিয়া তদবধি তাঁহাকেই পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। অদ্যাপিও রঘুনাথের বংশধরেরাই তাঁহাদিগের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত আছেন।

ইনি বিবাহ করিয়া কিয়দ্দিন্ শ্বশুরগৃহে অবস্থান করিলেন; কিন্তু হিমালয়গৃহস্থিত শিবের অবমাননার কথা স্মরণ করিয়া ইনি আর অধিক দিন তথায় থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। রঘুনাথ শ্বশুরের সান্নিধ্যবাস ত্যাগ করিয়া তথা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে তাঁহারই প্রদত্ত মৎস্য-বাটী বা মাজবাড়ী গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানে কিয়দ্দিন্ অবস্থানের পর পত্নী প্রিয়ম্বদাকে শ্বশুরগৃহে রাখিয়া পিতামাতার দর্শনার্থ পুনরায় ইনি কাশীধামে যাত্রা করেন। কাশীধামে আসিয়া রঘুনাথ পিতামাতার নিকট সকল কথা নিবেদন করেন এবং তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া বঙ্গদেশে গিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু পিতা তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন না, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন,—তুমি যখন আমাকে না জানাইয়া বঙ্গদেশে গিয়াছ, তখন তোমার দ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি বঙ্গদেশে গিয়াই বাস কর, আমার শাপে চতুর্দ্দশ পুরুষের অধিক তোমার বংশ থাকিবে না।

'পিতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া রঘুনাথ মিশ্র তৎকালে কয়েকজন শিষ্যসহ কাশী হইতে পুনরায় বঙ্গদেশান্তর্গত কোটালিপাড়ে আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া এবার তিনি সেই শ্বশুরপ্রদত্ত স্থানে অল্প কয়েকখানি গৃহনির্ম্মাণ, দুইটী জলাশয়প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত বাস্তুদোষশান্তির জন্য বাস্তুযাগ করেন। জলাশয়প্রতিষ্ঠা এবং বাস্তুযাগ এই উভয় ক্রিয়াতেই গঙ্গাগতি বৈষ্ণবমিশ্রের বংশধরগণ ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণামন্যাপি চ কিং ব্রবীমি জীবোপমঃ কর্ম্মসু কর্ম্মশীলঃ ॥
হিমালয়স্থস্য শিবস্য কিঞ্চিদ্‌জ্ঞাত্বাবমানং রঘুনাথমিশ্রঃ।
সান্নিধ্যবাসং শ্বশুরস্য হিত্বা দূরেঽধ্যবাৎসীৎ কিল মৎস্যবাট্যাং ॥
নিধায় ভার্য্যাং শিবরামগেহে পুনঃ স কাশীং রঘুনাথমিশ্রঃ।
আগত্য পিত্রে বিনিবেদ্য সর্ব্বং ক্ষমাং যযাচে হ্যনিবেদ্য যানাৎ ॥
ক্রুদ্ধেন পিত্রা রঘুনাথমিশ্রঃ শপ্তো দ্বিশপ্তান্তকুলস্তবাস্তু।
যতোঽপ্যবিজ্ঞায় চ মাং গতস্ত্বস্তথা ন কাশ্যং ব্রজ বঙ্গভূমিং ॥
তাতস্য তদ্বাক্যশরাভিবিদ্ধঃ কাশ্যাং স শিষ্যৈ রঘুনাথমিশ্রঃ ॥
কোটালিপাটং পুনরেত্য সম্যক্ চকার বেশ্মানি জলাশয়ে দ্বে ॥
স চাস্মনো বাস্তুসমস্তদোষপ্রশান্তয়ে বাস্তুমখং চকার।
জলাশয়োৎসর্জ্জনবাস্তুযাগে গঙ্গাগতেবংশজা ঋত্বিজো বৈ ॥
গঙ্গাগতের্ভ্রাতৃসুতস্য পুত্রো বাল্যাৎ স বেদাধ্যয়নাতিবৃত্তঃ।
রত্তাম্বুরক্তাণ্ডজভোজনাভ্যং সমত্যজৎ পানরতং বিদিত্বা ॥
স চাস্মনো দেশমতো ভ্রমিত্বা বিমানিতো নাদৃতো বন্ধুবর্গৈঃ
উদ্বাহ্য রত্তাতনয়াং স আসীদ্দ্বারপুর্য্যাং কিল বৈষ্ণবৃত্তঃ ॥
তদ্বংশ্য একঃ কিল পাণ্ডবানামগমদ্দেশং ব্যবসায়তোঽগাৎ।
বিবাহ্য তত্রাভ্যবসৎ স কন্যাং স্ববেদহীনাচ্চ যজুর্ব্বিভূত ॥

'গঙ্গাগতি বৈষ্ণবমিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রের এক পুত্র বাল্যকাল হইতেই বেদাধ্যয়নে নিবৃত্ত রণ্ডা স্ত্রীতে অনুরক্ত এবং অশুদ্ধ ভক্ষণ করিয়াছিল বলিয়া জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। সেই জ্ঞাতিপরিত্যক্ত ব্যক্তি স্বদেশ মধ্যে ভ্রমণ করিয়া কোন আত্মীয়েরই আশ্রয় পাইল না। অবশেষে সর্ব্বত্র অবমানিত হইয়া এক রণ্ডা-তনয়ার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মন্দারপুরে (মাদারিপুরে) বাস করিতে লাগিলেন। ঐ বংশীয় জনৈক ব্যক্তি ব্যবসায় উপলক্ষে পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে গিয়া বাস করেন এবং তথায় বিবাহ করিয়া বেদ হারাইয়া যজুর্ব্বেদী হন।

'অনন্তর অপর একজন শুনকগোত্রীয় ব্রাহ্মণ কোটালিপাড়ে আগমন করেন। ইনি বালক ও গুর্ব্বিণীদিগের চিকিৎসা করিতেন। ইহার মন্ত্রপূত জল, সর্ষপাদি ও ফুৎকারের প্রভাবে ভূতযোনিগণ দূরে পলায়ন করিত। এই নবাগত শুনক ব্রাহ্মণ কোটালিপাড়ের অন্তর্গত পশ্চিমপাড় নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহার চিকিৎসায় মুগ্ধ হইয়া অনেক শিষ্য হইয়াছিল। ইনি মিশ্র যশোধরের বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু কেহই তাহা জানে না এবং আমারও তাহা জানা নাই। কেহ কেহ বলিত, এই ব্যক্তি ডামরতন্ত্রাভিজ্ঞ দাক্ষিণাত্য। এইরূপ সন্দিগ্ধ মনে তখন হইতে কোন বৈদিকই তাঁহার অন্নসম্পর্ক রাখিতেন না।

'অনন্তর মৌদ্গল্য, বাৎস্য, অত্রি ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি বহুগোত্র এবং ঋগ্বেদী জনৈক গৌতম-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কোটালিপাড়ে আগমন করেন। ইঁহারা সকলেই শুনকগণের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন।

'ভরদ্বাজগোত্রীয় মাননীয় শক্তিধর সর্ব্বদা দেবারাধনে তৎপর ছিলেন। ইঁহার বংশে নরসিংহ নামক জনৈক কৃতী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত

অথাপরঃ শুনকঃ কশ্চিৎ কশ্চিকিৎসকো বালকগুর্ব্বিণীনাং।
যন্মন্ত্রপূতৈর্জলসর্ষপাদ্যৈঃ ফুৎকারকৈর্ভূতগণা নিরস্তাঃ ॥
স পশ্চিমাখ্যে তট এব চাসীচ্ছিষ্যা বভূবুশ্চ চিকিৎসয়াস্ত।
যশোধরস্যৈব তু বংশমেনং কেচিন্ন জানন্তি ন বেদ্মি চাহম্ ॥
কেচিদ্বদন্ত্যেব তু দাক্ষিণাত্যঃ সমাগতো ডামরতন্ত্রবেত্তা।
ইত্যেব সন্দিগ্ধমনাস্তদন্নঃ সম্পর্কমাপাপি ন বৈদিকঃ কঃ ॥
অন্যেঽত্র গোত্রা বহবঃ সমীয়ুর্মৌদ্গল্য-বাৎস্যাত্রিবশিষ্ঠকাদ্যাঃ।
ঋগ্বেদবিৎ কশ্চন গৌতমোঽপি সর্ব্বেঽবসন্ শৌনকসংশ্রয়েণ ॥
মান্যঃ শক্তিধরঃ সদামরপরস্তদ্বংশে একঃ কৃতী নাম্না শ্রীনরসিংহ পণ্ডিতবরঃ পঞ্চাননোপাধিমান্।
ধীমান্ দিগ্বিজয়ে বিজিত্য বহুশঃ শাস্ত্রোঽথ কেনাপ্যসাবাসস্তম্ভমিতস্তবাদ্বয়স্তবা মূর্খা ভবিষ্যন্তি বৈ ॥
স্তাস্মাসিবাসী স বরো মনীষী শপ্তঃ হৃহুঃখেন শিবাং শুনাব।
ন ব্রহ্মবাক্যং তদহো বৃথাভূৎ ধীরোঽপি তৎপুত্র ইবায় মৃত্যুং ॥

ছিলেন। ইঁহার উপাধি পঞ্চানন। নরসিংহ পঞ্চানন দিগ্বিজয় উপলক্ষে বহু পণ্ডিতকে শাস্ত্রবিচারে পরাজয় করেন। কিন্তু বিজিত পণ্ডিতগণের মধ্যে একজন তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন যে, সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত তোমার বংশীয়েরা মূর্খ হইবে। তারাসিনিবাসী মনীষী নরসিংহ-পঞ্চানন ব্রাহ্মণশাপে দুঃখিত হইয়া শঙ্করীর আরাধনা করেন। কিন্তু ব্রহ্মবাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং তাঁহার পুত্র পণ্ডিত হইয়াও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

'শ্রীরামমিশ্রের বংশে পুরন্দরাচার্য্য নামে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি এক সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার খাত অতিগভীর হইলেও কিছুতেই তাহাতে জলসঞ্চার হইল না। তখন পুরন্দরাচার্য্য অতিদুঃখিত মনে দীর্ঘিকায় জলাগমনের নিমিত্ত এক মাস পর্য্যন্ত বরুণমন্ত্র জপ করেন। এই মন্ত্রজপকালে রাত্রিযোগে স্বপ্নাদেশ হইল, 'তোমার কনিষ্ঠ পুত্রটী যদি অশ্বারোহণে দীর্ঘিকার খাতে প্রবেশ করে, তাহা হইলেই উহাতে জলসঞ্চার হইবে।' পিতার নিকট স্বপ্নাদেশ শুনিয়া কনিষ্ঠ-পুত্র অশ্বারোহণপূর্ব্বক সেই দিনই দীর্ঘিকাখাতে প্রবেশ করিল। পুত্র প্রবিষ্ট হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রচুর জল উৎপন্ন হইল এবং সেই জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অশ্বসহ সেই পুত্রটীও মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

'পুরন্দরাচার্য্যের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তাঁহার নাম মধুসূদন সরস্বতী। মধুসূদন অসার সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া কাশীধামে গমনপূর্ব্বক দণ্ডাশ্রমে প্রবেশ করেন। মধুসূদন শাস্ত্রজ্ঞানে প্রধান ছিলেন। তিনি পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শিষ্য প্রশিষ্যগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে উপাসনা করিত। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং যথাকালে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক পরব্রহ্মে বিলীন হইয়াছিলেন।

'পুরন্দরাচার্য্য ভরদ্বাজগোত্রীয় জনৈক যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণকে নিজ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার

শ্রীরামমিশ্রান্বয়সম্ভবো যঃ পুরন্দরাচার্য্য ইতি প্রসিদ্ধিঃ।
সদীর্ঘিকাং দীর্ঘতয়া চখান সা চাতিখাতা ন পয়োন্বিতাসীৎ॥
সুদুঃখিতঃ সংক্রমতোঽধিমাসং জজাপ মন্ত্রং বরুণস্য বিদ্বান্।
স্বপ্নাগমস্তেঽবরজঃ সুতো যস্তস্যাগমে বারি ভবিষ্যতীহ।
স্বপ্নং নিশম্যাথ পিতুশ্চ পুত্রো হয়াভিরূঢ়ঃ কিল দীর্ঘিকায়াং॥
বিবেশ সদ্যো যজ্জীবনোদ্ভূতেনৈব তজ্জীবনমাপ নাশং॥
পুরন্দরস্যানুজ এক আসীৎ সরস্বতী শ্রীমধুসূদনাখ্যঃ॥
অসারসংসারবিরক্তবুদ্ধিঃ কাশ্যাং স দণ্ড্যাশ্রমমাবিবেশ।
জ্ঞানপ্রবীণঃ পরমার্থবেত্তা শিষ্যপ্রশিষ্যৈঃ সমুপাস্যমানঃ।
গ্রন্থাননেকান্ বিরচয্য কালে সদ্যোগযুগ্ ব্রহ্মনি সংবিলিল্যে॥
পুরন্দরেণাপি পুরাঃ নিযুক্তঃ সমিৎকুশাদ্যাহরণে করস্থঃ।
ভরদ্বাজঃ স কিলাসীদ্‌যজুর্বিদস্যাপি তদ্বংশধরাঃ করলাঃ॥

সমিধ্, কুশ প্রভৃতি আহরণের জন্য নিযুক্ত রাখিয়া ছিলেন, উক্ত ব্রাহ্মণ করঞ্জ নামে পরিচিত হন বলিয়া তাঁহার বংশধরগণও অদ্যাপি করঞ্জ নামেই পরিচিত।

'কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রীয় জনৈক সম্মানার্হ ব্রাহ্মণ এইস্থানে অবস্থান করিতেছেন, তিনি ধনবান্ বহুতর শিষ্য তাঁহার নিকট দীক্ষিত। তিনি সামবেদী, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সামবেদী কৃষ্ণাত্রেয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়।' ( রাঘবেন্দ্র কবিশেখর )

ষটগোত্রের প্রবর।

ভরদ্বাজের—ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য। বশিষ্ঠের—বশিষ্ঠ (বাশিষ্ঠ) অত্রি, সাঙ্কৃতি। কাশ্যপের—কাশ্যপ, অপ্‌সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব। বাৎস্যের—চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ। পরাশরের—পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ। কৌশিকের—কৌশিক, অত্রি, জমদগ্নি। ঘৃতকৌশিকের—কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক। মৌদ্‌গল্যের—ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ। আত্রেয় গোত্রের—আত্রেয়, শাতাতপ, সাঙ্খ্য। কাহারও কাহারও মতে—সাঙ্খ্যস্থানে কেবল আত্রেয়। সঙ্কর্ষণের—সঙ্কর্ষণ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য। রথীতরের—রথীতর, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য। (৯)

উচ্চনীচ-ভেদ।

রামদেব বৈদিককুলমঞ্জরীতে লিখিয়াছেন,—

'সামবেদী কৃষ্ণাত্রেয়, ঋগ্‌বেদী শৌনক, ও যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ এই তিন গোত্র মহামান্য। সামবেদী গৌতম, যজুর্ব্বেদী গৌতম, যজুর্ব্বেদী বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, বাৎস্য ও রথীতর, ইঁহারা মধ্যম। এতদ্ভিন্ন যজুর্ব্বেদী মৌদ্‌গল্য প্রভৃতি অন্যান্য সকলেই অধম। মৌদ্‌গল্য গোত্র সর্ব্বশেষে আগমন করেন। ঋগ্‌বেদী গৌতম এবং যজুর্ব্বেদী বশিষ্ঠ ও কৌশিক এই তিন গোত্র গঙ্গাতীরনিবাসী।' (১০)

কৃষ্ণাত্রেয়ঃ কশ্চিদত্রৈব মান্যো দীক্ষাশিষ্যৈরন্বিতশ্চার্থবাংশ্চ।
খ্যাতঃ সাম্না বেদতত্ত্বজ্ঞ চিত্রং স বৈ দৃষ্টো দাক্ষিণাত্যেষু শশ্বৎ॥" ( রাঘবেন্দ্র কবিশেখর )

(৯) "ভরদ্বাজস্য ভরদ্বাজাঙ্গিরস-বার্হস্পত্যাঃ প্রবরাঃ। বশিষ্ঠস্য বাশিষ্ঠঃ কেষাঞ্চিৎ বাশিষ্ঠাত্রিসাঙ্কৃতয়ঃ। কাশ্যপস্য কাশ্যপাপ্‌সারোঽঙ্গিরসবার্হস্পত্যনৈধ্রুবাঃ। বাৎস্যগোত্রস্য ঔর্ব্ব্যচ্যবনভার্গবজামদগ্ন্যাপ্নুবতঃ। পরাশরগোত্রস্য পরাশরশক্তিবশিষ্ঠাঃ। কৌশিকগোত্রস্য কৌশিকাত্রিজমদগ্নয়ঃ। ঘৃতকৌশিকগোত্রস্য কুশিককৌশিকঘৃতকৌশিকাঃ। মৌদ্‌গল্যগোত্রস্য ঔর্ব্ব্যচ্যবনভার্গবজামদগ্ন্যাপ্নুবতঃ। আত্রেয়গোত্রস্য আত্রেয়শাতাতপসাঙ্খ্যাঃ, কেষাঞ্চিৎ আত্রেয়াঃ। সঙ্কর্ষণগোত্রস্য সঙ্কর্ষণাঙ্গিরসবার্হস্পত্যাঃ রথীতরগোত্রস্য রথীতরাঙ্গিরসবার্হস্পত্যাঃ।" ( বৈদিক-কুলপঞ্জিকা )

(১০) "কৃষ্ণাত্রেয়ঃ সামগস্তু ঋগ্‌বেদী শৌনকস্তথা। যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজো মহামান্যাঃ সমীরিতাঃ॥১৩২
গৌতমঃ সামগঃ প্রোক্তো যজুর্ব্বেদাশ্রিতস্তথা। বশিষ্ঠঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যশ্চৈব রথীতরঃ॥১৩৩
মধ্যমাঃ কথিতাঃ হ্যেতে পরে চৈবাধমাঃ স্মৃতাঃ। যজুর্ব্বেদাশ্রিতাঃ সর্ব্বে মৌদ্‌গল্যঃ পরমাগতঃ॥১৩৪
ঋগ্‌বেদী গৌতমশ্চৈব যজুর্ব্বেদাশ্রিতৌ তথা। বশিষ্ঠকৌশিকাবেতে গঙ্গাপারনিবাসিনঃ॥" ১৩৫
( পাশ্চাত্য বৈদিককুলমঞ্জরী )

## ষষ্ঠ গোত্র।

### গোষ্ঠীপতি-প্রকরণ।

( সমাজ-সংস্কার )

অল্পদিন মধ্যেই বৈদিকগণ বঙ্গের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ অনেকেই বৈদিকগণের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। এ দেশের প্রধান প্রধান হিন্দু রাজা বা জমিদারগণ নিষ্ঠাবান্ বৈদিকগণের যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন। বৃষোৎসর্গাদি বৈদিক ক্রিয়ায় পূর্ব্বে যে যে স্থলে রাঢ়ী বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নিয়োজিত হইতেন, এখন সেই সেই স্থলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণই ব্রতী হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, প্রথমে ঋগ্বেদী শুনক (শৌনক)* এবং সামবেদী শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ এই পঞ্চগোত্র, তৎপরে সামবেদী কৃষ্ণাত্রেয়, সামবেদী গৌতম, যজুর্ব্বেদী কাশ্যপ, যজুর্ব্বেদী বাৎস্য, যজুর্ব্বেদী বৎস ও যজুর্ব্বেদী রথীতর এই ছয় ষষ্ঠগোত্র এবং অপর ঋগ্বেদী শুনক (আগমাচার্য্য), সামবেদী কাশ্যপ, যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ, যজুর্ব্বেদী বশিষ্ঠ, যজুর্ব্বেদী অগ্নিবেশ্ম, ঋগ্বেদী পরাশর, ঋগ্বেদী কৌশিক, ঋগ্বেদী ঘৃতকৌশিক, যজুর্ব্বেদী মাণ্ডব্য, যজুর্ব্বেদী কৃষ্ণাত্রেয়, যজুর্ব্বেদী সঙ্কর্ষণ, সামবেদী আত্রেয়, যজুর্ব্বেদী গার্গ্য, যজুর্ব্বেদী পৌতিমাষ্য, ঋগ্বেদী গৌতম, ঋগ্বেদী ভরদ্বাজ, ঋগ্বেদী কাশ্যপ, যজুর্ব্বেদী আত্রেয়, যজুর্ব্বেদী মাণ্ডব্য, এবং যজুর্ব্বেদী বশিষ্ঠ আগমন করেন ও ষষ্ঠ গোত্র মধ্যে গণ্য হন। এইরূপে বিভিন্ন সময়ে নানা স্থান হইতে নানা বৈদিক আসিয়া পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজের পরিপুষ্টি করেন। পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজ ক্রমে বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। তখন সমস্ত বঙ্গে মুসলমানগণের পূর্ণ প্রভাব, তান্ত্রিকতায় বঙ্গের হিন্দুসমাজ সমাচ্ছন্ন। সুতরাং সে প্রভাবের অবশ্যম্ভাবী ফলও যে বৈদিক সমাজে সংক্রামিত না হইয়াছিল এমন নহে। যবনপ্রভাবে আখড়া-সমাজ নিষ্পেষিত হইয়াছিল, এমন কি কেহ কেহ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ও হিন্দুধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতেও কাতর হন নাই; পাশ্চাত্য সকল কুলজ্ঞই এ কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এ ছাড়া অনেক স্থলের বৈদিকগণ বৈষ্ণব বা শৈব ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শাক্তমার্গ আশ্রয় করিতেছিলেন। এমন কি পশ্চিমাগত অনেক ব্রাহ্মণ পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আবার কোন কোন স্থলে পাশ্চাত্য বৈদিকের সহিত দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপনেরও সূত্রপাত হইতেছিল। এই সকল কারণে পাশ্চাত্য বৈদিকসমাজের সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া-

* সম্প্রতি বিক্রমপুর হইতে একখানি বৈদিক কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও শুনক ও শৌনক অভিন্ন বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"শুনকাদ্ গোত্রতাং প্রাপ্য শৌনকোঽভূন্ মহামুনিঃ। প্রবরত্রয়মাপন্নঃ শৌনকো বেদপারগঃ ॥
শুনকশৌনকয়োরভেদতা কবী কাব্যতয়া স্ফুটীকৃতা। রঘুরামবতা যথৈব সা ভৃগুভার্গবতা যথাপি চ ॥"

( বিক্রমপুরের বৈদিক-কুলগ্রন্থ বচন )

ছিল। ইহার পূর্ব্বে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে দেবীবর, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী, দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে পুরন্দর খাঁ, বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজে পরমানন্দ রায়, এইরূপে অপরাপর সমাজেও বিভিন্ন মহাপুরুষের যত্নে সমাজসংস্কার বা কুলপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই সকল আদর্শ লইয়া পাশ্চাত্য বৈদিকগণ সমাজসংস্কারে অগ্রসর হইলেন। যাঁহারা এই সমাজসংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, শুনক-বংশীয় মহাত্মা হরিহর ও শাণ্ডিল্য-বংশীয় সৃষ্টিধর তাঁহাদের অগ্রণী। কিরূপে ও কি কারণে তাঁহারা সমাজবন্ধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, নানা কুলগ্রন্থে সে সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে, নিম্নে একে একে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

সম্বন্ধতত্ত্বার্ণবোক্ত রূপরামকৃত বৈদিক-কুলার্ণবের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে ;—

'কিছুকাল অতীত হইলে আথরাগ্রামে চণ্ডীদাস নামক এক ব্যক্তি শাণ্ডিল্যগোত্রে জন্ম লাভ করেন। চণ্ডীদাসের মানসম্ভ্রম যথেষ্ট ছিল। কালক্রমে সৃষ্টিধর, নারায়ণ ও গঙ্গেশ নামে তাঁহার তিন জন বিচক্ষণ পুত্র জন্মে। এই পুত্রত্রয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ গঙ্গেশ মদনের ন্যায় রূপবান্ ছিলেন। ইঁহার রূপ দেখিয়া হাজি নামক তথাকার জনৈক মুসলমান নিজ কন্যার সহিত বিবাহ দিবার জন্য ইঁহাকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করে। কথিত আছে, গঙ্গেশ মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শেষে "জগন্নাথ কারফর্ম্মা" নামে অভিহিত হন।

'চণ্ডীদাসের দ্বিতীয় পুত্র নারায়ণের ধ্রুবানন্দ নামে এক পুত্র হয়। ধ্রুবানন্দ হাজি মুসলমানের সংস্রবভয়ে ভোজেশ্বরে গিয়া বাস করেন। তখন একমাত্র সৃষ্টিধরই আথরায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি জ্ঞাতিগণ-বর্জ্জিত সম্পত্তি ও অন্যান্য ধনাদির লোভে নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহাতে সমস্ত বৈদিকসমাজ সৃষ্টিধরকে যবনসংসর্গে দূষিত মনে করিয়া তাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই।

'এই সময়ে কিছুদিন পরে সৃষ্টিধরের দুইটী কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে জাতিপাতভয়ে কেহ তাঁহার কন্যা বিবাহ করিতে চাহে নাই। সৃষ্টিধর কোন ব্রাহ্মণের নিকটই তাঁহার কন্যাদ্বয়ের সম্প্রদান-কার্য্য করিতে না পারিয়া দারুণ চিন্তায় নিমগ্ন ও বিপন্ন হইলেন।

'অনন্তর সৃষ্টিধর একদিন দুঃখিতমনে একাকী গৃহের বহির্ভাগের অদূরে বিচরণ করিতেছে[illegible]। এই সময় একজন শ্রান্ত ক্লান্ত প্রশান্ত সুন্দরাকৃতি ব্রাহ্মণযুবক তাঁহার দৃষ্টি-গোচর [illegible]ন। সৃষ্টিধর অতি শিষ্টাচারের সহিত সেই ব্রাহ্মণ-যুবককে অতিথিজ্ঞানে গৃহে [illegible]য়া গিয়া যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিলেন। অতিথির শ্রান্তি দূর হইলে সৃষ্টিধর তাঁহার যথাযথ পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। এই অতিথি ব্রাহ্মণের নাম হরিহর। হরিহর সৃষ্টিধরের প্রশ্নে তাঁহার নিকট সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সৃষ্টিধর হরিহরকে অকৃতদার জানিতে পারিয়া তাঁহারই করে নিজ কন্যাদ্বয়কে সম্প্রদান করিতে মনস্থ করেন এবং স্বীয় মনোভাব হরিহরের নিকট ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। হরিহর সৃষ্টিধরের অনুরোধে তাঁহারই গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

'এদিকে সৃষ্টিধর সমাজশোধন করিবার ইচ্ছায় চতুর্দ্দশ সমাজস্থ সমস্ত বৈদিকগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হাজিসম্বন্ধীয় সমুদায় বিবরণ আমূল প্রকাশ করিয়া জানাইলেন। শৌনকপ্রমুখ বৈদিকগণ পরস্পর সমালোচনা দ্বারা সৃষ্টিধরের নির্দ্দোষিতা বুঝিতে পারিয়া সকলেই আথরায় আগমন করিলেন। সৃষ্টিধর সমাগত সকল ব্রাহ্মণকেই যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। বৈদিকগণ আথরায় আসিয়া ও এখানকার চারিদিকে অনুসন্ধান লইয়া সৃষ্টিধরের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পাইলেন। তখন তাঁহারা সৃষ্টিধরের আলয়ে উপস্থিত হইতে কেহই আপত্তি করিলেন না, সকলেই তথায় স্বচ্ছন্দে গমন করিলেন।

'তখন সমাগত বৈদিকগণ সৃষ্টিধরের গৃহে কন্যাবিবাহের উদ্যোগ ও পাত্রটীকে অতি সুন্দর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই পাত্রটী কে? সৃষ্টিধর উত্তর করিলেন,—এই পাত্রটীর নিবাস কোটালিপাড়। ইহাঁর নাম হরিহর। এই হরিহর শুনকগোত্রীয় ঋগ্বেদী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ এবং মহামতি যশোধরের বংশধর। হরিহর সমস্ত শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও মিষ্টভাষী। ইহাঁর গুণ ও কীর্ত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

'সৃষ্টিধরের কথা শুনিয়া সমাজদ্বারগণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—তোমার সমাজশোধনের জন্য আমরা আসিয়াছি, তুমি আমাদিগকে না জিজ্ঞাসা করিয়া এরূপ পাত্র স্থির করায় অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। অতএব আমরা আর এস্থানে থাকিতে ইচ্ছা করি না এবং তুমি যে পাত্র স্থির করিয়াছ, তাহাকে আমরা বৈদিক বলিয়াও গ্রহণ করিতে রাজি নহি। উপস্থিত অন্যান্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণও তৎ-শ্রবণে সমাজদ্বারগণের কথাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমোদন করিলেন। তাঁহারা তখন তথায় অবস্থান এবং তথা হইতে গমন এই উভয়েই দোষের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া যাঁহার নিকট যেটী ভাল বলিয়া বোধ হইল, তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন।

'এ দিকে শৌনকগোত্রীয় সমাজদ্বারগণ সৃষ্টিধরের দুর্ব্যবহার ও দুর্বিনীততার বিষয় মনে করিয়া তথায় আর অপেক্ষা করিলেন না, তাঁহারা সকলেই সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। সমাজদ্বারগণ চলিয়া গেলে তথাকার অন্যান্য উপস্থিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সৃষ্টিধরকে বলিলেন। সৃষ্টিধর তাঁহাদের কথানুসারে সমাজদ্বার-দিগকে ফিরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই ফিরিয়া আসিলেন না, তাঁহারা সৃষ্টিধরের অনুরোধ ও অভ্যর্থনা অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন সৃষ্টিধর নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত অন্যান্য বৈদিকদিগকে বলিলেন,—আমি সমাজদ্বারদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। তথাকার বৈদিকগণ কহিলেন,—সমাজদ্বারগণ আমাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া যাওয়ায় আমাদিগেরও বিশেষ অপমান হইয়াছে। কিন্তু করি কি? এই যে হরিহরকে পাত্র স্থির করা হইয়াছে, এ পাত্রটী অজ্ঞাতকুলশীল। আমরা

ইহার পরিচয় অবগত নহি। সুতরাং কি করিয়া ইহাকে আমরা বৈদিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

'এই উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে জগন্নাথ নামক এক ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। সমাজ ও সম্বন্ধাদি বিষয় তাঁহার অনেক জানা শুনা ছিল। তিনি হরিহরের পরিচয় সম্বন্ধে বলিলেন,—আমার পূর্ব্বপুরুষের নাম কার্ত্তিক। নবদ্বীপবাসী যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজগোত্রীয় রত্নগর্ভ নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বে তাঁহার কথা মত শুনক যশোধরকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন। সেই কন্যার গর্ভে যশোধরের হরি, রাম প্রভৃতি বহু পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ হরির বৎসরাজ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। বৎসরাজের পুত্র দিনকর, তৎপুত্র পশুপতি, ইনি আচার্য্যখ্যাতি লাভ করেন। পশুপতির পুত্র শ্রীপতি, এই শ্রীপতিই নবদ্বীপ হইতে কোটালিপাড়ে গিয়া বাস করেন। শ্রীপতির পুত্র রাঘবানন্দ, ইনি আচার্য্যসিংহ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। গৌতম কৌতমানন্দ মিশ্র ইহাঁকে কন্যা দান করেন। এই গৌতমগোত্র আমারই বংশধরগণ দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছেন। রাঘবানন্দের রামভদ্র ও জনার্দ্দন নামে দুই পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামভদ্রের এক পুত্র হয়, সেই পুত্রই এই হরিহর।

'বৃদ্ধ জগন্নাথ হরিহরের এইরূপ পরিচয় দিয়া অবশেষে বলিলেন,—আমার যাহা জানা ছিল, এই আমি আপনাদিগকে সে সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলাম। এক্ষণে আপনাদিগের নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, আমার পুত্রদ্বয়ের বৈরাগ্যাবলম্বনে আমরা বংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে; অতএব এই শুনকগোত্রীয়গণ আমার সমাজ অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া ইহারাও পঞ্চগোত্র নামে খ্যাতি লাভ করুক।

'নবদ্বীপবাসী সামবেদী ভরদ্বাজ জগন্নাথ মিশ্রের এই কথা শুনিয়া সকলেই হর্ষচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, অদ্য হইতে আমরা সকলে এই হরিহরকে পঞ্চগোত্র বলিয়া জ্ঞান করিলাম এবং আজই আমরা ইহাকে গোষ্ঠীপতি করিয়া আমাদিগের সমসম্মানভাগী করিয়া দিলাম। শৌনকগোত্রীয়েরা যে স্থানে না থাকিবেন, তথায় ইহাঁর মান প্রতিপত্তি যথেষ্ট হইবে।

'অনন্তর উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ সকলেই সৃষ্টিধরকে হরিহরের নিকট কন্যা দান করিতে আদেশ দিলেন। সৃষ্টিধর তদনুসারে তাঁহার গঙ্গা ও কাশীনাম্নী দুইটী কন্যা হরিহরের করে সম্প্রদান করিলেন। হরিহর হর্ষচিত্তে সকলকেই ধনদানপূর্ব্বক পঞ্চগোত্র মধ্যে ভুক্ত হইয়া পত্নীদ্বয় সহ স্বীয় পুরে প্রত্যাগত হইলেন। এদিকে শৌনকগোত্রীয়েরা সমুদায় আখ্যায়িকা শ্রবণপূর্ব্বক পরস্পর এইরূপ পরামর্শ করিলেন যে, আমরা শুনকের সহিত কখন কোন সম্বন্ধ করিব না এবং শুনকদিগকে কখন আমরা পঞ্চগোত্র বলিয়া স্বীকারও করিব না।' (১)

(১) "অথ কালান্তরে তত্র চণ্ডীদাসাভিধানধৃক্। আখোরায়াং মহামানী শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভবঃ॥
তস্য পুত্রা ভুবস্যোগ ত্রয়ো বিদ্যা গুণাকরাঃ। সৃষ্টিধরাভিধানাদ্যো নারায়ণো দ্বিতীয়কঃ॥

বৈদিক-কুলদীপিকায় লিখিত আছে,—

'হাজিনামে জনৈক দুর্ব্বৃত্ত প্রতাপশালী যবন আথরাবাসী একজন ব্রাহ্মণকে বলপূর্ব্বক মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। সে ব্যক্তি পুণ্যশীল জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও খাঁটি মুসলমান হইয়া স্থানান্তরে গিয়া আশ্রয় লয়। আথরাবাসী অন্যান্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ তখন মুসলমান হাজির ভয়ে ভোজেশ্বরে গিয়া বাস করিতে থাকেন। বংশীধরের বংশীয়গণ সর্ব্বত্র কুলাচার্য্য পদ লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বংশীয় সমাজধারগণ আথরার অপর সকল ব্রাহ্মণই হাজি কর্ত্তৃক

গঙ্গেশাখ্যস্তৃতীয়োঽভূদ্ রূপেণ মদনোপমঃ। তস্মৈ তু স্বসুতাং দাতুং হাজিনা যবনীকৃতঃ॥
নারায়ণাত্মজঃ শ্রীমান্ ধ্রুবানন্দো মহামতিঃ। হাজিভয়ে সমুৎপন্নে ভয়াদ্ভোজেশ্বরং গতঃ॥
সৃষ্টিধরোঽথ সম্প্রাপ্তিং সর্ব্বজাতিবিবর্জ্জিতাম্। আধাদ্য ধনলোভেন তৎস্থানং ত্যক্তুমক্ষমঃ॥
হাজিসংসর্গমাশঙ্ক্য সমাজে দূষিতস্তদা। বভূব বৈদিকৈঃ সর্ব্বৈঃ সম্বন্ধাদিবিবর্জ্জিতঃ॥
গৃহে চ বর্দ্ধিতে কন্যে বিপ্রায় দাতুমক্ষমঃ। চিন্তাজ্বরসমাযুক্তো মহদ্বিপদভিপ্লুতঃ॥
ততঃ কদাচিদেকাকী দুঃখজর্জ্জরমানসঃ। গৃহান্তরবহির্ভাগে ইতস্ততো লঘু ভ্রমন্॥
অপশ্যৎ শ্রান্তমেকং স মানসগতিচঞ্চলম্। শান্তমূর্ত্তিং মনোরম্যং কন্দর্পদর্পনাশকম্॥
অভিপূজ্যাতিথিং তঞ্চ সৃষ্টিধরো যথাযথং। তঞ্চ জিজ্ঞাসয়ামাস গোত্রনামাদি বিস্তরং॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিনয়ানতকন্ধরঃ। হরিহরোঽপি তং প্রাহ সমস্তং বৃত্তমাত্মনঃ॥
বিজ্ঞায়াকৃতদারং তং সৃষ্টিধরো মহামতিঃ। অস্মৈ কন্যে প্রদাস্যামি ইতি চিত্তে বিচিন্তয়ন্॥
বিজ্ঞাপ্য মানসং ভাবং প্রযত্নাত্তং যথাবিধি। স্থাতুঞ্চ প্রাহ তত্রৈব সোঽপি তস্থৌ সুখাশয়া॥
ততো সৃষ্টিধরো বিপ্রঃ সমাজশোধনোৎসুকঃ। চতুর্দ্দশ সমাজেষু জগাম সুখলালসঃ॥
ততস্তস্থৌ দ্বিজাভ্যাসে আমূলং হাজিচেষ্টিতম্। বৃত্তান্তং কথয়ামাস বিনীতঃ স কৃতাঞ্জলিঃ॥
সমাজস্থা দ্বিজাঃ সর্ব্বে একীভূয় প্রযত্নতঃ। পরস্পরং সমালোচ্য তত্ত্বতত্ত্বার্থদর্শিনঃ॥
তস্য জাতেরদোষত্বং শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা চ সর্ব্বশঃ। আথোরায়াং যজুঃ সর্ব্বে পুরস্কৃত্যৈব শৌনকান্॥
ততঃ সর্ব্বান্ সমভ্যর্চ্চ্য সৃষ্টিধরো যথাবিধি। যথাযোগ্যং নিবেশায় তত্র বাসানকল্পয়ৎ॥
তত্রাপি চ সমস্তাংস্তে পরিজ্ঞায় যথেপ্সিতম্। নির্দ্দোষীত্যেব নিশ্চিত্য জগৃহুস্তে তস্য ধামনি॥
বিবাহোদ্যোগমালোক্য পাত্রকান্তীব সুন্দরম্। সৃষ্টিধরঞ্চ পপ্রচ্ছুঃ কোঽয়মিত্যেব বৈদিকাঃ॥
সৃষ্টিধরস্তদোবাচ যশোধরস্য সন্ততিঃ। কোটালীপাড়বাসী চ শুনকগোত্রসম্ভবঃ॥
হরিহরেতি নামায়ং কুলীনো সাগ্নিকো মহান্। সমস্তশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞো ধার্ম্মিকঃ সুপ্রিয়ংবদঃ॥
নানাশাস্ত্রমতং সমীক্ষ্য চ ভূশং যে পণ্ডিতত্বং গতাঃ, তেষামেব শিরোমণিশ্চ সময়ো দিগ্ব্যাপিকীর্ত্তিস্থিতিঃ
বাক্যৈ বাগধিপস্তপঃসুনিরতঃ শান্তিপ্রদঃ সুন্দরঃ, বেদং বেদয়িতুং ভবে বহুবিধং নূনং স এব ক্ষমঃ॥
তদাকর্ণ্যেতি তং প্রাহুরনিলোদ্ধতবহ্নিবৎ। জ্বলন্তঃ শান্তিদাঃ শান্তাঃ সমাজধারসংজ্ঞকাঃ॥
সমাজশোধনার্থায় অত্রৈব বয়মাগতাঃ। ন চ স্বৎকল্পিতং বিপ্রং বৈদিকত্বেন কল্পিতুম্॥
অনাজ্ঞাপ্য কথং নস্ত্বং করোষি কার্য্যগর্হিতম্। যিযাসবো বয়ং তস্মাদসামাজিককার্য্যতঃ॥
তৎ শ্রুত্বাত্র সভাস্থা যে প্রযতন্ নয়বেদিনঃ। বদন্তস্তমিহ তদ্যুক্তমস্মাভিরপি মন্যতে॥
কিন্ত্বস্মাদগমনে দোষঃ স্যাদেবাস্য স্থিতেঽপি নঃ। বিমৃশন্তো যথাযোগ্যং বিধত্ত যদ্ বিধেয়কম্॥
এবমুক্তং বচস্তেষাং বিবিচ্য সময়োচিতম্। গণয়ন্তোঽযুক্তমিব সময়দোষরোষতঃ॥

মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে এইরূপ মিথ্যা যবনাপবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। তাহাতে আধরার শাণ্ডিল্যগণ পরীবাদে মর্ম্মাহত হইয়া কোটালীপাড়ে আগমনপূর্ব্বক তথাকার শুনক রামভদ্রকে সমস্ত কথা জানাইলেন। মহাত্মা রামভদ্র সেই সকল মিথ্যা ঘটনা শ্রবণ করিয়া শাণ্ডিল্যদিগকে আশ্বাস প্রদান করেন এবং যথাসময়ে তাঁহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিলেন।

সৃষ্টিধরস্য দুর্নীতং মত্বা প্রধানমেব তে। স্থানান্তরে যযুঃ সর্ব্বে শৌনকগোত্রসম্ভবাঃ॥
অথ সৃষ্টিধরং প্রাহুঃ সর্ব্বে তত্র স্থিতা দ্বিজাঃ। তূর্ণমেতান্ সমাহূয় আনয় বহুযত্নতঃ॥
ততোঽপি শৌনকানাং স সন্নিধিং পরিগম্য চ। বিনয়াবনতো ভূত্বা প্রত্যুবাচ যথোচিতম্॥
সৃষ্টিধরস্য তদ্বাক্যং তুচ্ছীকৃত্যৈব শৌনকাঃ। বিগর্হিতাং ক্রিয়াং মত্বা নির্ভর্ৎস্য স্বপুরং যযুঃ॥
স তদা পুনরাগম্য সভামধ্যে হতোদ্যমঃ। সশোক ইব নিশ্চেষ্টঃ প্রত্যুবাচ সভাসদঃ॥
বিনিন্দ্য মামনেকেন বাক্যেন শৌনকাত্মজাঃ। স্বরম্যশ্চ পুরং হিত্বা স্বস্থানমথোঽগমন্॥
অথ তৎস্থা ইতি প্রাহুরস্মানানীয় যে দ্বিজাঃ। বিহায় চ যতো যাতা অতস্তৈরবমানিতাঃ॥
কিন্ত্বয়ং ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ অজ্ঞাতো হি বিশেষতঃ। কথং সর্ব্বৈরিহাস্মাভির্বৈদিকত্বেন কল্প্যতে॥
অথ তত্র সমাজজ্ঞো জগন্নাথো যতীশ্বরঃ। জ্ঞানবৃদ্ধো ভরদ্বাজঃ সামবেদী তথাঽবদৎ॥
মৎপূর্ব্বপুরুষো জ্ঞানী কার্ত্তিকো নাম নামতঃ। যশোধরাভিধং বিপ্রং শুনকবংশভূষণম্॥
শুদ্ধাচারঞ্চ সদ্বুদ্ধিং ধ্রুবং বুদ্ধ্বা স বুদ্ধিমান্। নবদ্বীপান্তরে সাক্ষাদ্ধর্ম্মসংস্থাপয়দ্দিব॥
তস্মৈ যশোধরায়াথ রত্নগর্ভো নিজাত্মজাম্। যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজো দদৌ কার্ত্তিকবাক্যতঃ॥
তস্যাসন্ বহবঃ পুত্রাঃ হরিরামাদিসংজ্ঞকাঃ। আদ্যস্য বৎস্যরাজাখ্যো দিনকরস্ততোঽজনি॥
তস্য জজ্ঞে পশুপতিরাচার্য্যখ্যাতিমাগতঃ। পশুপতির্দ্বিতীয়স্তু মন্মথ ইব সজ্জনৈঃ॥
তৎপুত্রঃ শ্রীপতিঃ খ্যাতো দ্বিতীয়ঃ শ্রীপতিরিব। কোটালীপাটকে সোঽপি নবদ্বীপাৎ প্রজগ্মিবান্॥
তৎপুত্রো রাঘবানন্দঃ পৌরুষানন্দবর্দ্ধনঃ। ধীরো ধার্ম্মিক আচার্য্যসিংহোপাধিবিভূষিতঃ॥
তস্মৈ দদৌ সুতাং বিপ্রো কৌতমানন্দমিশ্রকঃ। গৌতমগোত্রসম্ভূতো মদ্গোত্রৈঃ প্রতিপালিতঃ॥
রাঘবস্ত কুমারৌ দ্বৌ রামভদ্রজনার্দ্দনৌ। রামভদ্রস্য পুত্রোঽয়ং হরিহরো মহামতিঃ॥
ইতি বো জ্ঞাপিতং সর্ব্বং যন্ময়ৈব পুরা শ্রুতম্। ভবদ্ভিঃ যদ্বিধাতব্যং বিধীয়তাং প্রযত্নতঃ॥
কিন্তু সর্ব্বসমীপেষু মমৈষা প্রার্থনাধুনা। মৎকুলস্থ ক্ষয়ং মন্যে বৈরাগ্যাৎ পুত্রয়োর্দ্বয়োঃ॥
অতএব ভবস্তেতে সর্ব্বে শুনকসম্ভবাঃ। পঙ্কগোত্র ইতি খ্যাতো মৎসমাজাবলম্বনাৎ॥
এবংবিধং বচো লব্ধা সিন্ধুমগ্নাং তরীমিব। সভাস্থা ভাবনাবন্তঃ অব্রুবন্ হর্ষবিস্ময়ৈঃ॥
অতোঽয়ং পরমো বিদ্বান্ হরিহরোঽপি বৈদিকঃ। বিশুদ্ধবুদ্ধিরস্মাভিরেকদেশাধিপতিঃ কৃতঃ॥
শুনকাঃ পঙ্কগোত্রত্বেনাদ্যারভ্যৈব কল্পিতাঃ। ইতি জ্ঞেয়া প্রতিজ্ঞা নঃ পূর্ব্বগৌড়স্থবৈদিকৈঃ॥
অস্মাকন্তু যথামানং তথাস্যাপি ন সংশয়ঃ। শৌনকা যত্র নো সন্তি তত্রায়মগ্রগো ভবেৎ॥
ততঃ সৃষ্টিধরঃ প্রাহুর্বিনীতং বাক্যমুত্তমম্। অস্মৈ কন্যে প্রদাতব্যে শুদ্ধাসনে যথাবিধি॥
অথ যে তনয়ে দত্ত্বা গঙ্গাকাশীতিসংজ্ঞিতে। সৃষ্টিধরো নিরুদ্বেগঃ প্রকৃতিস্থ উবাস সঃ॥
হরিহরঃ সভাস্থান্ তান্ পরিতুষ্য ধনাদিভিঃ। পঙ্কগোত্রোদ্ভবন্ পত্ন্যাবাদায় স্বপুরং যযৌ॥
আথোরাবিবৃতিং শ্রুত্বা সর্ব্বে শৌনকগোত্রজাঃ। পরস্পরং পরামৃশ্য বভূবুঃ কৃতনিশ্চয়াঃ॥
শুনকান্ পঙ্কগোত্রত্বেনাপি মন্যামহে বয়ম্। শুনকৈঃ সহ সম্বন্ধং ন হি কুর্য্মঃ কদাচন॥"

( জগরামকৃত বৈদিককুলার্ণব )

'উক্ত শাণ্ডিল্যগোত্রে সৃষ্টিধর নামে এক ব্যক্তি ছিলেন ; মহামনা হরিহর তৎকন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। সেই বিবাহে চতুর্দ্দশ সমাজস্থ সমস্ত পঞ্চগোত্রীয়গণ সমবেত হন। এসময়ে হরিহর সেই মিথ্যাপবাদ-রটনাকারী বংশীধরের বংশধরদিগকে একেবারেই আহ্বান করেন নাই। তাঁহারা অসত্য আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে ঘৃণা হইয়াছিল। যথা-সময়ে বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া আখরা হইতে হরিহর কোটালীপাড়ে আগমন করেন এবং কিয়ৎ-কাল পরেই তিনি তাঁহার অগ্নিযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। হরিহরের এই অগ্নিযজ্ঞ উপলক্ষে বংশীধরের বংশধরগণ ব্যতীত অন্য সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সমাজের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত কোটালীপাড়ে উপস্থিত হইলেন। তখন হরিহরের যজ্ঞমণ্ডপ বিচিত্র ধ্বজ ও তোরণাদি দ্বারা সুন্দর ভাবে শোভিত হইল। যজ্ঞের হোতা প্রভৃতি স্বর্ণনির্ম্মিত বলয় ও কর্ণভূষণে ভূষিত হইলেন। দীন ও অনাথগণকে ধন বিতরিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ পরিতোষরূপে ভোজন করিতে লাগিলেন। সাধুগণ সৎকৃত হইলেন। তখন সর্ব্ববিদ্যার আধার হরিহরের যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। সমাগত সভ্যগণ এই যজ্ঞব্যাপারে হরিহরের অসাধারণ মহত্ত্ব, অগাধ জ্ঞান এবং প্রকৃষ্ট বিনয় দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে গোষ্ঠীপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাঁহার গাত্রে মাল্যচন্দনাদি প্রদত্ত হইল। বংশীধরের বংশধরগণ পূর্ব্ব হইতেই রাজসম্মানবর্জ্জিত ছিলেন, এক্ষণে সকলে মিলিয়া তাঁহাদিগকে অকুলীন বলিয়াও স্থির করিলেন।

'এইরূপ স্থির করিয়া সামাজিকগণ সকলেই সসন্তোষে যজ্ঞান্তে বিদায় হইলেন। এদিকে গোষ্ঠীপতি হরিহরও নিজালয়ে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।' (২)

(২) "দুরাত্মা যবনঃ কশ্চিৎ হাজিনামা প্রতাপবান্। আখোরাবসতিং কশ্চিৎ যবনীকৃতবান্ বলাৎ ॥ ৯১
স চিরায় স্বদায়াদৈস্ত্যক্তঃ পুণ্যাগ্রবর্দ্ধিভিঃ। যবনত্বমুপাদায় যযৌ স্থানান্তরং ততঃ ॥ ৯২
আখোরাবাসিনঃ কেচিৎ সদা সত্যপরায়ণাঃ। হাজিভয়ে সমুৎপন্নে ভয়াদ্ভোজেশ্বরং গতাঃ ॥ ৯৩
বংশ্যা বংশীধরস্যাথ কুলাচার্য্যাঃ সমন্ততঃ। আখোরাবাসিনঃ সর্ব্বে হাজিনা যবনীকৃতাঃ ॥ ৯৪
ইতি সংঘোষয়ামাসুঃ সমাজদ্বারসংজ্ঞকাঃ। অথ শাণ্ডিল্যগোত্রীয়াঃ পরিবাদপরাহতাঃ ॥
কোটালীপাড়মাগত্য রামভদ্রং সমূচিরে। ৯৫
মহাত্মা রামভদ্রস্তু শ্রুত্বা তৎ ক্লীবভাষিতম্। আশ্বাস্য তান্ সমাজেষু জগ্রাহ সুমহাতপাঃ ॥ ৯৬
আসীৎ সৃষ্টিধরো নাম কশ্চিৎ শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ। তস্য কন্যাং হরিহর উপযেমে মহামনাঃ ॥ ৯৭
কুলীনান্ পঞ্চগোত্রীয়াংস্তদ্বিবাহে দ্বিজাগ্রণীঃ। চতুর্দ্দশ-সমাজস্থানাজুহাব প্রতাপবান্ ॥ ৯৮
মিথ্যাপবাদিনস্তাংস্তু বংশীধরকুলোদ্ভবান্। নাজুহাব স তস্মিন্ বৈ আচারস্য ব্যতিক্রমাৎ ॥ ৯৯
বিবাহে নির্বৃতে তস্মিন্ বন্ধুভিঃ স্বগণৈর্বৃতঃ। স মহাত্মা হরিহরো মহাযজ্ঞে মনোদধে ॥ ১০০
তদাগ্নিযজ্ঞে মহতি প্রবৃত্তো নিমন্ত্রয়ামাস সমন্ততঃ সঃ।
কুলীনবর্য্যানপরানপি দ্বিজান্ বিহায় বংশীধরবংশবিপ্রকান্ ॥ ১০১
চতুর্দ্দশ-সমাজস্থাঃ পঞ্চগোত্রাস্তথা-পরে। তত্র কোটালিপাড়ে বৈ সমাজগ্মুর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১০২
ধ্বজৈর্বিচিত্রকূটৈরে তোরণেন বিরাজিতম্। স যজ্ঞমণ্ডপং কৃত্বা হোত্রাদীন্ বিনিযুজ্য হ ॥ ১০৩

পাশ্চাত্য বৈদিক-কুল-পঞ্জিকায় লিখিত আছে,—

'শুনক গোত্রে হরিহর নামে জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী, পবিত্রচেতা, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ও তার্কিকচূড়ামণি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার চিত্ত সংযত ছিল। কোন ক্লেশ তাঁহাকে স্পর্শ করিত না এবং তিনি সদা অপ্রমাদী হইয়া অবস্থান করিতেন। মহাত্মা হরিহর সতত ধর্ম্ম কর্ম্মে নিরত থাকিয়া বিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া দুঃখী জনের প্রতি দয়া প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক সুবিস্তৃত যশোরাশি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দেবোপম ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। সংযতাত্মা ধার্ম্মিক হরিহর দান ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা আর্য ও পৈত্র ঋণ হইতে বিমুক্ত হইয়া দৈব ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত একটী যজ্ঞ আরম্ভ করিতে মনস্থ করেন। সেই সময় এক মাত্র অগ্নিযজ্ঞ ব্যতীত আর কোন যজ্ঞ সুখসাধ্য ছিল না; সুতরাং বিধিজ্ঞ কৃতবিদ্য হরিহর তৎকালে সেই অগ্নিযজ্ঞনির্ব্বাহ করিবার জন্য নানা দেশ হইতে বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য অবহিতচিত্ত ক্লেশহীন ক্রিয়াদক্ষ কামনাহীন ও প্রবীণ পণ্ডিতগণকে আনয়ন করিয়া ছিলেন। এই সমাগত সূর্য্যপ্রতিম ব্রাহ্মণগণ সকলেই পরম বোধসম্পন্ন, শান্ত, দান্ত, শুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত এই যজ্ঞ উপলক্ষে চতুর্দ্দশ সমাজের বৈদিকগণ একত্র হইয়া ছিলেন এবং অন্যান্য দেশবিদেশস্থ বহুসংখ্যক মাননীয় সভ্যগণও উপস্থিত ছিলেন। যজ্ঞে নিমন্ত্রিত সভ্যমণ্ডলী সকলেই হরিহরের যত্নাতিশয়ে পরিতুষ্ট হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। হরিহর দীনগণকে ধনদান এবং সাধুগণের পরিচর্য্যা এই উভয় কার্য্যেই যশস্বী হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ সমাজের ব্রাহ্মণগণ হরিহরের যজ্ঞব্যাপারে পরম আপ্যায়িত হইলেন। হরিহরের নীতিজ্ঞান, বেদজ্ঞান ও কার্য্যে ধৈর্য্য, দক্ষতা ও সম্পদ্ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানপরতা এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সভ্যগণ হৃষ্টচিত্তে সকলেই বলিতে লাগিলেন,—কলির এই শেষ সময় এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানে আপনার যশোরূপ অশ্ব সকল যজ্ঞীয় ধূমরূপে আকাশপথে ধাবিত হইতেছে। যাহা হউক, হে দ্বিজবর! আপনার ন্যায় গুণবান্ ব্যক্তি আমাদিগের মধ্যে নাই। আপনার এই অনুষ্ঠিত যজ্ঞদ্বারা কেবল

যজ্ঞং সমারম্ভত সংযতচিত্তবৃত্তিঃ, পুণ্যালয়ো হরিহরঃ শ্রুতবেদবৃত্তিঃ।
হোত্রাদয়ঃ কনকভূষিতকর্ণপাশাঃ, সংরেজিরে বলয়শোভিকরৈর্দ্বিজেশাঃ ॥ ১০৪
দীনেভ্যো ধনদানেন ভৃশং ব্রাহ্মণভোজনৈঃ। সৎকারেণ চ সাধূনাং তস্মিন্ যজ্ঞে মহাযশাঃ ॥ ১০৫
বিদ্যাবিনোদবাগীশঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। স মহাত্মা হরিহরো যশঃ প্রাপ সমন্ততঃ ॥ ১০৬
যজ্ঞে তস্মিন্ মহতি বহুতন্ত্রস্য তৎ সম্মহস্বং, সর্ব্বঃ সভ্যা বিনয়মপি তৎ জ্ঞানমার্য্যং বিদিত্বা।
বক্রর্মাল্যং হরিহরমতঃ সর্ব্বগোষ্ঠীপতিত্বে, মাল্যং কণ্ঠে দহুরভিমতং চন্দনং চারুগাত্রে ॥ ১০৭
বংশীধরস্য বংশীয়া রাজসম্মানবর্জ্জিতাঃ। ন কুলীনা ইতি তদা পঞ্চগোত্রৈঃ স্থিরীকৃতম্ ॥ ১০৮
এবং সুনিশ্চয়ং কৃত্বা তান্ বিহায় দ্বিজোত্তমাঃ সর্ব্বে সুখেন সমাক্ তে যজ্ঞকার্য্যং সমাদধুঃ ॥ ১০৯
যজ্ঞান্তে চ যথাস্থানং জগ্মুস্তে তুষ্টমানসাঃ। গোষ্ঠীপতির্হরিহরঃ সুখং তস্থৌ নিজালয়ে ॥" ১১০

( রামভদ্রকৃত পাশ্চাত্য-বৈদিককুলদীপিকা )

কেবল আপনিই যে পবিত্র হইয়াছেন তাহা নহে, ইহাতে আমাদিগেরও পবিত্রতা হইয়াছে। আপনি প্রকৃতই সাক্ষাৎ হরিহর। আমরা এই সভায় আজ আপনাকে গোষ্ঠীপতি করিতে মনস্থ করিয়াছি, অতএব হে বরেণ্য! আপনার যাহা অভিরুচি হয়, বলুন।

'সমাগত ব্রাহ্মণগণ হরিহরকে এই কথা কহিলে তিনি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—হে বিপ্রগণ! আপনাদিগের এই প্রসাদ আমি মস্তকে ধারণ করিতেছি, আপনাদিগের যেরূপ অভিপ্রায় হয়, করুন।

'তখন চতুর্দ্দশ সমাজের বৈদিকগণ সকলেই মিলিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই সভায় হরিহরকে গোষ্ঠীপতিরূপে বরণ করিলেন। তখন মহাত্মা হরিহর সভা-প্রদত্ত-মাল্যচন্দনাদি দ্বারা সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। বরাননা রমণীগণের হুলুধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল বিঘোষিত হইল। এইরূপে কার্য্য-নির্ব্বাহ হইলে সকল সামাজিকগণ যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। হরিহর যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগেরও পাপ অপনীত হইয়াছিল। এদিকে হরিহর গোষ্ঠীপতি হইয়া সদা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্রাদিসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

'কালক্রমে হরিহর বার্দ্ধক্যের শেষসীমায় উপনীত হইলেন। জীবন অধিক দিন থাকিবে না ভাবিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। তিনি এই সময় কোটালীপাড় ত্যাগ করিয়া পুত্রচতুষ্টয়ের সহিত গঙ্গাতীর আশ্রয় করিলেন। গঙ্গাতীরে থাকিয়া পুত্রগণ পিতার শুশ্রূষাদি করিতে লাগিলেন।

'অনন্তর দৈবক্রমে পিতার অন্তিম সময় উপস্থিত মনে করিয়া জ্যেষ্ঠসুত সুচতুর বাণীনাথ অন্য ভ্রাতৃত্রয়কে কোন কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলেন। তখন হরিহর নিজ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত বুঝিতে পারিয়া প্রিয়পুত্র লক্ষ্মীনাথকে বারবার ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু চতুর বাণীনাথ তখন পিতার কথায় উত্তর করিতে লাগিলেন। হরিহর ইন্দ্রিয়-বৈকল্যবশতঃ তাঁহাকেই লক্ষ্মীনাথ বলিয়া মনে করিয়া নিজের অবসানে বিষয় সম্পত্তিসকল তিন পুত্রকে ভাগ করিয়া লইতে বলিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র বাণীনাথ তচ্ছ্রবণে পিতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ কোটালীপাড়ে আসিয়া নগদ সম্পত্তি যাহা কিছু সমস্তই আত্মসাৎ করিলেন। অন্য ভ্রাতৃত্রয় ফিরিয়া আসিয়া জ্যেষ্ঠ বাণীনাথকে পিতার পার্শ্বে দেখিতে না পাইয়া চিন্তিতমনে পুনরায় পিতৃশুশ্রূষায় নিরত হইলেন। অবিলম্বে হরিহরের দেহত্যাগ হইল। তিনি চারি পুত্র, ষোলজন পৌত্র এবং চতুঃষষ্টিজন প্রপৌত্র রাখিয়া লোকান্তর গমন করিলেন। পিতার লোকান্তরের পর পুত্রত্রয় তাঁহার অন্ত্যকৃত্য সম্পন্ন করিয়া স্বদেশে আসিয়া জ্যেষ্ঠের ব্যবহার সমস্তই জানিতে পারিলেন। তখন পরস্পর মনান্তর ঘটায় সকলেই পৃথক্ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান কল্পনা করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে বাণীনাথই ছলপূর্ব্বক বহু ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া বিষয়ালোচনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বংশীয়গণ ক্রমে চতুর্ধুরী আখ্যায় ভূষিত হইলেন। এই চতুর্ধুরিগণ জমিদারী ব্যবসায়ে বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।

'দুর্গাদাস প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ বাণীনাথের ব্যবহারে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিত্তে নিস্পৃহ হইলেন এবং অল্প তালুক ও শিষ্যাদি লইয়া থাকিলেন। কনিষ্ঠ মথুরানাথ

অত্যল্প তালুকাংশ প্রাপ্ত হইলেন। এই তিন জনের বংশে যাঁহারা বিদ্যাবলে সম্মানিত, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে পরিচিত হন। এতদ্ভিন্ন অবশিষ্ট সকলেই পূর্ব্ব উপাধি চক্রবর্ত্তী-আখ্যা লাভ করেন।' (৩)

(৩) "অথ হরিহরনামা সর্ব্ববিদ্যাসু দক্ষঃ ক্ষয়িতসকলচিন্তাক্ষেপবিক্ষেপহীনঃ।
বিদিতসকলতত্ত্বস্তার্কিকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ তপসি নিরতচিত্তঃ ক্লেশহীনোঽপ্রমত্তঃ ॥১২৬
কৃত্বা তপো বিবিধমেব স নিত্যকর্ম্মা ধর্ম্মং পরার্থমপি দুঃখিদয়াদিরূপম্।
লব্ধ্বা যশো দিশি দিশি প্রথিতং মহাত্মা দেবোপমঃ পরমধর্ম্মপরায়ণোঽসৌ ॥১২৭
দানেন চার্থাৎ তনয়েন পৈত্র্যাদৃণান্মহাত্মা পরিমোচয়ন্ স্বম্।
দৈবং তথা শোধয়িতুং যতাত্মা যজ্ঞং সমারব্ধুমনা বভূব ॥১২৮
কালে তদানীমপি নাগ্নিযজ্ঞাৎ যজ্ঞান্তরং সৎ সুখসাধ্যমাসীৎ।
অতোঽগ্নিযজ্ঞং বিধিবদ্বিধিজ্ঞশ্চকার সর্ব্বং কুশলীকৃতাত্মা ॥১২৯
যজ্ঞে তস্মিন্ দিগন্তাদবহিতমনসোঽশেষবিদ্যাতিদক্ষাঃ ক্ষামক্লেশাঙ্কলেশাঃ কমলকৃতিবিধৌ ধীষণাপ্তস্তকামাঃ।
আত্মারামাঃ প্রবীণা অবিতথমহসঃ পণ্ডিতাঃ প্রাপ্তবোধাঃ শুদ্ধাঃ শান্তাশ্চ দান্তা দিনকরকিরণা আযযুর্যাজনায় ॥১৩০
সামাজিকা অপি চতুর্দ্দশদেশসংস্থা আজগ্মুরাত্তযশসা পরিপূতদেশাঃ।
তস্মাগ্রহেণ কৃতিনঃ কুশলাবদানাঃ অন্যেঽপি সভ্যনিচয়া বহুমানিতা যে ॥১৩১
তস্মিন্ যজ্ঞে সমাহূতাপ্যাগতা জনমণ্ডলী। তস্যাতিযত্নাৎ সন্তুষ্টা সাধু সাধ্বিত্যুবাচ হ ॥১৩২
দীনেভ্যো ধনদানেন সাধূনাঞ্চোপসেবয়া। যথাতাবদনুষ্ঠায় যশঃ প্রাপ দ্বিজাগ্রণীঃ ॥১৩৩
চতুর্দ্দশসমাজস্থা জনাস্তস্মিন্ মহাত্মনঃ। যজ্ঞে হরিহরস্যাসন্ আপ্লুতা পরয়া মুদা ॥১৩৪
নীতিং লোকে বেদশাস্ত্রে প্রবোধং কার্য্যে ধৈর্য্যং দক্ষতাং সম্পদঞ্চ।
ধর্ম্মজ্ঞানুষ্ঠায়কত্বং তথাস্মিন্ দৃষ্ট্বা সর্ব্বে হর্ষিতা উক্তবন্তঃ ॥১৩৫
চরমেঽস্মিন্ কলৌ বিপ্র যজ্ঞমেবং প্রকুর্ব্বতঃ। যশোঽস্যাঃ স্বর্দ্ধাবন্তি ধূমানাং ব্যপদেশতঃ ॥১৩৬
অস্মাকং বিপ্রশার্দ্দূল নাস্তি ত্বৎসদৃশোঽপরঃ। এবং সর্ব্বগুণৈর্যুক্তো যতাত্মা সংশিতব্রতঃ ॥১৩৭
ত্বয়া কৃতেন যজ্ঞেন কেবলং ন ভবান্ পরম্। বয়ং সর্ব্বেঽপি পূতাঃ স্মঃ সাক্ষাদ্ধরিহরো ভবান্ ॥১৩৮
অস্মাকমেব সভায়াং ত্বাং কর্ত্তুং গোষ্ঠীপতিং বয়ম্। ইচ্ছামো বিদুষাং শ্রেষ্ঠ তদ্ধি যত্তেঽত্র রোচতে ॥১৩৯
এবং বিজ্ঞাপিতঃ সভ্যৈঃ সমাজস্থৈঃ সুসংহতৈঃ। উবাচাথো হরিহরঃ সাধুপ্রশ্রয়ভূষণঃ ॥১৪০
এষ বঃ শিরসা বিপ্রাঃ প্রসাদো ধার্য্যতে ময়া। যুষ্মাকং যচ্চাভিমতং তদ্বিধাতুমিহার্হত ॥১৪১
চতুর্দ্দশসমাজস্থৈর্মিলিতৈস্তৈস্তমুদান্বিতৈঃ। গোষ্ঠীপতিত্বেন বৃতঃ সভায়াং তত্র নির্ম্মদঃ ॥১৪২
মহাত্মাসৌ হরিহরঃ শুশুভে মাল্যচন্দনৈঃ। দিশশ্চোদ্ঘোষয়ামাসুর্জয়কারৈর্বরাননাঃ ॥১৪৩
এবং সমাপ্তে কার্য্যে তু সর্ব্বে সামাজিকা গণাঃ। যথাস্থানং প্রতস্থুস্তে যজ্ঞনির্ধূতকল্মষাঃ ॥
গোষ্ঠীপতির্হরিহরো দারপুত্রসমন্বিতঃ। উবাস স সুখং বিপ্রঃ সদা সৎকর্ম্মতৎপরঃ ॥১৪৫
কালেনাথ মহামান্যঃ সাধুর্বেদবিদগ্রণীঃ। গোষ্ঠীপতির্হরিহরো জরসা জীর্ণতাং গতঃ ॥১৪৬
প্রাণান্ প্রত্যাতিসন্দিগ্ধশ্চতুর্ভিস্তনয়ৈর্বৃতঃ। ত্যক্ত্বা কোটালীপাড়ং বৈ গঙ্গাতীরমুপাগমৎ ॥১৪৭
গঙ্গাপবিত্রসলিলৈঃ সুস্নিগ্ধস্থাননির্ম্মিতে। প্রাসাদে নিবসন্নাস্তে কৃষ্ণধ্যানপরায়ণঃ ॥১৪৮
পুত্রৈস্তৈঽপি তনয়ৈর্বৃতঃ পিতুঃ প্রাণেষু শঙ্কিতৈঃ। কস্মৈচিন্নাব্রবীৎ কিঞ্চিদ্বিষয়স্য মহামতিঃ ॥১৪৯
অথ দৈবাৎ সম্প্রাপ্তে কালে শেষেঽতিদারুণে। বাণীনাথো জ্যেষ্ঠসুতশ্চতুরোঽন্যান্ সহোদরান্ ॥১৫০

রামদেবের বৈদিক কুলমঞ্জরীতে লিখিত আছে,—'সত্যবাদী সদ্বংশজ ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীমান্ হরিহর চক্রবর্ত্তী যখন কোটালীপাড়ে বাস করেন, ঐ সময় আখড়ার সন্নিকটে হাজিনামক জনৈক প্রবল-পরাক্রম যবন বাস করিত। দুর্ব্বৃত্ত যবন বিধর্ম্মীদিগের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিল। তাহার অত্যাচারে তথাকার বহুব্যক্তি যবনধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। কথিত আছে, আখড়াবাসী শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কতিপয় ব্রাহ্মণ দুর্ব্বৃত্ত হাজিকর্ত্তৃক যবনধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং কেহ কেহ বা হাজির অত্যাচারভয়ে ভীত হইয়া ভোজেশ্বরে পলায়ন করেন। বেদগর্ভবংশীয় জগন্নাথ নামক এক ব্যক্তি এই সময় নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যবনধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক খাঁটি মুসলমান হইয়াছিলেন। কিন্তু লোকপরম্পরায় প্রকাশ,—আখড়ার সমস্ত ব্রাহ্মণই যবনসংসর্গে দূষিত। এইরূপ জনরবে ভীত হইয়া আখড়ার অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ—যাঁহারা হাজিসংস্রবে দূষিত হন নাই,—তাঁহারা কোটালীপাড়নিবাসী হরিহর চক্রবর্ত্তীর পিতার নিকট গিয়া আপনাপন নির্দ্দোষিতার বিষয় বিজ্ঞাপন করেন। হরিহরের পিতা তাঁহাদিগের নির্দ্দোষিতার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া বলিলেন, 'এই মিথ্যাপবাদে আপনারা ভয় করিবেন না, আপনাদিগের সমাজচ্যুতি সংঘটিত হইবে না,

ব্যপদেশেন কার্য্যাণাং স্থানান্তরমনায়য়ৎ। অনুমায় মুহূর্ত্তং তং শেষাবস্থং মহামনাঃ ॥১৫১
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকং পুত্রং লক্ষ্মীনাথং সমাহ্বয়ৎ। উচ্চার্য্যমাণে পিত্রাপি লক্ষ্মীনাথেতি নামনি ॥১৫২
বাণীনাথো মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রত্যুত্তরমদাৎ স্বয়ম্। লক্ষ্মীনাথেতি বোধেন বিকলেন্দ্রিয়বিহ্বলঃ ॥১৫৩
বক্তব্যং কথয়ামাস সর্ব্বং পুত্রায় ধীমতে। লক্ষ্মীনাথ ধার্ম্মিকত্বাৎ ত্বং মে প্রিয়তমো মতঃ ॥
কথয়াম্যহমস্মাত্তে রহস্যং শ্রূয়তামিতি ॥১৫৪
এতৎসর্ব্বং যথাজ্ঞায়ং বণ্টয়িত্বা ত্রিভির্যুতম্। উপভুঙ্ক্ষ্ব যথাবস্থং বিত্তং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥১৫৫
বাণীনাথ ইতি শ্রুত্বা জ্যেষ্ঠঃ স হৃতসত্তমঃ। মৃত্যুশয্যাশয়ানং তং ত্যক্ত্বা তৎক্ষণমেব হি ॥১৫৬
দেশমাগত্য তৎ সর্ব্বং পিত্রা যৎ স্থাপিতং ধনম্। তৎ সর্ব্বমাত্মসাচ্চক্রে প্রমাণং বিষয়স্য চ ॥১৫৭
স্থানান্তরাদুপাবৃত্তা অপরে তে ত্রয়ঃ সুতাঃ। প্রায়ঃ সংজ্ঞাবিহীনন্তমপশ্যন্ পিতরং বুধাঃ ॥১৫৮
অদৃষ্ট্বা ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং বাণীনাথং ত্রয়ো জনাঃ। অতিচিন্তাকুলাস্তত্র পিতৃশুশ্রূষয়াকুলাঃ ॥১৫৯
বিহায় চতুরঃ পুত্রান্ পৌত্রান্ ষোড়শসংখ্যকান্। চতুঃষষ্টিপ্রপৌত্রাংশ্চ ততো লোকান্তরং গতঃ ॥১৬০
তে যথা সময়ং তস্য কৃত্বান্ত্যং কৃত্যমুত্তমম্। আজগ্মুর্নিজদেশং বৈ দুঃখশোকপরিপ্লুতাঃ ॥১৬১
আদ্যকৃত্যে সমাপ্তে তু পিতুস্তেঽথ ত্রয়ঃ সুতাঃ। ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য তদ্বৃত্তং জ্ঞাতবন্তো বিচক্ষণাঃ ॥১৬২
পৃথগ্ভূয় ততস্তে তু পরস্পরবিরোধিনঃ। বাসস্থানং পৃথক্ চক্রুঃ সর্ব্বে সংবিগ্নমানসাঃ ॥১৬৩
বাণীনাথস্তু বিত্তেশস্থানাত্তেন সভাজিতঃ। উবাস সুচিরং ধীমান্ বিষয়ালোচনেন স ॥১৬৪
তদ্বংশীয়াঃ ক্রমেণাথ চতুর্ধুরিসমাখ্যয়া। তস্য তদ্ব্যবসায়েন খ্যাতিমন্তোঽতিশোভনাঃ ॥১৬৫
দুর্গাদাসস্তথা লক্ষ্মীনাথো ভ্রাতুস্তথাবিধান্। আদাতীববিরক্তস্তু তৃণবদ্বিত্তনির্ম্মমঃ ॥১৬৬
বিদ্যাব্রাহ্মণ্যবীর্য্যেণ পৈত্রান্ শিষ্যানবাপ হ। তালুকং স্বীচকারাল্পং সুরক্ষ্যং সহজাগতম্ ॥১৬৭
কনীয়ান্ মথুরানাথো জ্যায়সাভিধিশং বদন্। অত্যাল্পতালুকাংশং স প্রাপ্তবান্ পরমার্থবিৎ ॥১৬৮
এতত্ত্রয়স্য বংশে যে বিদ্যয়াতিসভাজিতাঃ। উপাধ্যায়রমাপ্তাস্তে শেষাঃ পূর্ব্ববদেবহি ॥"১৬৯

( পাশ্চাত্য বৈদিক-কুলপঞ্জিকা )

আপনারা নিঃসন্দেহে সমাজে বাস করিতে পারিবেন। সম্প্রতি দেশে গিয়া নিশ্চিন্তভাবে বাস করুন।

'অনন্তর কিয়ৎকাল পরে হরিহরের পিতা দ্বিজশ্রেষ্ঠ রামভদ্র লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আখড়াবাসী ব্রাহ্মণগণ পুনরায় হরিহরের নিকট উপস্থিত হন। হরিহর তাঁহাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্থির করিয়া সৃষ্টিধর নামক তত্রত্য এক ব্রাহ্মণের কন্যার পাণি-গ্রহণ করিলেন। এই বিবাহসভায় চতুর্দ্দশ সমাজস্থ সমগ্র বৈদিকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া-ছিলেন। সমাগত বৈদিকগণ হরিহরের গুণাবলী জানিতে পারিয়া তাঁহাকে গোষ্ঠীপতিরূপে বরণ করিবেন বলিয়া তৎকালেই মনস্থ করেন।

'হরিহর বিবাহান্তে আখড়া হইতে নিজ বাসস্থান কোটালীপাড়ে আগমন করিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে সম্মান করিতেন। তাঁহার শাস্ত্রাভিজ্ঞতার জন্য তিনি পণ্ডিতসমাজে 'সর্ব্ববিদ্যাবিনোদবাগীশ' উপাধি লাভ করিয়া-ছিলেন। হরিহর দারপরিগ্রহণানন্তর কোন চিরস্থায়ি-কীর্ত্তি রক্ষার জন্য নবাগ্নি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞীয় সমস্ত দ্রব্যই যথাবিধি সংগৃহীত হইয়াছিল। এই যজ্ঞোপলক্ষে চতুর্দ্দশ সমাজের সমগ্র পঞ্চ ও ষষ্ঠগোত্রীয় বৈদিকগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যথাকালে সকলেই যজ্ঞস্থলে সমবেত হইলেন। মহাসমারোহে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। সমাগত বৈদিকগণ সকলেই হরিহরকে নিখিল সদ্গুণ-সম্পন্ন দেখিয়া সমাজের গোষ্ঠীপতিরূপে বরণ করিলেন। হরিহর গোষ্ঠীপতিরূপে বৃত হইয়া সমাগত বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট সমাদরের সহিত মাল্যচন্দনাদি প্রাপ্ত হইলেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সকলেই তাঁহাকে গোষ্ঠীপতিরূপে স্বীকার করিলেন।'(৬)

(৬) "ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী চ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ। তেজস্বী বিনীতঃ শ্রীমান্ সর্ব্বকার্য্যবিশারদঃ॥ ১৪৯
হরিহরস্য সময়ে হাজির্নাম প্রতাপবান্। যবনঃ কশ্চিদুৎপন্নো ধর্ম্মদ্রোহী দুরাশয়ঃ॥১৫০
স বহূন্ মানবাংস্তস্মিন্ যবনীকৃতবান্ ভৃশম্। কিংবদন্তী তথা জ্ঞেয়া শাণ্ডিল্যকুলসম্ভবা॥ ১৫১
আখড়াবাসিনঃ কেচিৎ হাজিনা যবনীকৃতাঃ। হাজিভয়ে সমুৎপন্নে ভয়াদ্‌ভোজেশ্বরং গতাঃ॥ ১৫২
জগন্নাথাখ্যকঃ কশ্চিৎ বেদগর্ভান্বয়ো দ্বিজঃ। স্বধর্ম্মং সংপরিত্যজ্য যবনত্বমুপাগতঃ॥ ১৫৩
আখড়াবাসিনস্তাস্তে শাণ্ডিল্যকুলসম্ভবাঃ। পিতুর্হরিহরস্যাগ্রে প্রোচুর্নির্দ্দোষতাং তদা॥ ১৫৪
জ্ঞাত্বা নির্দ্দোষতাস্তেষাং কথয়ামাস ধর্ম্মবিৎ। ন বো ভয়ং বিদ্যতেঽস্মিন্ মিথ্যাবাদে কদাচন॥ ১৫৫
সমাজে সংস্থিতা যূয়ং সন্দেহো নাত্র বিদ্যতে। স্বাবাসং গতবন্তস্তু সুখং তিষ্ঠত সাম্প্রতম্॥ ১৫৬
ততঃ কালেন কিয়তা রামভদ্রো দ্বিজোত্তমঃ। গতঃ স্বর্গং পুনস্তেতু প্রাপ্তা হরিহরদ্বিজম্॥ ১৫৭
ধীরো হরিহরস্তস্মিন্ শুনকান্বয়সম্ভবঃ। নির্দ্দোষং দোষবজ্জ্ঞাত্বা কথয়ামাস নির্ভয়ম্॥ ১৫৮
এবং সৃষ্টিধরস্যৈব শাণ্ডিল্যস্য মহাত্মনঃ। বীচকারাত্মজোদ্বাহং ধর্ম্মজ্ঞঃ স বিচক্ষণঃ॥১৫৯
চতুর্দ্দশসমাজস্থান্ বৈদিকাচারতৎপরান্। বিপ্রান্ নিমন্ত্রয়ামাস বিবাহসমিতৌ তদা॥ ১৬০
তে সর্ব্বে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠাঃ শুদ্ধিবন্তঃ জিতেন্দ্রিয়াঃ। ধার্ম্মিকং কার্য্যদক্ষস্তু তং শ্রীহরিহরাহ্বয়ম্॥ ১৬১
কর্ত্তুং গোষ্ঠীপতিং সর্ব্বে মনাংসি নিদধুস্তদা। কৃতোদ্বাহঃ মহামাঙ্গঃ কোটালীপাড়মাগতঃ॥ ১৬২

রামভদ্রের বৈদিককুলদীপিকা ও রামদেবের বৈদিককুলমঞ্জরীর ন্যায় বশিষ্ঠ নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তীর পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকাতেও লিখিত আছে,—

'রামভদ্রের সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ "বিদ্যাবিনোদবাগীশ" উপাধিধারী হরিহর নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যায়, বিনয়ে ও ব্রহ্মণ্যে অল্পদিন মধ্যেই তিনি সমাজে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই সময়ে শাণ্ডিল্য চণ্ডীদাসের পুত্র গঙ্গেশ নামে এক রূপবান্ পুরুষ হাজি কর্ত্তৃক মুসলমান হইয়াছিলেন এবং সমাজচ্যুত ও 'কারফর্ম্মা' উপাধিযুক্ত হইয়া সেই যবনের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দ যবনভয়ে ভোজেশ্বরে পলাইয়া যান। এমন কি এই কিংবদন্তী সর্ব্বত্রই রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, আথড়াবাসী সকল শাণ্ডিল্যই মুসলমান হইয়াছে। চণ্ডীদাসের কনিষ্ঠ জগন্নাথ, তৎপুত্র সৃষ্টিধর। সৃষ্টিধর ভয়ব্যাকুলমনে আথড়া হইতে কোটালিপাড়ে আসিয়া শুনক রামভদ্রকে কন্যাদায়ের কথা জানাইলেন। ধার্ম্মিক রামভদ্র তাঁহার বিপদ্ অবগত হইয়া দয়ার্দ্র হইলেন ও তাঁহাকে বলিলেন—'তোমার কোন ভয় নাই, আমার ধার্ম্মিক ও গুণবান্ এক পুত্র আছে, তাহার সহিত তোমার কন্যার বিবাহ দিয়া বিপদ্ দূর করিব। অনন্তর পিতার আদেশে পিতৃভক্ত হরিহর সৃষ্টিধরের গঙ্গা ও কাশী নাম্নী দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।' (৫) এই বিবাহের পরই তিনি অগ্নিযজ্ঞ করেন। তাহাতে চতুর্দ্দশ সমাজ উপস্থিত ছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

অথ কৃতদারপরিগ্রহঃ স পণ্ডিতমণ্ডলীমাননীয়বৈদিকাগ্রগণ্যঃ পঞ্চগোত্রপ্রধানঃ শুনকগোত্রসম্ভূতঃ শ্রীহরিহরচক্রবর্ত্তী সর্ব্ববিদ্যাবিনোদবাগীশঃ ক্রমশঃ সমুন্নতিং লভমানঃ সর্ব্বজনভক্তিভাজনঃ সমন্তাৎ দিগন্তব্যাপ্তযশোরাশিরক্ষয়কীর্ত্তিস্থাপনায় সর্ব্বত্রুধরনবাগ্নিকং মহাসত্রং কর্ত্তুং নিরতিশয়যত্নতৎপরো বভূব, ক্রমেণ চ কোটালীপাড়ে বিধায় নবকুণ্ডং যজ্ঞোপকরণদ্রব্যাণি ঋত্বিগ্‌ভিশ্চ যজ্ঞানুষ্ঠানমকরোৎ। চতুর্দ্দশসমাজস্থান্ পঞ্চগোত্রষষ্ঠগোত্রসংজ্ঞকান্ সর্ব্বান্ নিমন্ত্রয়ামাস। সর্ব্বেঽপি যজ্ঞদর্শনসমুৎকণ্ঠিতচেতসস্তত্র সমাগতা অভবন্। ১৬৩

গোষ্ঠ্যাং পুনস্তস্যাং অচিন্তনীয়শক্তিং মহাপ্রভাবং সর্ব্বজনমান্যং যজ্ঞনির্দ্ধূতকল্মষং পণ্ডিতাগ্রগণ্যং শ্রীহরিহরচক্রবর্ত্তিনং সর্ব্ববিদ্যাবিনোদবাগীশোপাধিধারিণং সর্ব্বসমাজস্থাঃ পঞ্চগোত্রষষ্ঠগোত্রজাঃ সর্ব্বে সমাজস্য গোষ্ঠীপতিপদে বব্রুঃ। ১৬৪

যজ্ঞং সর্ত্তাস্বহুর্লভং হরিহরো নির্ব্বর্ত্ত্য শান্তিপ্রদং, বিপ্রস্তৈর্নবপুষ্পসজ্জরচিতাং ভূযামবাপ স্রজং।
দত্বাং বৈদিকসজ্জনৈস্ত্রিশিগণৈরভ্যর্চ্চিতো ভক্তিতঃ, স্যাদ্‌গোষ্ঠীপতিরেষ সর্ব্বসমিতাবিত্যাব্রুবন্ পণ্ডিতাঃ ॥"১৬৫

( বৈদিক-কুলমঞ্জরী )

(৫) "রামভদ্রস্ততো জাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ ॥
বিদ্যাবিনোদবাগীশো বাগীশ ইব স স্বয়ম্। নাম্না হরিহরো জাতো রামভদ্রাদ্দ্বিজোত্তমাৎ ॥ ৯৫
অধীতা চতুরো বেদান্ সাঙ্গানাখ্যানপঞ্চমান্। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো ব্রাহ্মণোঽসৌ মহাতপাঃ ॥ ৯৬
বভূব স সমাজেষু বিখ্যাতো ন চিরাদিব। চণ্ডীদাসাত্মজঃ কশ্চিদ্ গঙ্গেশ ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ৯৭
রূপবান্ স চ শাণ্ডিল্যো হাজিনা যবনীকৃতঃ। সমাজাপস্থতো বিপ্রঃ কারফরমোপাধিকস্তু যঃ ॥৯৮
উবাহ কন্যাং তস্যৈব যবনস্য গুণান্বিতাং। ধ্রুবানন্দস্তু গতবান্ ভয়াদ্ভোজেশ্বরং ততঃ ॥ ৯৯
অনেন সর্ব্বে শাণ্ডিল্যা যবনত্বমুপাগতাঃ। ইয়ন্তী কিংবদন্তী বৈ বহুশঃ প্রথিতাঽভবৎ ॥ ১০০

লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতির কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

'শূলপাণির পুত্র ধরাধর, ধরাধরের পুত্র বাণেশ্বর, বাণেশ্বরের চণ্ডীদাস ও জগন্নাথ নামে দুই পুত্র জন্মে। কিন্তু বিষ্ণুপুরে গণ্যমান্য অবটুর বংশধরগণ মধুসূদন নামক অপর এক ব্যক্তিকেও বাণেশ্বরের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। চণ্ডীদাসের দেবানন্দ নামে এক তনয় উৎপন্ন হয়, দেবানন্দের কৃষ্ণরায় নামে পুত্র শাণ্ডিল্যকুলে অতিশয় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। যাঁহার প্রসাদে শুনক-বংশীয়গণ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন, সেই মহামতি সৃষ্টিধর জগন্নাথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। রায়কুল-শিরোমণি মহামান্য সৃষ্টিধর জননীর গর্ভে থাকিতে থাকিতেই, তদীয় পিতা জগন্নাথ অপ্রতিহত-দৈবপ্রভাবে কোনও মুসলমান কর্ত্তৃক যবনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অনন্তর যবনধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মপরায়ণ সেই জগন্নাথ হাজিনামে খ্যাত হইয়া, বন্ধুবান্ধবের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

'ক্রমে দেবানন্দরায় পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়া "কার্‌ফর্‌মা" খ্যাতি প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে সৃষ্টিধর মাতৃগর্ভ হইতে এ সংসারে পদার্পণ করিলেন, আর সেই দেবানন্দরায় সংসার-লীলা সাঙ্গ করিয়া স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন। কালক্রমে সৃষ্টিধর পিতামহ-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া গৌরালি-সমাজের কোনও বশিষ্ঠ-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ক্রমে তাঁহার হরিনাথ, জানকীনাথ, কাশীনাথ, রাজেন্দ্র ও গৌরীনাথ নামে পাঁচটী পুত্র জন্মে, অতঃপর তাঁহার অত্যন্ত রূপগুণসম্পন্ন অপর দুইটি পুত্রও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণরায়ও উপায়ক্রমে বশিষ্ঠ-হৃদয়ানন্দব্রহ্মচারীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে বল্লভরায় ও রামভদ্র নামে দুইটি গুণসম্পন্ন পুত্র এবং একটী কন্যা-উৎপাদন করেন। অনন্তর তিনি বশিষ্ঠকুলে অপর একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে নারায়ণ নামে এক পুত্র হয়।

'কালক্রমে হাজি ( জগন্নাথ ) আথড়ায় উপস্থিত হইয়া তথায় এক রম্যপুরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যবনী ভার্য্যার সহিত স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আথড়াবাসী শাণ্ডিল্যগণ ও অন্যান্য স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুগণ আথড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক নানা দেশে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সৃষ্টিধররায় এবং কৃষ্ণরায় আথড়াতেই সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তখন শাণ্ডিল্যদিগের শত্রুগণ, "আথড়াবাসী ব্রাহ্মণগণ হাজিকর্ত্তৃক যবনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে"

চণ্ডীদাসস্যাবরজো জগন্নাথেতি নামকঃ। তস্য পুত্রঃ সৃষ্টিধরো ভয়ব্যাকুলমানসঃ ॥ ১০১

আথড়াতঃ সমাগম্য কোটালিপাড়কে দ্বিজঃ। রামভদ্রমুবাচাথ কন্যাদায়ং মহামতিঃ ॥ ১০২

সোঽবগম্য বিপদং দয়াম্বিতো রামভদ্র ইতি ধর্ম্মমানসঃ। প্রত্যুবাচ বচনং মহামতির্নাস্তি তে ভয়মিহ প্রতাপবান্ ॥১০৩

অস্তি মে গুণবান্ পুত্রো ধার্ম্মিকো মহতাং বরঃ। উদ্বাহ্য তেন কন্যাং তে বিপদং নাশয়াম্যহম্ ॥ ১০৪

ততঃ পিতুর্নিদেশেন পিতৃভক্তিপরায়ণঃ। উপাযচ্ছত কন্যে বৈ ধীরো হরিহরস্তদা ॥ ১০৫

সৃষ্টিধরস্য যে কন্যে গঙ্গাকাশীতি বিশ্রুতে। শুশুভাতে তেন যুক্তে বাণী-মে ইব বিষ্ণুনা ॥" ১০৬

( পাশ্চাত্য বৈদিককুলপঞ্জিকা )

এই অপবাদ চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন অন্যান্য সমাজস্থিত বৈদিকগণ তাহা শুনিতে পাইয়া হাজি-ভয়ে, আখড়াবাসীদিগের সংসর্গ মনেও স্থানদান করিলেন না।

'অনন্তর সৃষ্টিধর, শুনক হরিহরকে দৈবক্রমে আখড়ায় উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে কোটালীপাড়বাসী বৈদিককুলোৎপন্ন জানিয়া যথাবিধানে কন্যাদ্বয় সম্প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে কৃষ্ণরায়েরও এক যুবতী কন্যা অবিবাহিতা ছিল এবং হরিনাথ প্রভৃতি সৃষ্টিধরের পুত্রগণও বিবাহের কাল অতিক্রম করিয়াছিলেন; ইত্যাদি কারণে সৃষ্টিধররায় ও কৃষ্ণরায় মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আখড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। স্বধর্ম্মপরায়ণ সেই পূর্ব্বোক্ত হাজি, এই কথা শুনিতে পাইয়া দুঃখিতচিত্তে তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া বলিলেন,—

'শত্রুগণ তোমাদিগের মিথ্যা অপবাদ সাধারণের নিকট সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে এবং তাহা শুনিয়া সকল আত্মীয় বৈদিকগণ তোমাদিগের সংসর্গ পর্য্যন্ত করিতে ভীত হইতেছেন, সুতরাং তোমরা সকল সমাজের কুলীন বৈদিকগণকে বহুপরিমাণে অর্থ প্রদান করিয়া অধিকতর আদর ও সম্মানের সহিত এইস্থানে আনয়ন কর, পরে ধন-গৌরবে তোমরা গোষ্ঠীপতি হইলে সকল অপবাদ দূর হইবে। এই কার্য্যে যত অর্থের প্রয়োজন হয়, সে সকলই আমি দিব, অর্থের জন্য কোন চিন্তা করিওনা। সৃষ্টিধর ও কৃষ্ণরায় হাজির কথায় সম্মত হইয়া তাঁহারই সাহায্যে সকল সমাজের বৈদিক-গণকে আখড়ায় আনাইয়া একটী মহাসভার আয়োজন করিলেন। সেই সভায় চতুর্দ্দশ সমাজের বৈদিকগণ, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে কৃষ্ণরায় বশিষ্ঠ কুলানন্দকে স্বকীয় কন্যাসমর্পণ করিলেন।

'অনন্তর প্রধান বৈদিকগণ, সেই সভায় উপবিষ্ট হরিহরকে নাম এবং গোত্র-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—"আমি শুনক-যশোধরের ধারায় উৎপন্ন, আমার নাম হরিহর।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ, তাঁহাকে কাল্পনিক-বৈদিক-আশঙ্কায় সভা হইতে উঠাইয়া দিতে সংকল্প করিলেন। তখন সৃষ্টিধর বিনয়-সহকারে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"আপনারা সদয় হইয়া এই ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহ করুন।" অনন্তর কোন কোন বৈদিক-পুঙ্গব, সৃষ্টিধরের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া—"অদ্য হইতে আপনি পঞ্চগোত্রের তুল্য হইলেন" হরিহরকে এই বর প্রদান করিলেন। কিন্তু সামন্তসারের সমাজরায় এবং জয়াড়ীর বৈদিক-গণ গোপনে কৃষ্ণরায়ের সে বিষয়ে অসম্মতি জানিয়া উক্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন না।

'অতঃপর সেই সভায় সমাসীন-বৈদিকমণ্ডলী একই সময়ে সৃষ্টিধর ও কৃষ্ণরায়কে চন্দন অর্পণ করিয়া উভয়কেই গোষ্ঠীপতিত্বে বরণ করিলেন। পরে সৃষ্টিধর ও কৃষ্ণরায় বহু মান-পুরঃসর সেই হাজিদত্তধনে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া যত্নপূর্ব্বক যথাস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। সেই হরিহরও ভার্য্যাদ্বয়-সমভিব্যাহারে দাস-দাসী-পরিবৃত হইয়া কোটালীপাড়ে নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন। তথায় তিনি একটী হড্ডিপ-তনয়ায় উপগত হইয়া পতিত হইলেও সৃষ্টি-

ধররায়ের অর্থবলে পুনর্ব্বার সমাজে পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন। কালক্রমে কৃষ্ণরায়ের অপর একটা কন্যা জন্মে, সেই কন্যা গৌরালিবাসি-বশিষ্ঠগোত্রীয়-মাধবানন্দের করকমলে সমর্পিত হয়।

‘এই সকল ঘটনার বহুবর্ষ পরে, সেই হাজিনামক যবন এবং স্থষ্টিধর ও কৃষ্ণরায়ের লোকান্তর-গমনের পর, হাজির পুত্র গরীব সেখ, সমগ্র আথড়াগ্রাম দখল করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার ভয়ে স্থষ্টিধরের বংশীয়গণ আথড়া পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন, কিন্তু বল্লভরায়-প্রভৃতির সহিত সেই যবনের অত্যন্ত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদের সন্ততিগণ, যবনকর্ত্তৃক দূষিত হইয়া আথড়া হইতে জয়াড়িতে পলাইয়া আসিলেন। কিন্তু জয়াড়ি-সমাজস্থিত বৈদিকগণ তাঁহাদিগকে যবনদোষ-দুষ্ট জানিয়া তাঁহাদিগের সংসর্গ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। রাঘবচক্রবর্ত্তী তৎপুত্র শিবরায়কে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সমাজচ্যুতি-নিবন্ধন অতিশয় নিন্দনীয় হন, পরে কালক্রমে আবার তাঁহারা সমাজে মার্জ্জিত হইয়াছিলেন।’ (৬)

(৬) “ধরাধরঃ শূলপাণেস্তস্য বাণেশ্বরঃ স্মৃতঃ। চণ্ডীদাসজগন্নাথৌ বাণেশ্বরসুতৌ স্মৃতৌ॥
বিষ্ণুপুরেঽবটুকৃতিকুলজন্মা, যে নিবসন্তি চ সুধিয়ো গণ্যাঃ।
শ্রীমধুসূদনসংজ্ঞকমপি তে, বাণেশ্বরসুতমপরং ব্রুবতে॥
চণ্ডীদাসস্য তনয়ো দেবানন্দস্তদাত্মজঃ। কৃষ্ণরায় ইতি খ্যাতঃ শাণ্ডিল্য-কুলদীপনঃ॥
জগন্নাথস্য পুত্রস্তু জজ্ঞে স্থষ্টিধরো মহান্। শুনকান্বয়জাতানাং সর্ব্বাদা যৎ প্রসাদজা॥
আসীদ্যদা স্থষ্টিধরো জনস্থাঃ, কুষ্মিং গতো রায়কুলপ্রদীপঃ।
তদা জগন্নাথেকনাম রায়ঃ, কেনাপি দৈবাদ্‌যবনীকৃতোঽভূৎ॥
অথাসৌ যবনীভূতো জগন্নাথস্তু ধর্ম্মবিৎ। হাজিনাম্না ন সংসর্গমকরোদ্বান্ধবৈঃ সহ॥
অথ পৈতৃকভূখণ্ডস্বামিত্বং প্রাপ্য রায়কঃ। স কারকরমা-খ্যাতিং দেবানন্দস্তদাগতঃ॥
ততো দিনেষু যাতেষু জজ্ঞে স্থষ্টিধরঃ কৃতী। স দেবানন্দরায়োপি স্বর্গতস্তদনন্তরম্॥
ততঃ স্থষ্টিধরঃ প্রাপ্য পুনঃ পৈতামহং পদম্। বাশিষ্ঠীয়ান্বয়বঙ্গদেশীয়ালো কস্যাচিৎ সুতাম্॥
তৎপুত্রো হরিনাথোঽথ জানকীনাথসংজ্ঞকঃ। কাশীনাথোঽপি রাজেন্দ্রো গৌরীনাথশ্চ জজ্ঞিরে॥
এতান্মুৎপাদ্য পঞ্চৈব পুত্রান্ স্থষ্টিধরস্ততঃ। দ্বৌ পুত্রৌ জনয়ামাস গুণরূপসমুজ্জ্বলৌ॥
বশিষ্ঠকুলসম্ভূতাং কৃষ্ণরায়োপ্যুপায়তঃ। কন্যকাং হৃদয়ানন্দব্রহ্মচারিশরীরজাম্॥
তত্র বল্লভরায়োঽভূৎ পুত্রো গুণিগণৈর্যুতঃ। রামভদ্রাপরাখ্যোঽথ দুহিতৈকা ব্যজায়ত॥
অথাপরাং কন্যকাং বশিষ্ঠকুলজামসৌ। উপযেমে কৃষ্ণরায়স্তত্র নারায়ণোঽজনি॥
অথ তত্র সমাগত্য হাজিনাম্না বরাং পুরীম্। নির্ম্মায় তত্র ন্যবসৎ যবন্যা ভার্য্যয়া সহ॥
তদ্দৃষ্ট্বা বৈদিকাঃ সর্ব্বে যে হ্যাথোড়নিবাসিনঃ। শাণ্ডিল্যগোত্রা অন্যে চ নানাদেশং ততোগতাঃ॥
কিন্তু স্থষ্টিধরো রায়ঃ কৃষ্ণরায়শ্চ শৌর্য্যতঃ। তৃণায় মত্বা তং হাজিং তত্রৈবন্যবসতুঃ সুখম্॥
তদ্বৈরিণস্তু গায়ন্ত গাথামেতাং তদা কিল। আথড়াবাসিনো বিপ্রা হাজিনা যবনীকৃতাঃ॥
তাং গাথাং বৈদিকাঃ শ্রুত্বা তদাথোড়নিবাসিভিঃ। মনসাপিচ সংসর্গমত্যজন্ হাজিভীতিতঃ॥
ততো হরিহরং নাম শুনকান্বয়সম্ভবম্। দৈবাদাগতমালোক্য প্রীতঃ স্থষ্টিধরোঽভবৎ॥

তং বৈদিককুলোৎপন্নং কোটালীপাটবাসিনম্। শ্রুত্বা স্বষ্টিধরস্তস্মৈ বিধিনাঽদাৎ স্বতাদ্বয়ম্॥
তদানীং কৃষ্ণরায়স্য হতাপ্যাসীৎ সযৌবনা। অতীতোদ্বাহকালাচ্চ হরিনাথায়োঽভবৎ॥
অথ স্বষ্টিধরো রায়ঃ কৃষ্ণরায়শ্চ দুঃখিতৌ। আখোড়কং পরিত্যজ্য গন্তুকামৌ বভূবতুঃ॥
হাজিনামা তু তচ্ছ্রুত্বা দুঃখিতঃ সন্ স ধর্ম্মবিৎ। তয়োঃ সমীপমাগত্য জগাদ হিতকৃদ্বচঃ॥
মিথ্যাভিশস্তিং ভবতোর্ব্বিপক্ষৈঃ প্রগাথয়া সত্যতয়া প্রকাশিতাম্।
শ্রুত্বৈব সর্ব্বে খলু বৈদিকা দ্বিজাঃ সংসর্গমাত্রাদপি বাং প্রবিত্স্যতি॥
তস্মাদ্ভবন্তৌ বহুদানমানতঃ প্রপূজ্য সর্ব্বানিহ বৈদিকোত্তমান্।
সমাদরাদানয়তং যথা পুনঃ গোষ্ঠীপতিত্বং ভবতোর্ভবিষ্যতি॥
যাবদ্ধনানাং ব্যয়তস্তথাভবেদ্দাস্যামি তাবদ্ধনমেব বামহম্।
শ্রুত্বেতি তৌ হাজিবচঃ সমাদিয়ানানিন্যতুঃ সর্ব্বসমাজ-বৈদিকান্॥
অথ তৌ বৈদিকান্ সর্ব্বান্ দানমানসমর্চ্চিতান্। আখোড়কমুপানীয় রচয়ামাসতুঃ সভাম্॥
তেষু তত্রোপবিষ্টেষু বশিষ্ঠকুলসম্ভবে। কুলানন্দায় ধীমায় কৃষ্ণরায়ঃ সুতাং দদৌ॥
ততো হরিহরং বিপ্রং পপ্রচ্ছুর্ব্বৈদিকোত্তমাঃ। তৎ সভায়াং সমাসীনং কস্ত্বং কিং গোত্র ইত্যপি॥
ততো হরিহরোঽপ্যাহ নাম্না হরিহরোঽস্ম্যহম্। যশোধরস্য ধারায়াং জাতঃ শুনকগোত্রকঃ॥
ইত্যাকর্ণ্য দ্বিজাঃ সর্ব্বে তং কাল্পনিকবৈদিকম্। আশঙ্ক্য সদসোঽনশ্যান্নিঃসারয়িতুমুদ্যতাঃ॥
ততঃ স্বষ্টিধরস্তাংস্তু বিনয়াদুচিবান্ বচঃ। কৃপয়া বিট্পতিরসৌ ভবদ্ভিরনুগৃহ্যতাম্॥
ততস্তদ্বচনাত্তুষ্টাঃ কেচিদ্বৈদিকপুঙ্গবাঃ। যত্নং হরিহরায়াহুঃ পঞ্চগোত্রজকুল্যতাম্॥
তৌ যৌ চ কৃষ্ণরায়স্য বিজ্ঞায়াসম্মতিং স্বকঃ। যত্নৌ সামন্তসারীয়ৈর্বৈরাড়ীয়ৈশ্চ নাদৃতৌ॥
তে চন্দনং স্বষ্টিধরায় কৃষ্ণরায়ায় চাগ্রে যুগপৎ প্রদায়।
স্বীকৃত্য পশ্চাৎ কিল বৈদিকাস্তৌ, গোষ্ঠীপতী চক্রুরতীব হ্রাসৌ॥
ততস্তু তৌ স্বষ্টিধরঃ স কৃষ্ণরায়শ্চ মানৈর্ব্বহুভির্ধনৈশ্চ।
তান্ হাজিদত্তৈঃ পরিতোষ্য সর্ব্বান্ প্রস্থাপয়ামাসতুরাদরেণ॥
ততোঽস্যা কৃষ্ণরায়স্যাজনি পুত্রী দদে চ সা। গৌরালিবাসিবশিষ্ঠমাধবানন্দধীমতে॥
যযৌ হরিহরঃ সোঽপি ভার্য্যাভ্যাং সহিতস্ততঃ। কোটালিপাটং যাবাসং দাসীদাসাদিভির্য্যুতঃ॥
তত্র হড্ডীপতনয়াং সঙ্গম্য পতিতোঽপি সন্। পূতভাবমগাত্তুর্যঃ স হি স্বষ্টিধরার্থতঃ॥
ততস্তু বর্ষে বহুনি ব্যতীতে, হাজৌ তথা রায়যুগে প্রমীতে।
হাজেঃ সুতঃ সেথসরীবনামা জিয়ৎকদাখোড়কুভাগভাগিন্॥
তস্মীতিতঃ স্বষ্টিধরস্য বংশ্যাঃ পলায়মানা হি গতা বিদেশম্॥
তথাপ্যভূৎ বঙ্গবারেন্দ্রৈর্ম্ম হাজিরোধো যবনস্য তস্য॥
তে দূষিতাস্তে ন পুনর্ব্বিহায়াখোড়ং গতাঃ কৃষ্ণসুতা জয়াড়িম্।
তত্রাপি তৈর্নৈব জয়াড়িনাস্থাঃ সংসর্গমৈচ্ছন্ যবনীয়দোষাৎ॥
তৎসুনবে রাঘবচক্রবর্ত্তী প্রদায় পুত্রীং শিবরায়কায়,
সমাজপাতাতিবিনিন্দ্য আসীৎ, ততঃ ক্রমাত্তে বিমলা বভূবুঃ॥"
ইত্যলং বিস্তরেণ প্রকৃতমনুসরামঃ।" (লক্ষ্মীকান্ত-বাচস্পতির কুলপঞ্জিকা।)

---

## কুলগ্রন্থ-সমালোচনা।

রূপরাম, রামভদ্র, রামদেব, নীলকণ্ঠ বা লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতি এই পঞ্চ জনের যে মত পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিলে এই পাঁচজনের মতেই পরস্পর যথেষ্ট অনৈক্য দেখা যায়। কুলদীপিকাকার রামভদ্র বলিতেছেন যে 'যবনাপবাদ-গ্রস্ত আথড়ার শাণ্ডিল্যগণ সমাজে উঠিবার জন্য কোটালিপাড়ে আসিয়া শুনক রামভদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামভদ্র তাঁহাদিগকে সমাজে চালাইয়া লয়েন। তাঁহার পুত্র হরিহরের সহিত শাণ্ডিল্য সৃষ্টিধরের কন্যার বিবাহ হয়। বিবাহান্তে কোটালিপাড়ে আসিয়া হরিহর অগ্নিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতেই চতুর্দ্দশ সমাজ সম্মিলিত হন।' কুলমঞ্জরীকার রামদেব লিখিয়াছেন, 'আথড়ার চণ্ডীদাসের কনিষ্ঠ জগন্নাথ শাণ্ডিল্যই মুসলমান হইয়াছিলেন, কিন্তু আথড়ার অপরাপর শাণ্ডিল্যেরাও যবনদুষ্ট হইয়াছে, এই মিথ্যা অপবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় সেই শাণ্ডিল্যগণও সমাজে নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। শেষে কোটালিপাড়ের শুনক রামভদ্রের চেষ্টায় তাঁহারা সমাজে উঠেন। রামভদ্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র হরিহর উক্ত জগন্নাথের পুত্র সৃষ্টিধরের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর তিনি কোটালিপাড়ে আসিয়া নবাগ্নিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে চতুর্দ্দশ সমাজ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।' আবার বৈদিককুলপঞ্জিকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন যে, 'চণ্ডীদাসের পুত্র গঙ্গেশই যবনকন্যা বিবাহ করিয়া মুসলমান হইয়াছিলেন, চণ্ডীদাসের কনিষ্ঠ জগন্নাথ মুসলমান হন নাই। জগন্নাথের পুত্র সৃষ্টিধর যথাকালে কন্যার বিবাহ দিতে না পারিয়া বড়ই বিব্রত হইয়া কোটালিপাড়ে আসিয়া শুনক রামভদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামভদ্র আপন প্রিয়পুত্র হরিহরের সহিত সৃষ্টিধরের দুই কন্যার বিবাহ দেন, তাহাতেই সৃষ্টিধর সমাজে মার্জ্জিত হন। হরিহরের পুত্রাদি জন্মিবার পর তিনি অগ্নিযজ্ঞ উপলক্ষে চতুর্দ্দশ সমাজ আহ্বান করেন।' রূপরাম বলিতেছেন যে, 'চণ্ডীদাসের তিন পুত্র সৃষ্টিধর, নারায়ণ ও গঙ্গেশ এই তিনজনের মধ্যে গঙ্গেশই মুসলমান হন, মুসলমান হইলে পর তিনি "জগন্নাথ কারকর্ম্মা" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। সৃষ্টিধর যবনাপবাদ দূর করিবার জন্য আথড়ায় চতুর্দ্দশ সমাজ-আহ্বান করেন। এই সময়েই শুনক হরিহরের সহিত সৃষ্টিধরের দুই কন্যার বিবাহ হয়। সেই বিবাহসভায় হরিহর গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করেন।' এদিকে আবার লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতি বলিতেছেন,'চণ্ডীদাসের কনিষ্ঠ জগন্নাথ,তৎপুত্র সৃষ্টিধর। সৃষ্টিধর যখন মাতৃগর্ভে তৎকালে জগন্নাথ হাজি-কন্যা বিবাহ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও হাজি নামে খ্যাত হন। তিনি মুসলমান হইলেও তৎপুত্র সৃষ্টিধরে যবনদোষ স্পর্শে নাই। চণ্ডীদাসের পুত্র দেবানন্দ, তৎপুত্র কৃষ্ণরায়। কালক্রমে পৈতামহসম্পত্তিলাভ করিয়া কৃষ্ণরায় ও সৃষ্টিধর উভয়েই 'কারকর্ম্মা' উপাধি লাভ করেন। এই দুইজনের চেষ্টায় চতুর্দ্দশ সমাজ আথড়ায় সমবেত হন এবং উভয়েই ধনবলে সকলকে তুষ্ট করিয়া গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করেন।'

যে কয়টী বিরোধী মত উদ্ধৃত করিলাম, এখন কোন্‌টি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? উদ্ধৃত পঞ্চ কুলজ্ঞের মত আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে যে, দুই পক্ষ হইতে ঐ সকল কুলগ্রন্থের সৃষ্টি। এক পক্ষ সামন্তসারের সমাজদারগণের প্রাধান্য-রক্ষায় উদ্যত, এই দলে আমরা রূপরাম ও লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতিকে গ্রহণ করিতে পারি। অপর পক্ষ কোটালিপাড়ের শুনক হরিহরকে শ্রেষ্ঠ সম্মান-প্রদানে অগ্রসর। এই দলে আমরা রামভদ্র, রামদেব ও নীলকণ্ঠকে গণ্য করিতে পারি। উপরোক্ত সকল কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে যে, সামন্তসারের শৌনক সমাজদারগণের সহিত কোটালি-পাড়ের শুনকগণের দারুণ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। এক পক্ষ অপরকে সম্মান করা দূরের কথা, পঞ্চগোত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেও পরাঙ্মুখ ছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, এই বিরোধের ফলে পাশ্চাত্য কুলগ্রন্থসমূহে নানা বিরোধি-মত ও বিদ্বেষসূচক অসত্য-কাহিনী স্থানলাভ করিয়াছে। এইরূপে রামদেব, রামভদ্র ও নীলকণ্ঠের উক্তি পক্ষপাতদোষ-দুষ্ট বলিয়া সহজেই মনে হইবে। এই তিনজনের মতই পরস্পর বিরোধী, অথচ এই তিন জনেই যেন মূলকথা বিস্মৃত হইয়া হরিহরের কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য বৈদিক-সমাজের বয়োবৃদ্ধ সকলেই জানেন যে, শাণ্ডিল্য সৃষ্টিধরই বহু অর্থব্যয় করিয়া আখড়াতেই প্রথম চতুর্দ্দশ সমাজের মিলন করেন। এই সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ প্রবাদটী শেষোক্ত কুলজ্ঞত্রয় পরিত্যাগ করায় তাঁহাদের বিবরণীও সন্দেহজনক বলিয়া মনে করি। এই কারণে এই তিন জনের সকল কথা প্রামাণিক বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তবে এখন কাহার কথা গ্রহণ করিতে পারি?

রূপরামের বিবরণ সামন্তসারের সমাজদার কর্ত্তৃক প্রেরিত। ইহাতে চণ্ডীদাস ও সৃষ্টিধরের যেরূপ কুলপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অপর কোন কুল বা সম্বন্ধগ্রন্থসম্মত নহে। উক্ত কারিকায় জগন্নাথমিশ্র কুলজ্ঞরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। কিন্তু অপর কোন গ্রন্থে তাঁহার কুলজ্ঞতার আভাস পাওয়া যায় না। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রীহট্টবাসী, শ্রীহট্টবাসকালে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের সহিত এদেশীয় পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কিরূপ সম্বন্ধ চলিয়াছিল, তাহাই সন্দেহের বিষয়। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে গৌরাঙ্গদেবের কুল-পরিচয় আবশ্যক বিবেচনা করিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

গৌরাঙ্গের পরিচয়।

চৈতন্যদেবের শাখাভুক্ত সুবুদ্ধিমিশ্রের পুত্র জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে—

"চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ আছিলা যাজপুরে।
শ্রীহট্টদেশেরে পলাইয়া গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে॥"

সকল বৈষ্ণবগ্রন্থেই লিখিত আছে, চৈতন্যদেবের পিতামহ শ্রীহট্টদেশে বাস করিতেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ-মিশ্রই নবদ্বীপে আসিয়া নীলাম্বরমিশ্রের কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ

করিয়া নবদ্বীপবাসী হন। মহাপ্রভু উৎকলযাত্রাকালে যাজপুরে কমলনয়ন নামক তাঁহার এক জ্ঞাতির ঘরে আশ্রয় লইয়াছিলেন, একথাও জয়ানন্দ স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সুতরাং তিনি যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখি না। এদিকে চৈতন্যদেবের জ্ঞাতি প্রদ্যুম্নমিশ্র চৈতন্যোদয়াবলী নামক গ্রন্থে চৈতন্যদেবকে দাক্ষিণাত্য-বৈদিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যদি চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ যাজপুরবাসী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পাশ্চাত্য-বৈদিক বলিয়া গ্রহণ করিতেই আপত্তি হইবে। দাক্ষিণাত্য-বৈদিকেরা যাজপুর প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চল হইতে এ দেশে আগমন করেন। এরূপস্থলে চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথমিশ্র নিজে পাশ্চাত্য বৈদিক কি দাক্ষিণাত্য বৈদিক ছিলেন, তাহাতেই যখন সন্দেহ হইতেছে, তখন তৎকর্ত্তৃক অপরের কুলপরিচয়দান কতদূর প্রকৃত! বিশেষতঃ সকল চৈতন্যচরিতেই বর্ণিত আছে যে, জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পর গৌরাঙ্গ বৈরাগ্য অবলম্বন করেন; এরূপ স্থলে জগন্নাথ কর্ত্তৃক তৎপুত্রের সন্ন্যাসপ্রসঙ্গ নিতান্ত অসম্ভব ও অযৌক্তিক। উক্ত গ্রন্থে জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্বপুরুষ কাত্তিক নবদ্বীপবাসী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের শ্রীমুখ হইতে অবগত হইয়া যাঁহারা তাঁহার কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই মুরারিগুপ্ত, নরহরি প্রভৃতি কেহই এরূপ কথা বলেন নাই। তাঁহারা গৌরাঙ্গের পিতামহকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়াছেন। মুরারিগুপ্ত চৈতন্যদেবকে 'বৎস' বা 'বাৎস্য' বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। এখনও শ্রীহট্টের ঢাকা-দক্ষিণবাসী সামবেদী বৎসগোত্রীয় বিপ্রগণ আপনাদিগকে চৈতন্যদেবের জ্ঞাতিবংশধর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। [ ৯১ ও ৯২ পৃষ্ঠায় চৈতন্যদেবের বংশপরিচায়ক বিভিন্ন তালিকা ও শ্রীহট্টবাসী সামবেদী বৎসগণের বংশাবলীর একদেশ দ্রষ্টব্য। ]

অধিক সম্ভব, শ্রীহট্ট হইতে জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে আগমন করিলে, তাঁহার বিদ্যা-রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া রথীতর নীলাম্বর মিশ্র স্বীয় কন্যাদান করেন। নীলাম্বরের ন্যায় তিনিও পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়া পরিচিত হন। নীলাম্বর মিশ্রের পূর্ব্বপুরুষগণও শ্রীহট্টবাসী ছিলেন, এ কথা পাশ্চাত্য বৈদিকগণের সকল সম্বন্ধ-গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে। নীলাম্বর মিশ্রের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বৈভব যথেষ্ট ছিল। গঙ্গাবাস উপলক্ষে তাঁহারা এদেশে আসিয়া বাস করেন। এ সময়ে কেবল নবদ্বীপের বলিয়া নহে, সমস্ত বঙ্গদেশের অবস্থা অতি ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। জাতি-কুল মান-রক্ষার্থ অনেকেই স্ব স্ব সমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরাপদ হইবার জন্য ভিন্ন স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই সময়ে সমাজের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া ও কে কোন্ সমাজের স্থির করিবার জন্য জয়াড়ীর সমাজপতি বশিষ্ঠ শ্রীবৎসল কুলপরিচয়-সংগ্রহের চেষ্টা করেন। তাঁহার জ্ঞাতি গৌরাইল সমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি, কুলপরিচয়সংগ্রহে আগ্রহাতিশয়নিবন্ধন 'কুলানন্দ' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন। সামন্তসারের সমাজধারেরাও এ সময়ে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। সম্ভবতঃ ঐরূপ সামাজিক প্রধানগণের যত্নে বা সাহায্যে নীলাম্বর ও জগন্নাথমিশ্র "পাশ্চাত্য বৈদিক" বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন,
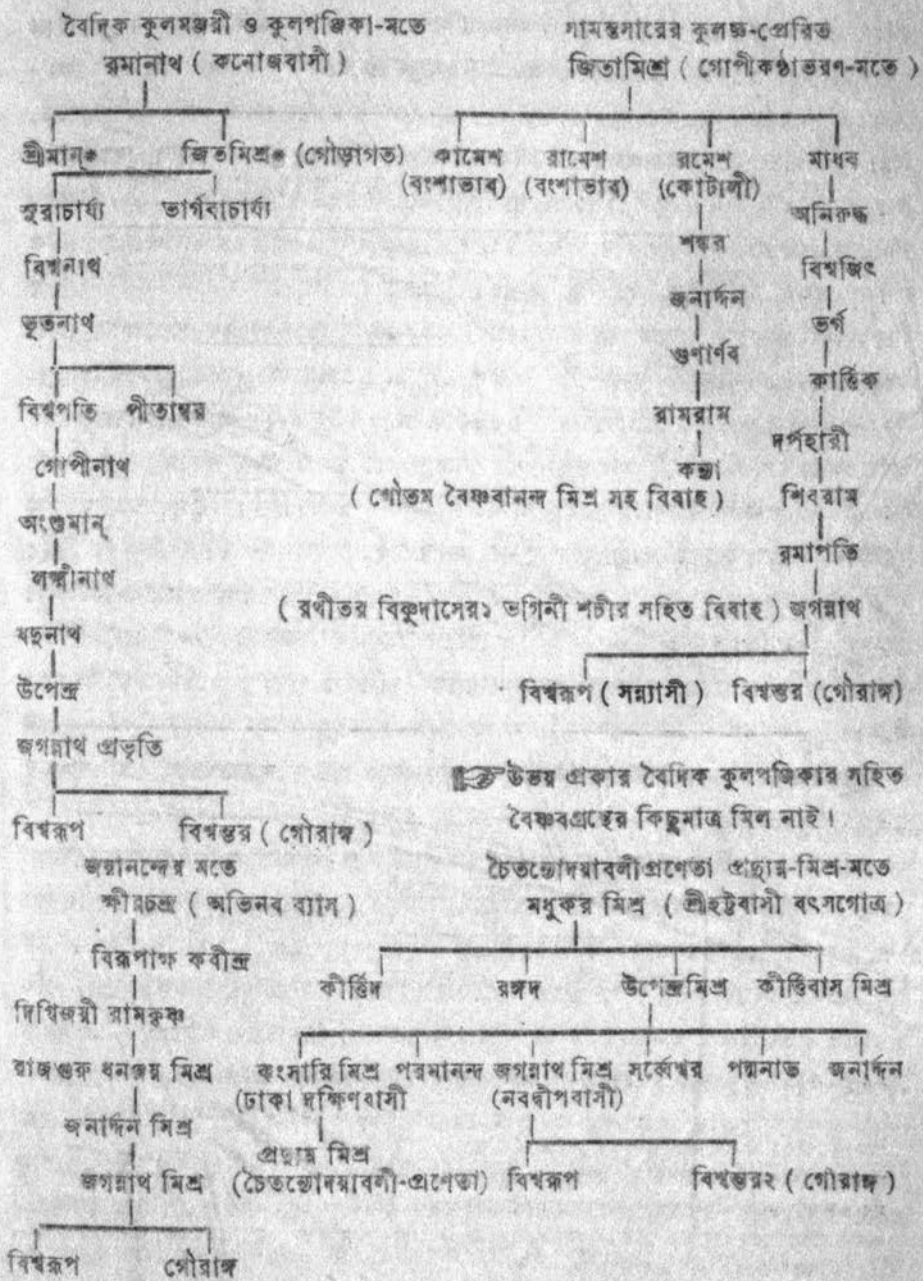
* কুলপঞ্জিকামতে জিতমিশ্রের পুত্র সুরাচার্য্য ও ভার্গবাচার্য্য, কুলমঞ্জরীমতে উভয়েই শ্রীমানের পুত্র। [ ৪০পৃঃ দেখ ]

১ বিষ্ণুদাস স্বীয় সারদানাম্নী কন্যাকে গোপীনাথ কণ্ঠাভরণের করে সমর্পণ করেন। প্রবাদ—গোপীনাথ চৈতন্যচরিত রচনা করেন, কিন্তু এই গ্রন্থের সহিত বৈষ্ণবগ্রন্থের মিল নাই। (২য় পরিশিষ্টে গোপীনাথের চৈতন্যচরিত উদ্ধৃত হইল।)

২ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতেও এইরূপ গৌরাঙ্গের পূর্ব্বপুরুষগণের নাম দৃষ্ট হয়। (আদি৭ ১৩শ পরিঃ)

গৌরাঙ্গের জ্ঞাতিবংশ।

- * শ্রীমন্ মধুকরমিশ্র
  - কীর্ত্তিদ মিশ্র ( বুরুঙ্গায় ইহাঁর বংশ আছেন )
  - রঙ্গদ মিশ্র (বুরুঙ্গাবাসী)
  - উপেন্দ্র মিশ্র (ঢাকা দক্ষিণবাসী)
    - কংসারি (ঢাকা দক্ষিণবাসী)
      - প্রদ্যুম্ন (উদাসীন) (চৈতন্যোদয়াবলী-রচয়িতা)
    - পরমানন্দ (ঢাকাবাসী)
      - রামচন্দ্র
        - গঙ্গাদাস
          - হরিনাথ বিদ্যাভূষণ
            - গোপীনাথ ন্যায়বাগীশ
              - বিশ্বনাথ
              - মাধবরাম চূড়ামণি
        - বিষ্ণুদাস
          - মথুরেশ
            - রূপেশ্বর-পঞ্চানন
              - শিবরাম সার্ব্বভৌম
                - বিজয়কৃষ্ণ
                  - রতিকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত
                - রামজীবন বা জনার্দ্দন
                  - কৃষ্ণজীবন
                  - জগজীবন (মনঃসন্তোষণী-প্রণেতা)
                    - যশোদানন্দন
                    - শচীনন্দন
                      - শ্রীশচন্দ্র
            - রত্নেশ্বর-ন্যায়রত্ন
              - রতিনাথ
                - মুকুন্দরাম
                  - কৃষ্ণকান্ত
                - কমলাকান্ত
                  - রামকান্ত
                    - পদ্মলোচন মিশ্র
                  - গৌরীকান্ত
                    - ত্রিলোচন
                  - আনন্দ মিশ্র
                - রামভদ্র
          - শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যানিবাস
            - রামনারায়ণ শিরোমণি
    - * জগন্নাথ (নবদ্বীপবাসী)
      - শ্রীবিশ্বরূপ ( উদাসীন )
      - শ্রীবিশ্বম্ভর ( উদাসীন ) ( শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু )
    - সর্ব্বেশ্বর
    - পদ্মনাথ
    - জনার্দ্দন
    - ত্রৈলোক্যনাথ
  - কীর্ত্তিবাস মিশ্র (বুরুঙ্গাবাসী)

* "আসীচ্ছ্রীহট্ট-মধ্যস্থো মিশ্রো মধুকরাভিধঃ। দাক্ষিণাত্যবৈদিকশ্চ তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥"
( প্রদ্যুম্নমিশ্রকৃত কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী। )

"শ্রীহট্টদেশেতে ছিলেন মধুকর মিশ্র। যারে মান্য করে কত পণ্ডিত সহস্র॥
চারি পুত্র মিশ্রের হৈল গুণবান্। সুব্রহ্মণ্য প্রতাপী সকলি মতিমান্॥ * * * * *
সবার মধ্যস্থ পুত্র ছাড়ি পিতৃস্থান। তপস্যাতে গেলেন কৈলাস সন্নিধান॥
শ্রীমন্ উপেন্দ্র মিশ্র নাম যার খ্যাত। স্বদেশেতে মান্য ধন্য তপস্বী বিখ্যাত॥" (জগজীবনমিশ্রকৃত মনঃসন্তোষণী)

রামশরণ দে-কৃত চৈতন্যবিলাসে—
"শ্রীমন্মধুকর মিশ্র নাম বিপ্রবর। পাশ্চাত্যবৈদিক শ্রেণী গুণের আকর॥
সামবেদ বৎসগোত্র পঞ্চম প্রবর। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় স্বধর্ম্ম-তৎপর॥" ইত্যাদি।

† "শ্রীহট্টের পূর্ব্বভাগে ধরিয়া সুবেশ। ঢাকা দক্ষিণ নামেতে আছে এক দেশ॥
কালীশালী নামে গ্রাম বর্ত্তমান তথা। জগন্নাথ মিশ্রের বসতি ছিল যথা॥" ইত্যাদি (চৈতন্যবিলাস)

সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ পঞ্চ গোত্রের অন্যতম সামবেদী ভরদ্বাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী আধুনিক কুলগ্রন্থকারগণ সামবেদী ভরদ্বাজ বা চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রকৃত পরিচয় অবগত না থাকায় এবং মহাপ্রভুর অলোকসামান্য গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সামবেদী ভরদ্বাজ বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক পাশ্চাত্য বৈদিক-সমাজের গৌরব ঘোষণা করিয়া থাকিবেন। পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজের বিভিন্ন কুলজ্ঞগণ সামবেদী ভরদ্বাজবংশ সম্বন্ধে এজন্যই ভিন্ন রূপ বংশাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। [ ৯১ পৃষ্ঠায় সামবেদী ভরদ্বাজবংশ দ্রষ্টব্য। ] ঐরূপ অপরাপর গোত্র বা ভিন্ন শ্রেণীর বৈদিকগণ আসিয়া ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য বৈদিক-গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সমাজের বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে।

রূপরাম জগন্নাথমিশ্র ও হরিহর চক্রবর্ত্তীকে এক সময়ের লোক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ে এক সময়ের লোক নহেন। সকলেই জানেন যে ১৪০৭ শকে চৈতন্যদেবের জন্ম এবং ২৪ বর্ষ বয়সে অর্থাৎ ১৪৩১ শকে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু ঘটে। এদিকে হরিহরের পৌত্র (দুর্গাদাস তর্কবাগীশের পুত্র) কৃষ্ণনাথ-রচিত 'আনন্দলতিকা' নাম্নী চম্পূর শেষে ১৫৭৪ শকে গ্রন্থসমাপ্তি-কাল লিখিত আছে।* কোটালিপাড়ের শুনকদিগের মধ্যেও প্রবাদ শুনা যায় যে, হরিহরের মৃত্যুকালে পৌত্র ও প্রপৌত্র পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এরূপস্থলে ১৫৭৪ শকে যখন কৃষ্ণনাথ বিদ্যমান, তখন তাঁহার পিতামহ হরিহরকে ১৫০০ শকের বেশী পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কখনই মনে হইবে না। সুতরাং জগন্নাথ মিশ্র ও হরিহর এক সময়ের লোক হইতেই পারেন না। ইত্যাদি নানা কারণে রূপরামের বিবরণ অপ্রকৃত, অসমীচীন ও নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

পাশ্চাত্য বৈদিকসমাজের কুল ও সম্বন্ধাভিজ্ঞ অনেকেই ঈশ্বর বৈদিককেই আদি কুল-গ্রন্থকার বলিয়া স্বীকার করেন। লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতি 'শুনক' স্থানে 'শৌনক' ব্যতীত আর সকল অংশেই প্রায় ঈশ্বরের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন বটে এবং তাঁহার বিবরণ অনেকটা প্রামাণিক সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনিও নিজ সমাজগত বিদ্বেষের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই। এই সকল কারণে বিভিন্ন সমাজের বয়োবৃদ্ধগণের মুখে আমরা যরূপ জনশ্রুতি শুনিয়াছি, এবং এই সকল জনশ্রুতির সহিত যে যে কুলগ্রন্থের যে স্থানের অধিকতর একতা ও প্রামাণিকতা স্থির হইবে, আমরা সেই অংশের অনুবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের যথাযোগ্য অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।—

* "শাকে বেদমুনীষুচন্দ্রগণিতে পক্ষে বলক্ষে মধৌ
শ্রীনন্দ্যাপদারবিন্দযুগলং শ্রীতর্কবাগীশ্বরম্।
নত্বা শ্রীকৃষ্ণনাথবটুনা কাব্যং ময়া কল্পিতম্" (আনন্দলতিকা ৫ম কুসুম)

## গোষ্ঠীপতি-বিবরণ।

পাশ্চাত্য-বৈদিকসমাজে সর্ব্বপ্রথম কে গোষ্ঠীপতি পদ লাভ করেন। তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট কোন প্রমাণ বা জনশ্রুতি প্রচলিত নাই। এই সমাজের বৃদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, যে গোত্র যে সমাজে বহুকাল বসবাস করিয়া প্রধান হইয়াছিলেন, সেই গোত্রের স্বকর্ম্মনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠগণ 'সমাজপতি' বলিয়া গণ্য হইতেন। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দের প্রথম ভাগে আখড়াসমাজে শাণ্ডিল্যগোত্রে জগন্নাথরায় নামে এক ব্যক্তি সমাজপতি হইয়াছিলেন। এই বংশ পূর্ব্ব হইতেই মুসলমান রাজ-সরকারে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। জগন্নাথের পূর্ব্বপুরুষগণ মুসলমান রাজপুরুষগণকে সময়ে সময়ে সৈন্য ও লোক দিয়া অনেক সাহায্য করিতেন, এ জন্য তাঁহারা মুসলমান সরকার হইতে "কারফরমা" উপাধি লাভ করেন। জগন্নাথ নিজেও একজন অতি সুপুরুষ ও যোদ্ধা ছিলেন, তিনি "রায়" উপাধি লাভ করিয়া ফৌজদারের ন্যায় কার্য্য করিতেন। একদিন তিনি সসৈন্যে অশ্বারোহণে বাহির হইয়াছেন, তাঁহার মুখশ্রী তত্রত্য এক হাজিকন্যার নয়নদর্পণে প্রতিফলিত হইল;—যবনকন্যা সেরূপে ভুলিল, আপনাতে আপনি মজিল! সে পিতার বড় আদরের কন্যা, তাহার মুখ মলিন দেখিলে পিতার বুক ফাটিয়া যাইত, এমন কি তিনি যথাসর্ব্বস্ব কন্যার জন্য ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন। সে কন্যার রূপও সামান্য ছিল না, তাহাকে দেখিলে মুনিরও মন টলিত। যাহা হউক, সহসা তাহার প্রেমপিপাসা মিটিল না। ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার কমনীয় কান্তি মলিন হইয়া পড়িল, সে আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে বৃদ্ধ হাজিরও মন ভাঙ্গিয়া গেল। কন্যার হৃদয়ের কথা বুঝিতে আর বাকী রহিল না। মুসলমান রাজসরকারে তাহার অতুল প্রভাব, সুতরাং তাহার বাসনা পূর্ণ করিতে অধিক বাধা বিপত্তির সম্ভাবনা ছিল না। তাহার কৌশলে জগন্নাথ মুসলমান-ধর্ম্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। রূপ ও অর্থের মোহন-আকর্ষণে তিনি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আপনার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রূপসী হাজিকন্যার কোমল-কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিলেন এবং নিজেও 'হাজি' হইলেন। তিনি মুসলমান হইলেও তাঁহার পূর্ব্বপত্নী পিতৃধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই; তৎকালে তিনি গর্ভবতী ছিলেন। সেই গর্ভে শ্রুতিধর রায় জন্মগ্রহণ করেন। যথাকালে শ্রুতিধর ও তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র কৃষ্ণরায়ের বিবাহ হইয়া গেল, তাহাতে বড় একটা গোল হইল না। কিন্তু যথাকালে তাঁহাদের কন্যাগণের বিবাহ লইয়া ঘোঁট হইল। তখন সমাজদারগণ সমাজের সম্বন্ধ লিখিয়া রাখিতেন; এখন সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা শ্রুতিধর ও কৃষ্ণরায়ের যবনাপবাদ রাষ্ট্র করিলেন। সে জন্য অপর কোন বৈদিক তাঁহাদের কন্যাধর গ্রহণ করিতে সাহসী হইলেন না। সুতরাং উভয়েই মহাবিভ্রাটে পড়িলেন। জগন্নাথ সে সংবাদ পাইলেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও এককালে পুত্রস্নেহ বিস্মৃত হন নাই। যবনের অর্থবলে তখন তিনি ধনবান্ ও বলীয়ান্। তিনি জানিতেন যে, নির্দ্দোষের শাস্তি হওয়া ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত নয়। তখন তিনি পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিয়া দিলেন, যে "তোমার

কোন চিন্তা নাই। অর্থ বলে কি না হয়? তুমি চতুর্দ্দশ সমাজ আহ্বান কর। সকলকেই যথোচিত কুলমর্য্যাদা দিয়া সন্তুষ্ট কর। অনায়াসেই তোমার কার্য্যোদ্ধার হইবে। এ কার্য্যে যত টাকা প্রয়োজন, তাহা আমি দিতে প্রস্তুত আছি।"

হাজির পরামর্শে সৃষ্টিধর রায় কোটালিপাড়ের শুনক হরিহরকে পাত্র স্থির করিয়া কন্যার বিবাহ উপলক্ষে চতুর্দ্দশ সমাজ আহ্বান করিলেন। সকল সমাজের লোক আথড়ায় আসিলেন। এরূপ সমারোহ পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজে আর কখন হয় নাই। এই সভায় সৃষ্টিধর-রায়ের কুলবিচার হয়। সকলেই বিচার করিয়া দেখিলেন যে, সৃষ্টিধররায়ের পিতা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও সৃষ্টিধরের কোন দোষ নাই, সুতরাং তাঁহাকে গোষ্ঠিপতিস্বরূপ গ্রহণ করিতে আর কাহারও আপত্তি থাকিল না। সেই সঙ্গে কৃষ্ণরায়ও সম্মানিত হইলেন।

বিবাহ-সভায় বরের পরিচয় হইল। সকলেই জানিলেন যে, পণ্ডিতবর হরিহর চক্রবর্ত্তী শুনক যশোধরের সন্তান। এদিকে সেই সভায় আহূত সামন্তসারের সমাজদারগণও যশোধরের সন্তান বলিয়া সম্মানিত। হরিহরের পক্ষীয় লোকেরা তাঁহাকেই রাজসম্মানিত যশোধরের সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিলেন;—সমাজদারগণ তাহাতে বিরক্ত হইলেন। উভয় পক্ষে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। এদিকে কৃষ্ণরায় গোপনে সমাজদারগণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তাহাতে সমাজদারগণের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে পঞ্চগোত্রের যে পঞ্চ জন রাজসম্মানিত হইয়াছিলেন, সেই পঞ্চ জনের বংশধরেরাই কুলীন ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, কিন্তু কোটালিপাড়ের যশোধরবংশ যখন রাজ-সম্মানিত নহেন, তখন কিরূপে তাঁহাদিগকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করা যায়। সমাজদারেরা আরও রটাইলেন, সামন্তসারই রাজসম্মানিত যশোধরের সমাজ এবং সামন্তসারবাসী তদ্বংশীয়গণের সহিত যখন হরিহর চক্রবর্ত্তীর কোনরূপ জ্ঞাতি-সম্বন্ধ নাই, তখন তিনি পঞ্চগোত্রের মধ্যে অর্থাৎ কুলীন বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। বিক্রমপুরের কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ঐ ঘটনার বহু পূর্ব্বে সামন্তসারবাসী যশোধরের ৭ম পুরুষ অধস্তন শ্রীপতি কোটালিপাড়ে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীপতির কোটালিপাড়ে বাসহেতু হরিহরকে তদ্বংশীয় মনে করিয়া কেহ কেহ অসঙ্কোচে তাঁহাকে পঞ্চ গোত্র বলিয়াই স্বীকার করিলেন। কিন্তু তৎকালে সমস্ত কুলগ্রন্থ ও কুলাকুল-বিচারের ভার সমাজদারগণের হাতেই ছিল। তাঁহারা বিদ্বেষ বশতঃই হউক অথবা যে কোন কারণেই হউক, হরিহরকে পঞ্চগোত্র স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহাতে সভায় মহাগোলযোগের সূত্রপাত হইল। সৃষ্টিধররায় বিষম সমস্যায় পড়িলেন। বিবাহ-সভায় বর সর্ব্বাপেক্ষা বরণীয়, পাছে বরের মানের লাঘব হয় এই আশঙ্কা করিয়া সৃষ্টিধর রায় নিজ গোষ্ঠীপতিত্ব হরিহর চক্রবর্ত্তীকে অর্পণ করিলেন। সামাজিকগণের মধ্যে কেহ হরিহর পঞ্চগোত্র, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে পঞ্চগোত্রতুল্য বলিয়া সম্মানিত করিলেন। সামন্তসারের সমাজদারগণের ও জয়াড়ীর কতিপয় বশিষ্ঠের তাহা মনঃপুত হইল না। তাঁহারা সভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া

আসিলেন। সেই সময় হইতেই কোটালিপাড়ের শুনক ও সামন্তসারের সমাজদারগণ মধ্যে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, ঈশ্বর বৈদিকের সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থ মতে, শুনক যশোধর শ্যামলবর্ম্মার শাকুনসত্রে আহুত হইয়াছিলেন। আবার রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের সরল-বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে যে, শুনক যশোধর (রাজা হরিবর্ম্মদেবের সময়ে) গঙ্গাগতি গৌতমকন্যা ব্রহ্মাণীর পাণিগ্রহণ করিয়া বঙ্গবাসী হইয়াছিলেন। আবার শৌনক লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতির মতে, যশোধর বেদগর্ভ-শাণ্ডিল্যকন্যা বিবাহ করেন। এখন কথা হইতেছে, ব্রহ্মাণীপতি যশোধর ও বেদগর্ভজামাতা যশোধর উভয়ে এক ব্যক্তি কি না? একের বাস কোটালিপাড় ও অপরের বাস সামন্তসার; একের আগমন-কাল রাজা হরিবর্ম্ম-দেবের সময়ে এবং অপরের আগমন রাজা শ্যামলবর্ম্মার সময়ে,এক যশোধর মাতা ও আত্মীয় আনিয়া কোটালিপাড়বাসী হইলেন, অন্য যশোধর সস্ত্রীক এদেশে আগমন করেন ও তাঁহার পুত্রকন্যাদির বিবাহযোগ্য কাল উপস্থিত হইলে কনোজে গিয়া করণীয় ঘরের বৈদিক ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে উভয়ের বিবরণ আলোচনা করিলে উভয়কে কখন এক ব্যক্তি বলিয়া মনে হইবে না। হরিহর চক্রবর্ত্তীর সন্তানগণ এখনও অনেকে ব্রহ্মাণীর বংশসম্ভূত বলিয়া জানেন, কিন্তু সামন্তসারের সমাজদারগণ অথবা বিক্রমপুরের যশোধর-বংশীয় শুনকগণ কেহই ব্রহ্মাণীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন না। হরিহরের সন্তানগণের মধ্যে শুনক, গৌহোত্র ও গৃৎসমদ এই তিন প্রবর, সামন্তসারের শৌনক সমাজদারগণের শৌনক, শৌনিহোত্র ও গৃৎসমদ এই তিন প্রবর এবং বিক্রমপুরের (খুলার) শুনক যশোধরবংশের শুনক, শৌনিহোত্র ও গৃৎসমদ এই তিন প্রবর। প্রবরত্রয় আলোচনা করিলেও সামন্তসার ও কোটালিপাড়ের যশোধরকে এক ব্যক্তি বলিয়া যেন মনে হয় না। কুলজ্ঞ সমাজদারগণ পূর্ব্ব বৃত্তান্তে এইরূপ গোলযোগ দেখিয়া সন্দেহের ও সেই সঙ্গে বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া হরিহরকে সম্ভবতঃ পঞ্চ গোত্র ভিন্ন বলিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কি সামন্তসারের আধুনিক কুলজ্ঞগণ হরিহর চক্রবর্ত্তীকে বিভিন্ন যশোধরের সন্তান বলিয়াও রটনা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকাশ করিতেছেন যে, শ্যামলবর্ম্মার বহু পরে বৈষ্ণব-মিশ্রের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য যশোধর নবদ্বীপে আগমন করেন, তাঁহার অধস্তন বংশধর শ্রীপতি কোটালিপাড়বাসী হন। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রারম্ভে রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, শ্যামলবর্ম্মার পূর্ব্বে (প্রায় ৯৫১ শকে) হরিবর্ম্মদেবের সময়ে যশোধরমিশ্র বিবাহোপলক্ষে সর্ব্বপ্রথমে কোটালিপাড়ে আসিয়াছিলেন, নবদ্বীপে আসেন নাই। এদিকে নানাস্থানের কুলগ্রন্থের প্রমাণানুসারে দেখা যাইতেছে যে সামন্ত-সারের যশোধরবংশীয় শ্রীপতি কোটালিপাড়ে আসিয়াছিলেন, খুলা ও কোটালিপাড়ের শুনকগণ ঐ শ্রীপতিরই সন্তান বটে। পর পৃষ্ঠায় বিক্রমপুর ও কোটালিপাড় হইতে প্রেরিত কুলগ্রন্থ অনুসারে বংশাবলী উদ্ধৃত হইল,—
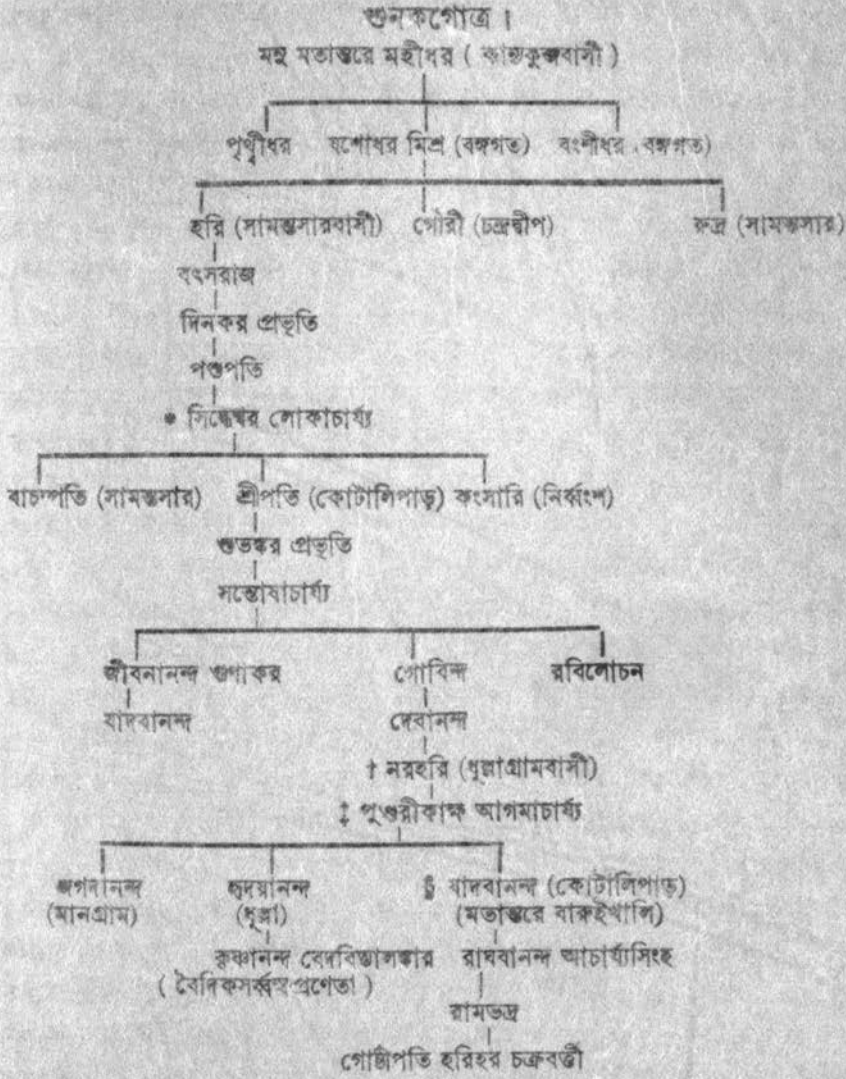
* "নাম্না পশুপতেঃ পুত্রঃ সিদ্ধেশ্বর ইতি স্মৃতঃ। যোগভ্যাসজপধ্যানৈর্লোক আচার্য্যসংজ্ঞকঃ॥"
(নীলকণ্ঠবশিষ্ঠকৃত যশোধর-বংশাবলী)

† "সেবানন্দসমুদ্ভূতো নরহরিঃ শিরোমণীতান্বয়ঃ। প্রজ্ঞাশীলযশঃপ্রকাশিতদিগন্তাসন্নলোকাবলিঃ॥"

‡ "যজ্ঞানন্দনিতান্তশান্তহৃদয়া ধ্যায়ন্তি বিজ্ঞা ভৃশং। তদ্রং নাপ্রিয়তামবাপ্যতি জনঃ কীর্ত্যা জগদ্ব্যাপিতঃ॥
বেদাদিগ্রন্থসার্থপ্রবচনদিকশব্দক্ পঙ্কেরুহোহন্ত মাধ্বীকামোদমুগ্ধপ্রতিদিগুপগতচ্ছাত্রগীতপ্রশস্তিঃ।
যো লোকেহ্যাগমাচার্য্য ইতি নিগদিতঃ পুণ্ডরীকাক্ষনামা পুত্রঃ প্রাদুর্ব্বভূব শ্বসিব নরহরের্বিক্রমস্থানধান্না॥" (নীলকণ্ঠ)

§ বিক্রমপুরের কুলগ্রন্থে 'যাদবানন্দ' 'বারুইখালি' লিখিত আছে, তৎপরে আর বংশাবলী লিখিত নাই। কোটালিপাড়ের শুনকদিগের নিকট হইতে যে বংশাবলি আসিয়াছে, তাহাতেই কেবল যাদবানন্দের পরবর্ত্তী বংশাবলী পাইলাম।

এখন কথা হইতেছে, যদি বিভিন্ন রাজার রাজত্বকালে সমাগত যশোধর এক ব্যক্তি না হন, তাহা হইলে উভয় বংশলতায় এরূপ ঐক্য হইল কিরূপে? রাঘবেন্দ্র-কবিশেখর-বর্ণিত যশোধর মাতা, দয়িতা ও আত্মীয় স্বজন সহ কোটালিপাড়বাসী হইয়াছিলেন, এরূপ স্থলে তাঁহারই আবার সামন্তসারে বাস ও তাঁহারই ৭ম পুরুষ অধস্তন শ্রীপতির কোটালিপাড়ে আগমন কিরূপে সম্ভব?

আমাদের মনে হয়, ব্রহ্মাণীপতি যশোধর অধিক বয়সে কনোজের রাজার আহ্বানে তাঁহার সভায় গিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। কনোজে অবস্থান-কালে তাঁহার কার্য্য-কলাপদর্শনে কনোজরাজ-পরিবারবর্গ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্যামলবর্ম্মার অভ্যুদয়, কনোজরাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ ও শাকুনসত্র উপলক্ষে কনোজরাজকন্যার পরামর্শে যশোধরকে নিজ সভায় আনয়ন ও তদুপলক্ষে সামন্তসার প্রদান, তাহা কিছু অসম্ভব নহে। যখন যশোধর-মিশ্র শ্যামলবর্ম্মরাজ-সভায় উপস্থিত, তখন যে তিনি অশীতিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তৎপূর্ব্বে তাঁহার অপর দুই একটী বিবাহ হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে। সেই সকল পরিণয়ের বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। আধুনিক কুলজ্ঞগণ সেই পরিণয়ের সন্ধান না পাইয়া বেদগর্ভ শাণ্ডিল্যের কন্যাসহ যশোধরের বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু অপর কোন প্রাচীন কুলগ্রন্থে একথা পাওয়া যায় না।

কোটালিপাড়ের গঙ্গাগতি-বৈষ্ণব মিশ্রের বংশধর সাম-গৌতমগণের বর্ত্তমান নিবাস রতালের নিকট হইতে ব্রহ্মাণীর জাঙ্গাল আরম্ভ হইয়াছে। গৌতমেরা বলিয়া থাকেন, যশোধর মিশ্র শ্বশুরগৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী ভিন্ন গ্রামে গিয়া বাস করিলে গঙ্গাগতি নিজ কন্যা ও জামাতার যাতায়াতের সুবিধার জন্য জাঙ্গাল প্রস্তুত করিয়া দেন, সেই জাঙ্গালই পরে "ব্রহ্মাণীর জাঙ্গাল" নামে খ্যাত হয়। যশোধরমিশ্র বহুবার কনোজে যাতায়াত করিয়াছিলেন, সে কথা রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের উক্তি হইতেই জানা যায়। বঙ্গবাসী পণ্ডিতগণ যে উত্তরপশ্চিমের রাজসভায় বহু পূর্ব্বকাল হইতেই বিশেষ সম্মানিত হইতেন, তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। অনেকেই জানেন, রাঢ়বাসী প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটককার কৃষ্ণমিশ্র খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে মহাপরাক্রান্ত চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার সভায় সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারও বহু পূর্ব্বে গৌড়বাসী পণ্ডিতবর অভিনন্দ কাশ্মীর-রাজসভায় অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে যশোধর বঙ্গবাসী হইলেও কনোজ-রাজসভায় সম্মানিত হইবেন এবং বিদ্যাব্রহ্মণ্যের পরিচয় পাইয়া শ্যামলবর্ম্মা তাঁহাকে পুনরায় যে আহ্বান করিয়া আনিয়া গ্রামদান করিবেন, তাহাও কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে। সম্ভবতঃ শ্যামলবর্ম্মার নিকট শাসনলাভ করিয়াই তিনি কোটালিপাড় পরিত্যাগ করিয়া সামন্তসারবাসী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সপ্তম পুরুষ শ্রীপতি কোটালিপাড়বাসী হইলেও তিনি যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের আদিনিবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না; এই সপ্তমপুরুষ দীর্ঘকাল স্ব স্থানে না থাকায় সম্ভবতঃ সেই পূর্ব্ব নিবাস

অপর আর কাহারও অধিকারভুক্ত হইয়াছিল এবং শ্রীপতিকে সম্ভবতঃ নূতন স্থানে বাস নির্ণয় করিতে হইয়াছিল। শ্রীপতি যে স্থানে গিয়া বাস করেন, তাহার বর্ত্তমান নাম সুয়াগ্রাম। যশোধরবংশীয় শুনকগণ সকলেই সেই সুয়াগ্রামকেই আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের আদিনিবাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, এখন আর সে স্থানে শুনকের বাস নাই।

শ্রীপতি যশোধরের বংশসম্ভূত হইলেও তিনি ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্রের বংশধর কিনা, এ সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে কোন উল্লেখ নাই।

সমাজদারগণের সহিত শ্রীপতির বৈমাত্রেয় সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে, সেজন্যও হয়ত তিনি স্থানচ্যুত এবং তাঁহার বংশধরগণ সমাজদারগণের চিরবিদ্বেষের পাত্র হইয়াছিলেন। কোটালিপাড়ে আসিয়া শ্রীপতির বংশধরগণ এখানকার অপরাপর শুনকের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই সূত্রেই পূর্ব্ব পরিচয় বিস্মৃত হইয়া, সমাজদারগণের শুনক হইতে শৌনক হইবার ন্যায়, তাঁহার বংশধরগণও কোন কারণে 'শৌনিহোত্র' স্থানে 'সোহোত্র' প্রবর কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। নচেৎ শ্রীপতির বংশধরগণের মধ্যে শুনক, শৌনিহোত্র ও গৃৎসমদ এবং শুনক, সৌহোত্র ও গৃৎসমদ এই উভয় প্রকার হইল কিরূপে? যৎকালে শ্রীপতির বংশধর নরহরি ধুল্লায় গমন করেন, তৎকালেও প্রবর-পার্থক্য হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। যাদবানন্দ বা তাঁহার বংশধরগণের সময় হইতেই অথবা তাহার কিছুদিন পরে সম্ভবতঃ এরূপ প্রবরের পার্থক্য ঘটিয়া থাকিবে। প্রবরের পার্থক্য হেতুই বোধ হয় হরিহর চক্রবর্ত্তী সমাজদারের নিকট পঞ্চগোত্র ভিন্ন বলিয়া দূষিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি পঞ্চগোত্র ভিন্ন নহেন।*

সামন্তসারীর যশোধরের যে ধারা কোটালিপাড়ে আসিয়া বাস করেন, পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদেরই এক ধারা বিক্রমপুরে (ধুল্লায়) গিয়া বাস করেন। বিক্রমপুরে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই কুলীন ও অকুলীনের পদমর্য্যাদার যথেষ্ট তারতম্য ছিল। সেজন্য এখানে সমাগত পঞ্চগোত্রান্তর্গত শুনকবংশীয়গণও স্থানীয় রীতিনীতির বশবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে কুলগ্রন্থরক্ষারও প্রয়োজন হইয়াছিল। বিক্রমপুরে কেবল শুনক বলিয়া নহে, কুলীন বলিয়া সম্মানিত

* প্রবরভেদের কারণ আর কিছুই নাই। ধনঞ্জয়ের গোত্র-প্রদীপে শুনকের শৌনক, সৌনিহোত্র ও গৃৎসমদ প্রবর দেখা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানকালে কোন শুনকই শৌনক প্রবর স্বীকার করেন না। এইরূপে "সৌ" যুক্ত সৌনিহোত্র অশুদ্ধ পাঠ মনে করিয়া কেহ সৌহোত্র, আবার কেহ শৌনিহোত্র করিয়া লইলেন। তাই এক যশোধরের বংশে শৌনক, শৌনিহোত্র ও গৃৎসমদ; শুনক, শৌনিহোত্র ও গৃৎসমদ এবং শুনক, সৌহোত্র ও গৃৎসমদ এই প্রবর-নামান্তর লক্ষিত হয়।

বশিষ্ঠ ও কোন কোন শাণ্ডিল্যগৃহে সযত্নে কুলগ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ হরিহর চক্রবর্ত্তীর অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বাবধি কোটালিপাড়ের সামবেদী গৌতমগণ এখানে বিশেষ সম্মানিত থাকায়, তাঁহারাও সযত্নে কুলগ্রন্থ রক্ষা করিতেন, রাঘবেন্দ্র-কবিশেখরের বর্ণনায় তাহার ক্ষীণস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের মনে হয়, হরিহর চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার বংশধরগণের প্রবল প্রতাপ ও প্রাধান্যে স্থানীয় গৌতমগণের অবস্থার খর্ব্বতাসহ নানা-কারণে সেই আদি কুলশাস্ত্রসমূহ বিলুপ্ত অথবা বিরলপ্রচার হইয়াছে।

শুনক ও শৌনক

আমরা প্রাচীন কুলগ্রন্থে দেখিয়াছি যে, রাজা হরিবর্ম্মা ও শ্যামলবর্ম্মার সময়ে ঋগ্বেদী শুনক যশোধর এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সামন্তসারীয় সমাজদারগণ তাঁহার বংশধর হইলেও সকলেই শৌনক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। ইহার কারণ কি? শুনক কি কারণে শৌনক হইল? হরিহর চক্রবর্ত্তীর সহিত বিরোধই ইহার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। যশোধর-বংশীয় শুনক ও শৌনকগণ উভয়েই যে এক কুলোদ্ভব, তাহা প্রাচীন কুলজ্ঞগণ অবগত ছিলেন। তাই বিক্রমপুরের সদ্বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,—

"শুনকাদ্‌গোত্রতাং প্রাপ্য শৌনকোঽভূন্মহামুনিঃ।
প্রবরত্রয়মাপন্নঃ শৌনকো বেদপারগঃ॥
শুনকশৌনকয়োরভেদতা কবিকাব্যতয়া স্ফুটীকৃতা।
রঘু-রাঘবতা যথৈব সা ভৃগুভার্গবতা যথাপি চ॥"

শুনক হইতে গোত্র লাভ করিয়া শৌনক মহামুনি হইয়াছিলেন এবং সেই বেদপারগ শৌনক তিনটী প্রবর লাভ করিয়াছিলেন। যেমন রঘু ও রাঘব এবং ভৃগু ও ভার্গব একই কুল, শুনক ও শৌনকে সেইরূপ কোন ভেদ নাই। কবিগণ কাব্যভাবে এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

ধুল্লা ও কোটালিপাড়ের শুনক এবং সামন্তসারের শৌনকগণ যে একই বংশসম্ভূত, তাহা উক্ত স্থানত্রয়ের কুলজ্ঞ-বচন হইতেই প্রমাণিত হইবে,—

কাসুরগাঁর নীলকণ্ঠ বশিষ্ঠের যশোধর-বংশমালায়—

"যশোধরস্য ত্রয় আবিরাসন্ সুতা দিগন্তোদিতকীর্ত্তিচন্দ্রাঃ।
হরিশ্চ গৌরীচরণোঽপি রুদ্রঃ প্রদীপ্তবংশার্জ্জিতবীর্য্যশৌর্য্যাঃ॥
হরের্বৎসরাজো হভবদ্রাজরাজঃ প্রতাপী দ্বিষদ্দস্যুসংহারকারী।
সদা কোবিদালীলসৎসংসদন্তর্বিরাজদ্বপুঃ শ্রীপ্রজাসৌখ্যদায়ী॥"

কোটালিপাড় হইতে প্রেরিত রামদেবের কুলমঞ্জরীতে—

"আসীন্মহীধরো বিপ্রঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
কর্ণাবতাং মহামান্যস্তস্য পুত্রাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ১৩৬

আদ্যঃ পৃথ্বীধরো জ্ঞেয়ো দ্বিতীয়স্তু যশোধরঃ।
বংশীধরস্তৃতীয়োঽভূৎ সর্ব্বে মান্যা মনীষিণঃ॥ ১৩৭
যশোধরাত্ত্রয়ো জাতা গৌরীরুদ্রৌ হরিস্তথা।
গৌরীনাথস্তু গতবান্ চন্দ্রদ্বীপে মহাতপাঃ॥ ১৩৮
"পরৌ সামন্তসারে দ্বৌ রুদ্রো নির্ব্বংশতাং গতঃ।
হরের্জাতো বৎসরাজস্তস্মাদ্দিনকরাদয়ঃ॥"

শৌনক লক্ষ্মীকান্তের কুলপঞ্জিকায়—

"মনোর্বভূবুস্তনয়া মহানয়া যশোধরশ্রীধরভূধরাহ্বয়াঃ।
যশোধরো ভূমিপতেৰ্হিতার্থতঃ কনুজমুৎসৃজ্য তু গৌড়মাগতঃ॥
স শাণ্ডিল্যগোত্রপ্রদীপস্তু ধন্যাং কবের্ব্বেদগর্ভাভিধানস্য কন্যাং।
শুচেঃ সন্নিধানে দ্বিজানাং সভায়াং যথা ব্রাহ্মধর্ম্মং চকারাত্মজায়াং॥
রবিরিব ভুবি স যশোধরমিশ্রস্তেজঃপ্রশমিত-দুরিততমিস্রঃ।
তস্য তু তনয়া বিনয়সমুদ্রা নরহরি-গৌরীচরণকরুদ্রাঃ॥
রুদ্রস্তু বিশ্বজিন্মিশ্রস্তনুজাতাং সমুদ্বহন্।
অনপত্যো দিবং যাতঃ শেষৌ দ্বৌ বংশকারিণৌ॥
আদ্যঃ সুতো নরহরেঃ কিল বৎসরাজস্তস্মাভবন্ বহব এব বুধস্য বংশাঃ।
সর্ব্বেশ্বরাপুরত এব যবীয়সোঽস্য বক্ষ্যে কুলং জয়হরের্দ্বিজপুঙ্গবস্য॥"

উক্ত তিনস্থানের কুলগ্রন্থ হইতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এক যশোধরমিশ্রের বংশেই খুল্লার ও কোটালিপাড়ের শুনক ও সামন্তসারের সমাজদারগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। খুল্লা ও কোটালিপাড়ের শুনকগণ যশোধরপৌত্র বৎসরাজের সন্তান এবং সামন্তসারের শৌনক সমাজদারগণ যশোধর-পৌত্র জয়হরির সন্তান। শৌনক লক্ষ্মীকান্ত বৎসরাজের বংশধরগণের বিদ্যমানতা স্বীকার করিলেও যে কোন কারণে হউক, তাঁহার বংশধারা লিখিতে বিরত হইয়াছেন। এদিকে বিক্রমপুরের গ্রন্থেও সেইরূপ বৎসরাজের অপরাপর ভ্রাতৃবংশধারা লিখিত হয় নাই।

বিক্রমপুর ও কোটালিপাড়ের কোন কোন কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, সমাজদারগণ যশোধরের ভ্রাতা বংশীধরের সন্তান; বৈদিক সমাজের কুলপরিচয়-রক্ষা করিবার জন্যই তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ নিযুক্ত হন। যশোধরের অপরাপর ভ্রাতা ছিল, তাহাও লক্ষ্মীকান্ত আভাস দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বংশীধরের কোনরূপ পরিচয়দানে নিরুত্তর। কোটালিপাড় হইতে বংশীধরের এইরূপ বংশাবলি আসিয়াছে—

অধিক সম্ভব যশোধরের জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন ও উভয় বংশেই যশোধর-নামধেয় ভিন্ন ব্যক্তি জন্ম লাভ করায় সামন্তসারবাসী উভয়বংশের সন্তানগণ জ্ঞাতিত্বসূত্রে পরবর্ত্তীকালে এক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

# সপ্তম অধ্যায়।

## কুলপদ্ধতি।

সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে সমাজবিপ্লবের নানা কারণ আসিয়া উপস্থিত হয়। যে কারণে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজ নানা সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া যবন-প্রাধান্যকালে মেলমালার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বৈদিকসমাজে ততটা ম্লেচ্ছপ্রভাব সংক্রামিত না হইলেও এবং মুসলমান-রাজপুরুষগণের সংস্রব হইতে বহুদূরে অবস্থানহেতু বৈদিকগণ ততটা আচারভ্রষ্ট না হইলেও, এই সমাজও একেকালে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন নাই। তৎকালে বিপ্রব্রহ্মণ্যে বৈদিকসমাজ প্রখ্যাত, তখনও পশ্চিমাগত ব্রাহ্মতেজ অব্যাহত, তখনও নানা হিন্দুস্থানী বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ আসিয়া বৈদিক-সমাজের অঙ্গপুষ্টি করিতে উদ্যত ছিলেন বটে; বলিতে কি, তখনও বৈদিকসমাজ এখনকার মত প্রকৃত প্রস্তাবে বেদাধ্যয়নবর্জ্জিত হন নাই সত্য, কিন্তু কোন কোন স্থানে যবনপ্রভাবের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতেছিল। সামন্তসারের কতিপয় শৌনক "সমাদ্দার" (পরে সমাজদার), আখড়ার শাণ্ডিল্য বাণেশ্বরবংশ "কারফরমা" ও "রায়", এতদ্ভিন্ন দুই এক সাবর্ণ ও বশিষ্ঠ 'মজুমদার' প্রভৃতি উপাধিগ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব বৃত্তির পরিচয় দিতেছিলেন। যেমন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পীরলিয়াগ্রামী যবনদিগের অত্যাচারে নদীয়ার ব্রাহ্মণসমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল, সেইরূপ পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের আখড়াসমাজও যবন কর্ত্তৃক উপদ্রুত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জগন্নাথ কারফরমা ইসলামধর্ম্মগ্রহণ ও যবনকন্যা বিবাহ করিয়া নিজে হাজি হইলেও তিনি নিজ আত্মীয়-কুটুম্ব ব্রাহ্মণগণের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না;—বরং সৃষ্টিধরের গোষ্ঠীপতিত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে তিনি যে পুত্রগণের সহিত সদ্ভাব রাখিয়াছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। অবশ্য তাঁহার স্বধর্ম্মত্যাগ অবলোকন করিয়া অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আখড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক কেহ সামন্তসার, ও কেহ বা জয়াড়ীতে গিয়া বাস করিয়াছিলেন।* কিন্তু তৎকালেও আখড়াসমাজে প্রকৃত প্রস্তাবে

* যাঁহারা যবনভয়ে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বেদগর্ভের ১২শ পুরুষ অধস্তন রামানন্দ ও গোপীনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। রামানন্দ সামন্তসারে ও গোপীনাথ জয়াড়ীতে গিয়া বাস করেন :—

"স রামানন্দনামা তু শৌনকাম্বয়জন্মনঃ। মুকুন্দপণ্ডিতস্যৈব নন্দিন্যাঃ পাণিমগ্রহীৎ ॥
আখোড়কং নাম সমাজরাজং নিজং দ্বিজো হাজিভয়াদ্বিহায়
বভৌ সদাচৈঃ শ্রুতৈকসারং সামন্তসারং হরিভং সমারং ॥" (লক্ষ্মীকান্ত—শাণ্ডিল্যপ্রকরণ)

সম্ভবতঃ ঐ সকল জাতিশত্রুর প্ররোচনায় সামন্তসারের সমাজদার ও জয়াড়ীর কোন কোন বশিষ্ঠ সভাপরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন।

যবন-অত্যাচার ঘটে নাই। সে সময়ে বরং হিন্দু-মুসলমানে অনেকটা সদ্ভাব ছিল, এই প্রীতির কারণই সম্ভবতঃ হাজিবালার অনুরাগদৃষ্টি জগন্নাথের উপর পতিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, আখড়ার বৈদিক-মহাসভায় সৃষ্টিধর ও কৃষ্ণরায় সমাজপতি হইলেন, তাঁহাদের যবনাপবাদ দূর হইল। সৃষ্টিধর রায়ের চেষ্টায় শুনক হরিহর চক্রবর্ত্তী গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করিলেন। মহাসমারোহে আখড়ায় বৈদিক-সম্মিলন সম্ঘটিত হইল। যথাকালে বৈদিকগণ স্ব স্ব সমাজে ফিরিয়া আসিলেন।

আখড়ার সৃষ্টিধর ও কৃষ্ণদেব রায় বৈদিকসমাজে যেরূপ উচ্চ সামাজিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে আর কাহারও ভাগ্যে সেরূপ মর্য্যাদালাভ ঘটে নাই। বিদ্যাব্রহ্মণ্য অপেক্ষা অর্থবলই এই সম্মানের মূল বলিয়া অনেকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সম্মান-গৌরব অধিকদিন আর ভোগ করিতে হয় নাই। হাজিপুত্র গরীবসেখ আখড়ায় এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া এখানে আসিয়া বাস করিল, ক্রমে ক্রমে সে ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিতে লাগিল; তাহার অত্যাচারভয়ে সৃষ্টিধর রায় পাটগ্রামে পলাইয়া আসিলেন। কৃষ্ণরায়ের পুত্র বল্লভরায় তখনও পিতৃসম্পত্তির লোভ ত্যাগ করিয়া আখড়া ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই। গরীবসেখের সহিত তাঁহার তুমুল বিরোধ ঘটিয়াছিল। গরীবসেখ বল্লভরায়ের পক্ষীয় ব্রাহ্মণদিগকে ধরিয়া বলপ্রয়োগপূর্ব্বক মুসলমান করিতে লাগিল। বল্লভরায় আর যবনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমর্থ হইলেন না। তিনি সদলে পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া জয়াড়ীতে পলাইয়া আসিলেন। এই সময় সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল যে, "আখড়ার সকল ব্রাহ্মণই যবনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হাজিভয়ে কেহ কেহ ভোজেশ্বরে গিয়া জাতিকুল মান রক্ষা করিয়াছেন।"** জয়াড়ীতে আসিয়াও বল্লভরায়ের নিষ্কৃতি নাই। এখানকার কোন বৈদিকই তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে সম্মত হইলেন না। এমন কি, জয়াড়ীর রাঘব চক্রবর্ত্তী বল্লভপুত্র শিবরায়কে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সমাজচ্যুত ও অতিশয় নিন্দনীয় হন। এমন কি, তৎকালে কৃষ্ণরায়ের পুত্রগণের সহিত যাঁহারা সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সমাজমধ্যে নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। বলিতে কি, এইরূপ সম্বন্ধদোষনিবন্ধন সমাজে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ ছাড়া আরও নানাপ্রকার সামাজিক দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা হইতেছিল, তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যসম্পর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বৈদিকসমাজের প্রধানগণের চেষ্টায় নীলাম্বর ও জগন্নাথমিশ্র "পাশ্চাত্য বৈদিক" বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। [ ৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ]। লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতির কুলগ্রন্থ হইতেও বহু দাক্ষিণাত্যসংস্রবের উল্লেখ পাওয়া যায়। সামন্তসারীয় শৌনক গৌরীচরণের ৭ম পুরুষ অখণ্ডল স্বাম-

দাক্ষিণাত্য-সংস্রব।

**"আখড়াবাসিনঃ সর্ব্বে হাজিনা যবনীকৃতাঃ।
হাজিভয়ে সমুৎপন্নে ভোজেশ্বরং গতাঃ।"

পুরন্দর সর্ব্বপ্রথমে দাক্ষিণাত্য-কন্যা বিবাহ করেন।* তৎপরে বেদগর্ভ শাণ্ডিল্যের অধস্তন ১৩শ পুরুষে কামদেবপুত্র শ্রীপতি ও রতিপতি দাক্ষিণাত্য সহ মিলিত হইয়াছিলেন।† পরে জানা যায়, ঐ কামদেবের সহোদর দামোদরের অধস্তন ৭ম পুরুষ ধীমান্ ও কেশব দুই ভ্রাতা দাক্ষিণাত্য-সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে বেদগর্ভের ১৮শ পুরুষে শাণ্ডিল্য মন্মথপুত্র নারায়ণ দাক্ষিণাত্যভাব গ্রহণ করেন।‡ ঐ মন্মথের প্রপৌত্র-পুত্র চাটপেলায় মধুসূদন দাক্ষিণাত্য বৈদিক মাধবভট্টকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন।§ এইরূপে সমাজে কত দাক্ষিণাত্যসংস্রব হইয়াছিল, তৎসমুদায় লিপিবদ্ধ করা কুলজ্ঞগণ আবশ্যক মনে করেন নাই। আমরা যে কয়েকটী সম্বন্ধ উদ্ধৃত করিলাম, তৎপাঠেই সে সময়ের সামাজিক অবস্থা কতকটা জানা যাইতে পারে।

বাস্তবিক আথড়ার চতুর্দ্দশ সমাজের সম্মিলনের কয়েক বর্ষ পরেই আবার সমাজ-সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। এ সময়ে শুনক হরিহর চক্রবর্ত্তী বৈদিক-সমাজের গোষ্ঠীপতি। কেবল বিদ্যাব্রহ্মণ্যে নহে, শ্বশুরদত্ত প্রভূত অর্থবলে তিনি একজন ধনশালী বলিয়া সম্মানিত। তাঁহার আথড়াবাসী কুটুম্বগণের সামাজিক বিপদ্ ও বৈদিক সমাজের নানা বিশৃঙ্খলার সমাচার তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি অগ্নিযজ্ঞ উপলক্ষ করিয়া আবার চতুর্দ্দশ সমাজ আমন্ত্রণ করিলেন। আথড়ার সভায় সমাজদারগণ তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করায় তিনি তাঁহাদিগকে আর নিমন্ত্রণ করিতে পারিলেন না। শৌনক ভিন্ন পঞ্চগোত্রের অপরাপর সকলেই আহূত হইয়াছিলেন। তাহাতে সমাজদারেরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া রটাইলেন যে, হরিহর চণ্ডীপতনয়াগমন করিয়াছেন, এখন সমাজে নিন্দনীয় হইবার ভয়ে শ্বশুরের টাকায় চতুর্দ্দশ সমাজ নিমন্ত্রণ করিয়া দোষক্ষালনের চেষ্টা পাইতেছেন। সমাজদারবংশীয় লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতি সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। বাস্তবিক হরিহর চক্রবর্ত্তী যেরূপ মান্যগণ্য

* "স কামদেবো ধীমান্ দাক্ষিণাত্যস্য কন্যকাম্। পরিণীয় কুলেহীনো গঙ্গাতীরেহবসৎ স্বয়ং ॥" (লক্ষ্মীকান্ত)

† "শ্রীপতিরতিপতী চ সমাজাৎ কুত্রচিদ্‌গতৌ।
[illegible]দাক্ষিণাত্যাদিসংসর্গৌ তয়োর্বংশোঽস্তি কিং ন বা ॥" (লক্ষ্মীকান্ত—শাণ্ডিল্যপ্রকরণ)

‡ বংশাবলী যথা—বেদগর্ভের ১২শ পুরুষ অধস্তন কামদেবের ভ্রাতা দামোদর, তৎপুত্র ত্রিলোচন, তৎপুত্র শীমকেশন, তৎপুত্র পরমানন্দ, পরমানন্দের ৩য় পুত্র মাধব, তৎপুত্র জিতামিত্র, তৎপুত্র ধীমন্ত ও কেশব।

"জিতামিত্রস্য জগ্রাহ বশিষ্ঠকুলসম্ভবঃ। চন্দ্রশেখরধীরস্য তনয়াং সতিসুন্দরীম্ ॥
তত্র পুত্রৌ তু ধীমন্তকেশবৌ কুলদূষণে। দাক্ষিণাত্যাতিসংসর্গৌ গঙ্গাতীরং ততো গতৌ ॥"
"তত্তাত্মজো মাধবনামধেয়ো মিত্রোঽস্য নারায়ণ ইত্যভূৎ (?)।
নারায়ণস্তজ তু দাক্ষিণাত্যভাবং গতো নিস্তনয়ো মমার ॥"

§ "যৌ জাতৌ মধুসূদনস্য তনয়ৌ ধাতুর্বিনোদস্তথা ততোঽভূৎ পিতাহ এব স মৃতঃ স্বর্গাধিরোহাদ্ যতঃ।
যাদুস্ত নবদ্বীপকড়িয়ুলাপূর্ব্বাশ্রিতঃ কস্তচিৎ পুত্রীং তত্র সুতেড়তে অথ সুতো রামপ্রসাদোঽভবৎ ॥
আসাং মাধবভট্টায় দাক্ষিণাত্যায় সন্দদৌ। গঙ্গানারায়ণকন্যাং করমাত্রায় যাদুকঃ ॥"
(লক্ষ্মীকান্ত—শাণ্ডিল্যপ্রকরণ)

ও নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিতান্ত মর্ম্মবৈরি ভিন্ন কেহ তাঁহাকে এরূপ অপরাধী করিতে পারেন না।

হরিহরের মহাযজ্ঞে কোটালিপাড়ের অন্তর্গত সুয়াগ্রামে আবার চতুর্দ্দশ বৈদিকসমাজ সম্মিলিত হইলেন।* রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের সমীকরণসভায় অথবা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের একজাই কালে যেরূপ সকল সমাজের প্রধান প্রধান কুলীন ও মৌলিকগণ একত্র হইলে কুলাকুল বিচার হইত, হরিহরের অগ্নিযজ্ঞ-সভায় সেইরূপ বৈদিক-সমাজের কুলবিচার হইয়াছিল। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রব্রাহ্মণসমাজের আদর্শে রাজসম্মানিত পঞ্চগোত্রের পাশ্চাত্য-বংশধরগণ কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইলেন। এই মহাসভায় আথড়ার শাণ্ডিল্যগণ ও তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনগণ মার্জ্জিত হইয়াছিলেন। যখন বৈদিক-সমাজের লোকসংখ্যা অধিক হয় নাই, যখন বহুগোত্রের কনোজীয় ব্রাহ্মণগণ আসিয়া সমাজের জনতা-বৃদ্ধি করেন নাই, তখনই বিভিন্ন সমাজের বৈদিকসহ সম্বন্ধ স্থাপন বিশেষ দোষাবহ বলিয়া কেহ মনে করিতেন না। কিন্তু যখন বহুগোত্রের বৈদিক আসিয়া পাশ্চাত্য-বৈদিক-সমাজকে বিপুলায়তন করিয়া তুলিলেন, যখন সংখ্যার আধিক্যে সকলের কুল-পরিচয়রক্ষা দুষ্কর হইয়া পড়িল, যখন ম্লেচ্ছপ্রভাবে শুদ্ধ-শোণিত রক্ষা কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল, তখন অজ্ঞাতকুলশীলের সহিত সম্বন্ধস্থাপন এককালেই নিষিদ্ধ হইল। এই কারণেই দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধ কুলহানিজনক বলিয়া নিবারিত হইয়াছিল। এই সময়েই ঋগ্বেদী শুনক এবং সামবেদী শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ ও সাবর্ণ এই পঞ্চগোত্র কুলীন বলিয়া গণ্য হইলেন। এ ছাড়া অপর তিন প্রকার শুনক; ঋক্ যজুঃ ও সামভেদে তিন প্রকার কাশ্যপ; যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ; ঋক্ ও যজুর্ভেদে দুই প্রকার সাংখ্য; পঞ্চপ্রবর ও ত্রিপ্রবরভেদে দুই প্রকার বৎস; প্রবরভেদে দুই প্রকার যজুর্বেদী বশিষ্ঠ; ঋক্, যজুঃ ও সামভেদে ত্রিবিধ গৌতম, ত্রিবিধ পাণিনি; বেদ ও প্রবরভেদে ত্রিবিধ কৃষ্ণাত্রের, এ ছাড়া ঘৃতকৌশিক, আত্রেয়, আতথ্য, কুশিক, কৌশিক, অগ্নিবেশ্য, উতথ্য, গার্গ্য, রথীতর, সঙ্কর্ষণ, কৌণ্ডিন্য, মৌদ্গ-ঋষি, পরাশর, পৌতিমাষ্য, উত্তমাষ্য, ভৃগু, ভার্গব, [illegible] ও বৈশম্পায়নগোত্রীয়, যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কনোজে বাস করিতেন এবং যাঁহারা বঙ্গে আসিয়া পাশ্চাত্য বৈদিকসমাজে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, সেই কএক ঘর পাশ্চাত্য-বৈদিক বলিয়া ঐ সভায় চিহ্নিত হইলেন এবং এদেশে অপরাপর যাঁহারা বৈদিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বলিয়া স্বতন্ত্র রহিলেন। এই সভায় পাশ্চাত্যগণ স্থির

[ ১১৪ পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী অংশ ]

* এই সভায় কে কে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম কুলগ্রন্থে স্পষ্ট পাওয়া যায় না। তবে বংশাবলী হইতে পর্য্যায়নির্ণয় দ্বারা মোটামুটী নির্ণয় হইতে পারে ভাবিয়া অপর পৃষ্ঠায় গোষ্ঠীপতি শুনক, শৌনক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ এবং বিক্রমপুরের শুনক-বংশাবলীর একদেশ যথাক্রমে প্রকাশিত হইল।

## শুনকগোত্র।
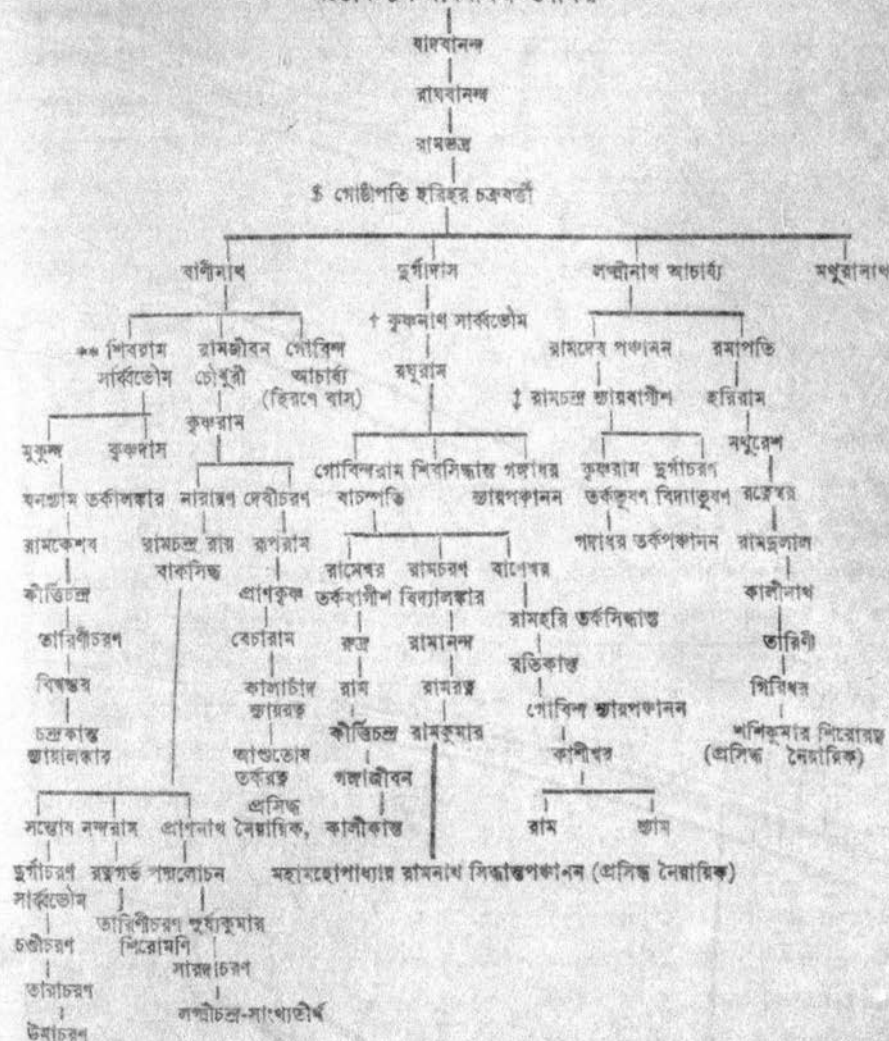
* ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণের তালিকা ৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

$ ৯৭ পৃষ্ঠার বৈদিক-কুল-পঞ্জিকা অনুসারে হরিহর পুণ্ডরীক আগমাচার্য্যপুত্র যাদবানন্দের প্রপৌত্র লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে রামভদ্রের কুলমঞ্জরী হইতে দেখা যাইতেছে যে তিনি জীবনানন্দ পুত্র যাদবানন্দের প্রপৌত্র।

** ইনি কাশীতে বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক স্বদেশে আসিয়া স্ব স্ব পূজাপদ্ধতি সংস্কার করেন।

† সার্ব্বভৌম একজন তপস্বী ছিলেন। আনন্দলতিকা ও দেবীশতক নামে দুইখানি সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করেন প্রবাদ এইরূপ, উভয় গ্রন্থই অর্দ্ধেক তাঁহার নিজের ও অর্দ্ধেক তাঁহার স্ত্রী বৈজয়ন্তীর রচনা।

‡ একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন।

## সামন্তসারের শৌনকবংশ।

- মধু ( কনোজবাসী )
  - যশোধর মিশ্র
    - হরি বা নরহরি
      - বৎসরাজ
      - জয়হরি
        - হরিনাথ
          - যদুনাথ
            - বলরাম
              - রতিনাথ
                - কাশীনাথ
                  - রমানাথ
                    - হৃষীকেশ
                      - ভবানীপ্রসাদ
                        - মুকুন্দ পণ্ডিত
                          - কৃষ্ণানন্দ
                            - রাম
                              - রাঘব
                                - রাম নারায়ণ
                                  - রঘু
                                  - জনার্দ্দন
                                    - বিশ্বনাথ
                                    - ভবানন্দ
                          - শিবানন্দ
                            - রামচন্দ্র (মুকডোবা)
                              - কৃষ্ণরাম
                                - রামদেব
                                  - গৌরী
                                    - মহাকবি শ্রীধর †
                                      - রবিলোচন
                                        - কাশীচন্দ্র
                                          - দীনবন্ধু
                                  - গঙ্গারাম †
                                    - কৃষ্ণধন
                                      - ভগবান্
                    - বিষ্ণুদেব
                      - কবি হরিনাথ
                        - লক্ষ্মীনাথ ( নবদ্বীপে বাস ) ১
                          - বাণীনাথ চূড়ামণি
                            - মথুরানাথ চক্রবর্ত্তী
                              - *রঘুনাথ
                              - *বিশ্বনাথ২
                                - রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার
                                  - রামদেব বাচস্পতি
                                    - রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ
                                      - নীলকণ্ঠ
                                      - শ্রীকণ্ঠ ( নির্বংশ )
                              - *রাম
                                - কৃষ্ণদেব
                                  - রুদ্র
                                    - কালীকিঙ্কর
                                      - রামকেশব
                                  - রামজীবন তর্কভূষণ
                                    - লক্ষ্মীকান্ত
                                      - কৃষ্ণকান্ত
                              - *নারায়ণ
    - গৌরীচরণ
      - মুরারি
        - বিশ্বম্ভর
          - লক্ষ্মীধর
            - শিবনারায়ণ
              - পুণ্ডরীকাক্ষ
          - কৃষ্ণেশ্বর (নির্বংশ)
          - মহেশ (বিদেশগত)
      - ধরাধর
    - রুদ্র (নির্বংশ) (বিশ্বজিৎমিশ্রের কন্যাবিবাহ)

[ পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ]

(১) "স সামন্তসারং পরিত্যজ্য ধীরো নবদ্বীপসংজ্ঞে হ্যবাৎসীৎ সদারঃ।
ততস্তস্য পুত্রো বভূব প্রবুদ্ধঃ পিতেতৌ যস্য চূড়ামণিত্বেন সিদ্ধঃ॥
লক্ষ্মীনাথসুতঃ স তু ক্ষিতিতলখ্যাতোঽভবন্নামতঃ। বাণীনাথ ইতি শ্রুতঃ শ্রুতিশাস্ত্রাচারী মহাধ্যাপকঃ॥
চার্ব্বঙ্গীং পরিণীতবান্ কবিবিধিনা সার্ব্বভৌমোদ্ভব-শ্রীকৃষ্ণস্য তনুদ্ভবাং গুণবতীং সদ্বংশহেমপ্রভাং॥"

† এই চিহ্নিত ব্যক্তির নাম পর্য্যন্ত লক্ষ্মীকান্তের কুলপঞ্জিকায় পাওয়া যায়। [বাকী নোট ১০৯ পৃষ্ঠায় দেখ।

(২) "শান্তোরো হ্যবসৎ সমেত্য স নবদ্বীপাৎ সদারাত্মজঃ স্বাং পুত্রীং বিধিনাথ রামচরণারাদাৎ প্রমোদার্জ্জিতঃ গৌরালীয়বশিষ্ঠবংশকমলাদিত্যায়ে নিত্যানৃতশ্রীকৃষ্ণাহ্বয়বেদভূষণতনূদ্ভূতায় পূতাত্মনে ॥"
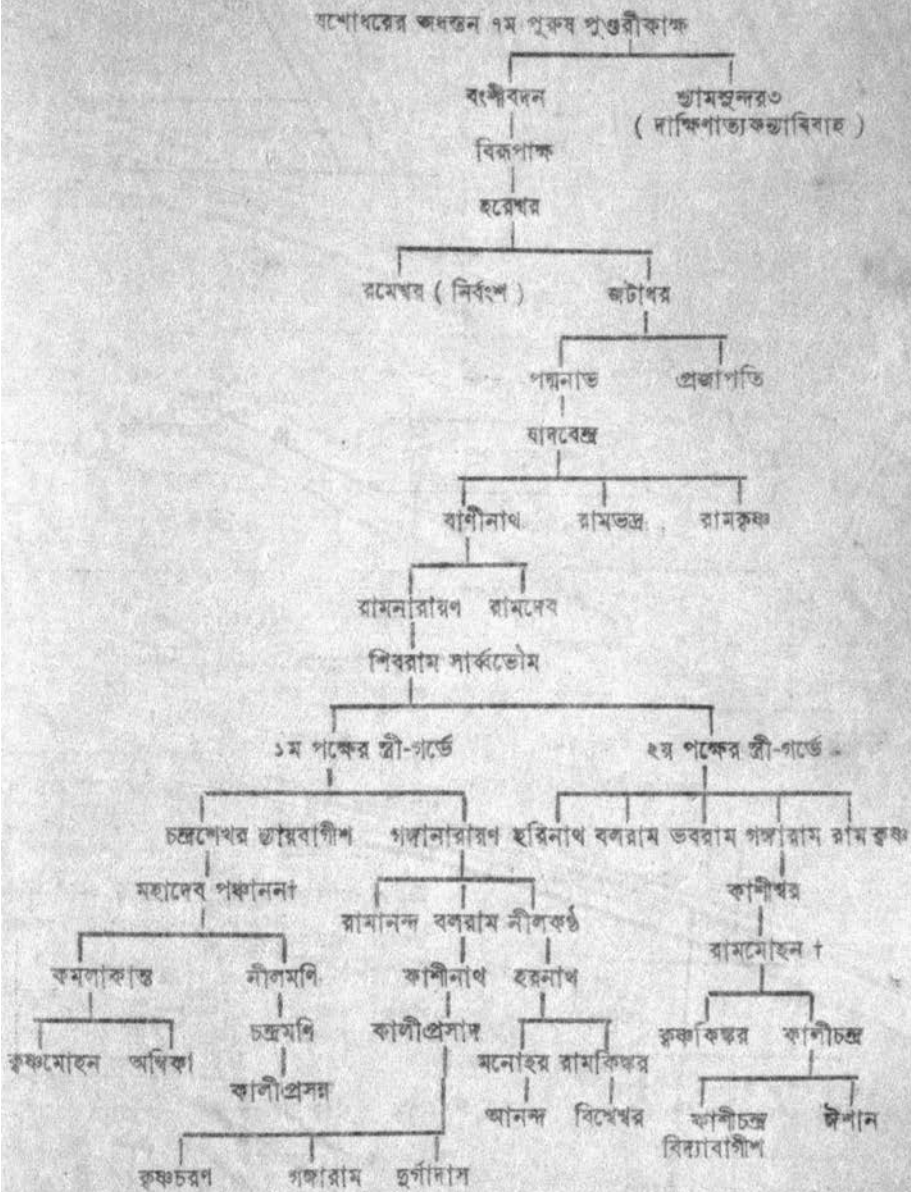
* শান্তোরতে সকলের বাস। এই বংশে কুলপঞ্জিকাকার লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতির জন্ম।

+ এই চিহ্নিত ব্যক্তির নাম পর্য্যন্ত লক্ষ্মীকান্তের কুলপঞ্জিকায় পাওয়া যায়।

(৩) "স শ্যামসুন্দরো ধীরো দাক্ষিণাত্যস্য কন্যকাং।
পরিণীয় কুলৈর্হীনো গঙ্গাতীরেঽবসৎ স্বয়ং ॥" ( লক্ষ্মীকান্ত – শৌনকপ্রকরণ )

## শাণ্ডিল্যগোত্র।

* চিহ্নিত নাম পর্য্যন্ত লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতির বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের পুত্র ও পৌত্র পর্য্যন্ত বিদ্যমান। ‡ এখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান, ইহাদের পুত্র ও পৌত্রপর্য্যায় পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়।

* "তর্কালঙ্কারবিখ্যাতঃ কালীশঙ্করস্ততঃ। কোটালিপাড়কে সোঽপি হরিহরেণ ধর্ম্মজ্ঞ। আনীতঃ স্থাপিতো ধীমান্ বহুমানপুরঃসরং ॥" ( কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ )

* পূর্ব্বপুরুষগণের নাম ৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† "কৃষ্ণানন্দ ইতি ক্ষিতৌ বিজয়তে বেদাদিশাস্ত্রাবলী স্বাধ্যায়োদ্ধতশিষ্যসজ্ঞবিলসৎ সংসংক্ষ রসগীষ্পতিঃ।
যেনাকারি মুদা সুহৃজ্জনমনঃসন্তোষকাঃ[illegible]প্রবন্ধরচিতপ্রীত্যৈ হরেশ্চ প্রিয়ঃ॥
বেদস্বাধ্যায়তো বেদবিদ্যালঙ্কারতাং গতঃ। শুনকান্বয়দুগ্ধাব্ধিনির্ম্মলশশলাঞ্ছনঃ॥" (নীলকণ্ঠ বশিষ্ঠ)

‡ "হরিদেব ইতি বিজ্ঞাগ্রণীরভবদ্যায়বিচক্ষণঃ ক্রমঃ। অচিরেণ গতঃ স বুদ্ধিমান্ প্রতিদিক্‌পণ্ডিতবন্দিতাঙ্ঘ্রি তাম্॥"

§ "বেদাদিবেদনিখিলাগমরম্যকাব্যস্মৃত্যাদিশাস্ত্রনিবহাম্বুধিপারদৃশ্বা।
যঃ শ্রীয়বংশমুকুটো হরিদেবঃ জাতঃ খ্যাতঃ ক্ষিতৌ ক্ষমতয়া ক্ষিতিদেববন্দ্যঃ॥
সোঽস্য সৌজন্যসিন্ধুস্ত্রিপুরহরপদধ্যানধ্যানমগ্নো[illegible] প্রহৃতঘনচমূবিক্রমো রামভদ্রঃ।
যদ্বক্তেদিগীর্ণবর্ণাসদমৃতখালসংসৃষ্টশিষ্টপ্রসূত্যাৎ লাস্যসজ্ঞপ্রবিলসদমলাঃ কীর্ত্তয়ঃ সন্তি রম্যাঃ॥"(নীলকণ্ঠ বশিষ্ঠ)

¶ "আসীৎ পুত্রো দ্বিতীয়োর্দ্বিজগণসদসে পূজিতো বিজ্ঞবর্য্যঃ খ্যাতো বিদ্যাধরাখ্যো নিজজনতরণে সম্মতঃ লোকপূজ্যঃ॥"
(মূলার শুনকবংশ-কারিকা।)

করিলেন যে, দাক্ষিণাত্যগণ পাশ্চাত্যবৎ সম্মানিত নহেন,* তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধস্থাপনে পাশ্চাত্য বৈদিকের কুলচ্যুতি ও সমাজচ্যুতি ঘটিবে। বলিতে কি, এই সময় হইতেই পাশ্চাত্য বৈদিকগণ দাক্ষিণাত্য হইতে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র হইলেন।

সমস্তপারের রাজদারগণ বলিয়া থাকেন যে, রাজা শ্যামলবর্ম্মাই পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলবিধাতা, লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতি এই মতই পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্যামলবর্ম্মা কর্ত্তৃক কুল-বিধান কখনই সম্ভবপর নহে। সমাজে বহু গোত্র ও বহু লোকবিস্তৃতির পরই উচ্চনীচভেদ ও কুলমর্য্যাদা অবধারিত হইয়া থাকে; কিন্তু শ্যামলবর্ম্মার সময় পাশ্চাত্য-সমাজে সেরূপ লোক-বৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং তৎকালে কুলাবধারণের আবশ্যকতা দেখা যায় না। পরবর্ত্তিকালে সামা-জিকগণ নানা গোত্রের সহিত সম্বন্ধ ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু কুলমর্য্যাদানির্দ্ধারণ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহার সূচনা হরিহরের পূর্ব্বেই হইতেছিল। এখন সমাজে নানা গোলযোগ দেখিয়া তিনি গোষ্ঠীপতিরূপে চতুর্দ্দশ সমাজস্থ প্রধান প্রধান বৈদিকগণের পরামর্শে এইরূপ কুলাকুল অবধারণ করিলেন :—

১। 'বেদাধ্যয়ন, ধন, উচ্চবংশের সহিত সম্বন্ধ, ভূমি, অগ্ন্যাধান, ধর্ম্ম ও তপস্যা কুলের এই আটটী অঙ্গ।১

২। 'যশোধর, বেদগর্ভ, গোবিন্দ, পদ্মনাভ ও বিশ্বজিৎ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণবংশ গৌড়দেশে কুলীন বলিয়া খ্যাত, এতদ্ভিন্ন আর সকলেই কুলহীন হইলেন। কারণ আট প্রকার অঙ্গ না থাকায় তাহারা বংশজ বলিয়া খ্যাত। কুলীনবংশের কখন কুল যাইবে না। তদ্ভিন্ন গৌড়বাসী পাশ্চাত্য মধ্যে আর কাহারও কুল থাকিবে না। যেরূপ কাঞ্চন সংসর্গহেতু কাচ মরকতপ্রভা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ কুলীনের সহিত সম্বন্ধপ্রযুক্ত অপরের কুল উজ্জ্বল হয়। যেমন চণ্ডালভাণ্ডস্থিত গঙ্গাজল অপবিত্র হয় না, সেইরূপ যিনি কুলীন, তিনি অকুলীনের সম্পর্কে কুলহীন হইবেন না। যেমন পবিত্র পঞ্চগব্য সুরাসম্পর্কে অপবিত্র হয়, সেইরূপ পাশ্চাত্য যবনবিপ্রের সংসর্গে সেইকুলও দূষিত হইয়া থাকে। কুলীনগণের মধ্যে অঙ্গহীন অপেক্ষা যেমন অষ্টাঙ্গ লক্ষণাক্রান্ত কুলীন শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অকুলও কুলসম্বন্ধবশতঃ অকুলীনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে সকল অকুলীন বৈদিক সমাজবন্ধনে থাকিবেন তাঁহারা অসামাজিক, অকুলীন বৈদিকগণের নিকট সর্ব্বদা সম্মানিত হইবেন। সম্বন্ধের দোষগুণভেদে কুল বহু প্রকার হইয়া থাকে। সম্বন্ধ দুই প্রকার, পাণিগ্রহণরূপ ও তদঙ্গবরণাত্মক। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারেরা ইহা নিরূপণ করিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধবশতঃ প্রথমে বরণ, তৎপরে বরণ হেতু পাণিগ্রহণ। উক্ত সম্বন্ধের লক্ষণ দ্বিবিধ। সম্বন্ধের দোষগুণবশতঃ কুল পঞ্চ প্রকার হইয়া থাকে। যথা— উজ্জ্বল, ছাদিত, আহার্য্য, পণ্ড ও মার্জ্জিত। আট প্রকার অঙ্গবিশিষ্ট হইলে কুল উজ্জ্বল

* "বেদজ্ঞগোত্রাস্তু বর্ত্তন্তে বৈদিকা গৌড়মণ্ডলে।
দাক্ষিণাত্যাঃ পাশ্চাত্যবর্য্যাস্তু গণ্যা ন তে ক্বচিৎ।" (পাশ্চাত্যকুলপঞ্জিকা।)

(১) "বেদো বিত্তং সম্বন্ধো ভূমিরগ্নিপরিগ্রহঃ।
ধর্ম্মঃ সত্যং তপশ্চেত্যষ্টাঙ্গং কুলমুচ্যতে॥" (লক্ষ্মীকান্ত)

হয়।—যেমন সমস্ত কলাপরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল। অপ্রাপ্তিহেতু একেবারে কুল-সম্বন্ধ বর্জ্জিত হইলে তাহাকে আচ্ছাদিত কহে।—অমাবস্তায় আদিত্য করসম্পর্ক না থাকায় চন্দ্র যেমন আচ্ছন্ন থাকে কুলীন ত্যাগ করিয়া অকুলের সহিত সম্বন্ধের নাম আহার্য্য। ইহা গঙ্গাম্বু ত্যাগপূর্ব্বক কূপোদকপানের ন্যায় দোষাবহ। অকুলীনের সহিত ক্রমশঃ বহু সম্বন্ধ করিলে পশু হয়। যেমন বহু অসৎ লোকের সঙ্গে সৎলোকের জ্ঞান নষ্ট হইয়া থাকে। যেরূপ অগ্নিসম্পর্কে মলিন কাঞ্চন উজ্জ্বল হয়। উক্ত তিন প্রকার কুলই সেইরূপ কুলসম্বন্ধবশে পুনরায় মার্জ্জিত হয়। কুলীনের সহিত যাহার ধারাবাহিক সম্বন্ধ আছে, সে ব্যক্তি বিদ্যাবিহীন হইলেও সমুজ্জ্বল কুলসম্পন্ন হইবে। উজ্জ্বল হইতে মার্জ্জিতকুল হীন, মার্জ্জিত হইতে আচ্ছাদিত হীন. আচ্ছাদিত হইতে আহার্য্য হীন এবং আহার্য্যাদি হইতে পশু হীন। কুল উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ দ্বারা উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। (২)

(২) "যশোধরো বেদগর্ভো গোবিন্দঃ পদ্মনাভকঃ। বিশ্বজিচ্চেতি পঞ্চৈব কুলীনা গৌড়মণ্ডলে ॥
পশ্চাদ্যেঽত্রাগমিষ্যন্তি ব্রাহ্মণা গৌড়মণ্ডলে। তে নিষ্কুলা ভবিষ্যন্তি সমুজ্জ্বলকুলা অপি ॥
অষ্টাভিরঙ্গৈর্হীনাশ্চ ভবন্তি বংশজা হি তে। গৌড়ে কৌলীন্যমর্য্যাদা তেষাং নৈব ভবিষ্যতি ॥
কুলং ভবদ্বংশজানাং ন কদাপি প্রনঙ্ক্ষ্যতি। অন্যেষান্তু কুলং গৌড়ে ন স্থাস্যতি কদাচন ॥
ন স্থাস্যন্তি কুলে বৃদ্ধা প্রত্যাষ্টাঙ্গোজ্জ্বলং কুলং। তস্মাদ্ যুষ্মদ্বংশজানাং কুলীনত্বং প্রকল্পিতং ॥
কুলীনৈঃ সহ সম্বন্ধাদকুলোজ্জ্বলমেষ্যতি। যথা কাঞ্চনসম্বন্ধঃ কাচো মরকতায়তে ॥
কুলীনোঽকুলসম্পর্কাদকুলো ন ভবিষ্যতি। চাণ্ডালভাণ্ডসম্পর্কাদপি গঙ্গাজলং যথা ॥
কিন্তু পাশ্চাত্যবিপ্রানাং সংসর্গাৎ তৎ প্রদুষ্যতি। পবিত্রং পঞ্চগব্যঞ্চ সুরাসম্পর্কতো যথা ॥
অঙ্গহীনা কুলীনেষু যথা সঙ্গো বিশিষ্যতে। অকুলঃ কুলসম্বন্ধাদকুলেষু তথৈষ্যতে ॥
সমাজনিরতা যে তু নিষ্কুলীনাশ্চ বৈদিকাঃ। তে মান্যা অসমাজস্থৈরকুলৈর্বৈদিকৈঃ সদা ॥
সম্বন্ধগুণদোষেণ কুলং বহুবিধং যতঃ। অতঃ প্রধানং সম্বন্ধঃ প্রোচ্যতে তস্য লক্ষণম্ ॥
সম্বন্ধো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তৃভিঃ। পাণিগ্রহণরূপশ্চ তদঙ্গবরণাত্মকঃ ॥
অয়ন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং ব্যাখ্যাকৃদ্ভির্নিরূপিতঃ। স্ত্রীপুংসয়োস্তু সম্বন্ধাদ্বরণং প্রাগ্ বিধীয়তে ॥
বরণাদ্ গ্রহণং পাণেঃ স সম্বন্ধো দ্বিলক্ষণঃ। সম্বন্ধগুণদোষাভ্যাং কুলং পঞ্চবিধং ভবেৎ ॥
নানামুনিপ্রণীতানাং নারদস্য বচো যথা। উজ্জ্বলাচ্ছাদিতাহার্য্যপশুমার্জ্জিতভেদতঃ ॥
অঙ্গৈর্বিশিষ্টমষ্টাভিরুজ্জ্বলং পরিকীর্ত্তিতং। যথা কলাভিঃ সর্ব্বাভিরাচিতং চন্দ্রমণ্ডলং ॥
অপ্রাপ্তেঃ কুলসম্বন্ধং হীনমাচ্ছাদিতং স্মৃতং। আদিত্যকরসম্বন্ধহীনো দর্শস্থইন্দুবৎ ॥
হিত্বা কুলীনমকুলৈর্যোগাদাহার্য্যমুচ্যতে। গঙ্গাম্বু হিত্বা কূপাম্বুপানং দোষাবহং যথা ॥
অকুলৈর্ব্বহুসম্বন্ধাৎ ক্রমশঃ পশুরুচ্যতে। অসদ্ভির্ব্বহুসংসর্গমাত্রাজ্জ্ঞানং সতামিব ॥
ত্রয়মেব পুনঃ কৌলসম্বন্ধান্মার্জ্জিতং ভবেৎ। জ্বলজ্জ্বলনসম্পর্কাদ্ যথা মলিনকাঞ্চনং ॥
ধারাবাহিকসম্বন্ধঃ কুলীনৈর্যস্য বিদ্যতে। স তু বেদাদিহীনোঽপি সমুজ্জ্বলকুলায়তে ॥
উজ্জ্বলান্মার্জ্জিতং হীনং ন্যূনমাচ্ছাদিতং ততঃ। আহার্য্যন্তু ততো ন্যূনং দৃষ্টং পশুস্তু সর্ব্বতঃ ॥

৩ 'ষষ্ঠগোত্রীয়গণ পঞ্চগোত্রের নিকট হইতে কখন ধনগ্রহণ করিবেন না। ষষ্ঠগোত্রীয়গণ পঞ্চগোত্রকে অর্থাৎ অকুলীন কুলীনকে সর্ব্বদা ধনদান করিবেন। পূর্ব্বগৌড়স্থ বৈদিকগণ সকলেই ইহা বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। সমাজস্থাপন হইতে এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। পঞ্চগোত্রীয়গণের মধ্যে যাঁহারা সদা সৎকর্ম্মে নিরত, সেই সকল সামাজিক ব্যক্তিরাই উত্তম বলিয়া খ্যাত। তাঁহারা স্থান ও কার্য্যভেদে ক্ষীণ ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। যে সকল পঞ্চগোত্রীয়েরা সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া কোন গ্রাম কিংবা নগরে বহুকাল পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে বাস করিতেছেন, তাঁহারা যদি স্বধর্ম্মপরায়ণ হন, তবে মধ্যম বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি সমাজে থাকিয়াও পঞ্চগোত্রীয়কে কখন পূজা করেন না, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে অধম। যাঁহারা পঞ্চগোত্রীয়গণের মধ্যে একটী দুইটী মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক সম্বন্ধাদি করেন, তাঁহারা মধ্যম বলিয়া খ্যাত। (৩)

৪। 'কন্যাগ্রহণে কুলের প্রতি লক্ষ্য করিবে না। কন্যাদানকালে কুল, বিদ্যা প্রভৃতি সমস্তই চিন্তনীয়। পঞ্চগোত্রীয় সদ্‌গুণশালী পণ্ডিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি ষষ্ঠগোত্রে কন্যাদান করিবে, সে সামাজিকদিগের মধ্যে সকলের নিকট নিন্দনীয়। যে ব্যক্তি দৈববশতঃ হীনবংশে কন্যা দান করে, সে পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের নিকট নিন্দনীয় হইবে। কন্যার দশ বর্ষ পর্য্যন্ত, পাত্রের বয়স, ধৈর্য্য, রূপ, কুল ও ধনাদির বিষয় চিন্তা করিবে। ইহাই হইল পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণগণের রীতি। কিন্তু যখন কন্যার বয়স দ্বাদশ বর্ষ উপস্থিত হইবে, তখন আর ঐ সকল বিষয় চিন্তা করিতে নাই। সে সময়ে মাত্র ব্রহ্মণ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়াই কন্যাদান কর্ত্তব্য। কর্ত্তা স্বয়ং বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিবেন না, সামাজিক বন্ধুবর্গ দ্বারাই বিবাহকথার প্রস্তাব করিবেন। পাত্র-পক্ষীয়েরা কন্যাকর্ত্তার গৃহে আসিয়া যে সময় বলিবেন যে, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকিলে, অমুক দিন তোমার পুত্রীর সহিত অমুকের পুত্রের শুভ পরিণয় হইবে, তখন হইতেই বর ও কন্যাপক্ষীয়েরা পরস্পর বিবাহের উদ্যোগ করিবেন। যদি কেহ অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত পিতৃ-

আচ্ছাদিকচতুষ্কুল ······ বদ্‌ব্রাহ্মণৈরপি। সম্বন্ধাদুজ্জ্বলং কুলং কদাচিন্ন হ্রসিষ্যতি ॥
এতস্মচ্ছাসনং পাল্যং পাশ্চাত্যৈর্গৌড়বাসিভিঃ। ভবদ্ভির্ভবতাং বাচ্যৈর্বিধদ্ভিরপরৈরপি ॥"

( লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতি )

(৩) "পঞ্চগোত্রান্ন গৃহ্ণন্তি ষষ্ঠগোত্রা ধনং ক্বচিৎ। পঞ্চগোত্রায় দাতব্যং ষষ্ঠগোত্রৈঃ সদা ধনং ॥
ইতি বিজ্ঞাপিতং সর্ব্বৈঃ পূর্ব্বগৌড়স্থবৈদিকৈঃ। চলিতৈষা রীতিঃ পূর্ব্বং সমাজস্থাপনাবধি ॥
পঞ্চগোত্রোদ্‌ভবা যে চ সদা সৎকর্ম্মতৎপরাঃ। উত্তমাস্তে সমাখ্যাতাঃ সমাজস্থানবাসিনঃ ॥
ক্ষীয়তে বর্দ্ধতে ভূয়ঃ স্থানকার্য্যবিভেদতঃ। গ্রামে বা নগরে যে তু পঞ্চগোত্রসমুদ্ভবা ॥
বসন্তি চাপরাধীনাঃ সমাজাদ্বহুকালতঃ। ত এব মধ্যমা জ্ঞেয়াঃ স্বধর্ম্মনিরতা যদি ॥
সমাজবাসিনো যেঽপি পূজয়ন্তি ন কর্হিচিৎ। পঞ্চগোত্রং যথোক্তেন তেঽধমাঃ খলু সর্ব্বতঃ ॥
পঞ্চগোত্রেষু যেঽপ্যেকং দ্বয়ং বা পরিগৃহ্য চ। সম্বন্ধাদীন্ প্রকুর্ব্বন্তি তেঽপি মধ্যমকা মতাঃ ॥"

( বৈদিকাচারতত্ত্ব )

পক্ষের সপ্তমী বা মাতৃপক্ষের পঞ্চমী কন্যা বিবাহ করে, তবে সমস্ত বৈদিকেরা তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। মাতামহকুলে কখন বিবাহ করা উচিত নয়; তবে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইলে সমানোদক (মাতামহের ঊর্দ্ধ ও অধস্তন যে কএক পুরুষের তর্পণ করা যায় তাহা) ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের কন্যা গ্রহণ করা যাইতে পারে। যদি পূর্ব্বগৌড়বাসী কোন বৈদিকবংশধর কন্যা বিক্রয় করেন, তবে তাঁহাকে সমাজবর্জ্জিত হইতে হয়। কন্যা দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিলে যে ব্যক্তি তাহাকে দান না করে, সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজ বিশেষতঃ বৈদিকেরা তাহাকে ত্যাগ করিবেন। (৪)

৫। 'পাশ্চত্যবৈদিকগণের কুল কন্যাগত। সুতরাং কেহ হীনকুলে কন্যা দান করিলে, তিনি কৌলীন্য হইতে পরিত্যক্ত হন। নীচকুল হইতে কন্যা গ্রহণ করিলে সমাজে ঘৃণিত হইতে হয়। কিন্তু তাহাতে চিরকালের জন্য কৌলীন্য-বিচ্যুতি ঘটে না। পঞ্চগোত্রীয়েরা সভায় মাল্য চন্দন পাইয়া থাকেন। অতএব বিবাহে ষষ্ঠগোত্রীয়েরা পঞ্চগোত্রকে মাল্য, চন্দন, বস্ত্র ও অর্থাদি দান করিয়া সর্ব্বদা সম্মান করিবেন।' (৫)

(৪)"গ্রহণে চৈব কন্যায়াঃ কুলঞ্চাপি ন লক্ষয়েৎ। দানে কুলং ততো বিত্তমেবং সর্ব্বং প্রচিন্তয়েৎ॥
পঞ্চগোত্রসমুৎপন্নং পণ্ডিতং সদ্‌গুণান্বিতং। পরিহায় চ যঃ কন্যাং ষষ্ঠগোত্রে প্রযচ্ছতি॥
স নিন্দনীয়ঃ সর্ব্বৈশ্চ সমাজজনমধ্যতঃ। গুরুভূদিতি নিশ্চিত্য তস্মাৎ তৎপরিবর্জ্জয়েৎ॥
হীনান্বয়ে চেৎ দশমাব্দমধ্যে কন্যা প্রদেয়া খলু দৈবযোগাৎ।
স এব নিন্দ্যঃ খলু বংশমধ্যে পাশ্চাত্য-বংশোদ্ভব-বৈদিকানাং॥
যাবদ্দশাব্দং কুলজাত্মজায়া রূপং বয়োধৈর্য্যকুলং ধনঞ্চ।
পাত্রস্য তাবৎ পরিচিন্তনীয়ং পাশ্চাত্যদেশোদ্ভববিপ্ররীতিঃ॥
তদুত্তরং দ্বাদশবর্ষমাগতে ন চিন্তনীয়ং প্রথমং বরস্য যৎ।
ব্রহ্মণ্যমাত্রং পরিলক্ষণীয়ং পাশ্চাত্য-বংশোদ্ভববৈদিকস্য॥
উদ্বাহবিষয়াং বার্ত্তাং ন হি কর্ত্তা স্বয়ং বদেৎ। সামাজিকৈর্ব্বন্ধুবর্গৈস্তৎকথাং পরিচালয়েৎ॥
দাতৃগৃহে বরাগত্য পাত্রপক্ষেণ ভাবিতং। অমুষ্মিন্ দিবসে ভাব্যঃ পুত্রেণাস্য শুভোত্তমঃ॥
পুত্র্যাস্বস্য বিধাতুশ্চ নির্ব্বন্ধো যদি বা ভবেৎ। তদারভ্য সমুদ্‌যোগং প্রকুর্য্যাচ্চ পরস্পরং॥
সপ্তমীং পিতৃপক্ষে তু মাতৃপক্ষে তু পঞ্চমীং। উদ্‌বহেদ্‌ যদি মোহেন স ত্যাজ্যঃ সর্ব্ববৈদিকৈঃ॥
মাতামহকুলে কন্যাং নোদ্বহেত্তু কদাচন। দুষ্প্রাপ্যা যদি বিন্দেত সমানোদকতঃ পরাং॥
কন্যাবিক্রয়কানাঞ্চ নিরয়ে নিয়তং স্থিতিঃ। সর্ব্বেষামেব বর্ণানামিতি শাস্ত্রবিদো বিদুঃ॥
বৈদিকান্বয়সম্ভূতঃ পূর্ব্বগৌড়সমাশ্রিতঃ। কন্যাবিক্রয়কারী চেৎ স সমাজবিবর্জ্জিতঃ॥
সংপ্রাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে যস্য কন্যা ন দীয়তে। তে ত্যাজ্যাঃ সর্ব্ববিপ্রৈশ্চ বৈদিকানাং বিশেষতঃ॥"
(বৈদিকাচারতত্ত্ব, বিবাহবিধি)

(৫) "কন্যাগতং কুলং তেষাং পাশ্চাত্যানাং বিশেষতঃ।
হীনায় প্রদদন্ কন্যাং কৌলীন্যাৎ পরিহীয়তে॥৬৫

হরিহর চক্রবর্ত্তী ও অপরাপর পঞ্চগোত্রীয় প্রধানগণের উদ্যোগে যে কুলবিধি প্রচলিত হয়, তাহা সকল বৈদিক-সমাজে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। এমন কি, যে কোটালি-পাড়-সমাজ হইতে কুলপদ্ধতির প্রচার, সেই সমাজেই ঐ ব্যবস্থা চলে নাই। বলিতে কি, বর্ত্তমানকালে কোটালিপাড়ের পঞ্চ ও ষষ্ঠ উভয় গোত্রই ঐরূপ কুলপদ্ধতির বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হরিহর চক্রবর্ত্তীর যত্নে কুলবিধি প্রচলিত হয়, একথাও অনেকে স্বীকার করেন না। আশ্চর্য্যের বিষয়! হরিহরের প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্তসার সমাজেই পরবর্ত্তিকালে কুলবিধি অনুসৃত হইয়াছিল; কিন্তু সামন্তসারের শৌনকগণ হরিহরের গোষ্ঠীপতিত্ব স্বীকার না করিয়া শ্যামল-বর্ম্মাকেই কুলবিধাতা বলিয়া অপরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কেবল বিক্রমপুরসমাজের বৈদিকগণই হরিহরের সময় হইতে কুলবিধি মানিয়া আসিতেছেন। এখনও তথায় সকল ক্রিয়াকর্ম্মে ষষ্ঠগোত্র সর্ব্বতোভাবে পঞ্চগোত্রকে সম্মান দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু পঞ্চগোত্রের এরূপ উচ্চ সম্মান আর কোথাও দেখা যায় না। অপর দুই একটী সমাজ ভিন্ন উক্ত কুলবিধি এক-প্রকার বিলুপ্তপ্রায়। উক্ত কুলবিধির কতকাংশ কোন কোন সমাজে প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

গুয়াগ্রামে এখন আর হরিহর চক্রবর্ত্তীর সন্তানগণের বাস নাই বটে, কিন্তু যেখানে হরিহর অগ্নিযজ্ঞ করিয়াছিলেন, এখনও স্থানীয় লোকে সেই স্থান দেখাইয়া থাকেন।

---

হীনাৎ কন্যামাদদানো নিন্দিতঃ স্যাৎ সমাজকে।
তেন নৈব ভবেত্তস্য নিত্যং কৌলীন্যবিচ্যুতিঃ ॥৬৬
পঞ্চগোত্রৈরেব লভ্যো সভায়াং মাল্যচন্দনে।
ষষ্ঠগোত্রৈঃ পরিণয়ে পঞ্চগোত্রায় দীয়তে ॥৬৭
সম্মানার্থং হি তেভ্যো বৈ বস্ত্রমর্থাদিকং সদা ॥"৬৮ (পাশ্চাত্য-বৈদিককুলমঞ্জরী)

# অষ্টম অধ্যায়।

## বর্ত্তমান বৈদিক সমাজের পরিচয়।

( কোটালিপাড়-সমাজ )

বর্ত্তমানকালে কোটালিপাড়ই সর্ব্বপ্রধান বৈদিক সমাজ বলিয়া গণ্য। কোটালিপাড়ে যত বৈদিকের বাস, এত আর কোথাও নাই। সামগৌতমদিগের সমাজকারিকা হইতে জানা যায় যে, যশোধর মিশ্রই প্রথমে বহু সংখ্যক বৈদিক আনিয়া কোটালিপাড়ে বাস করাইয়াছিলেন।* তৎপরে বিভিন্ন সময়েও বিভিন্ন গোত্রের বৈদিকের আগমন হইয়াছিল।† বর্ত্তমানকালে কোটালিপাড়ের বিভিন্ন স্থানে নিম্নলিখিত গোত্রসমূহের বাস দেখা যায়—

ঋগ্বেদী শুনক— মদনপাড়, ডহরপাড়া, মুখ্য কোটালী, হিরণ, উনসীয়া ও পশ্চিমপাড়।

ঋগ্বেদী শৌনক সমাজদার—উনসীয়া।

সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদী গৌতম—রতাল, মাঝবাড়ী প্রভৃতি।

সামবেদী কৃষ্ণাত্রেয়—উনসীয়া, ফেরধরা, হরিণাহাটী।

সামবেদী বশিষ্ঠ—উনসীয়া।

সামবেদী শাণ্ডিল্য—সোনাটীয়া।

* এ সম্বন্ধে উক্ত সমাজ-কারিকায় এইরূপ বর্ণিত আছে—,

"যশোধর সঙ্গী সঙ্গে শ্বশুরের ঘরে। কোটালিপাড়েতে কথো দিন বাস করে॥
যশোধর যারে যথা আদেশ করিল। উচ্চ স্থান দেখি দেখি গৃহ আরম্ভিল॥
জিয়লি বকুল বাঁশে করিলেক খুঁটী। বান্ধিল মুজার বেড়া শক্ত পরিপাটী॥
বেতের বাঁকনি সব কুন্দলী কাশিয়া। আনিয়া ছাইল ঘর যতন করিয়া॥
যতেক নগর গ্রাম নাম নাহি ছিল। জনাগমে ক্রমে ক্রমে নাম আরম্ভিল॥
পূর্ব্ব ও দক্ষিণপাড় পশ্চিম উত্তর। আর কত হৈল নাম উত্তর উত্তর॥
পিঞ্জারী মদনপাড় আর সোনাটীয়া। তারাসী ঘাঘর কান্দী আর টুপরিয়া॥
রতাল বান্ধোল গ্রাম আর আমতলী। জাঠিয়া কোথেয়া গ্রাম আর ডহতলি॥
হিরণ হরিণাহাটী আর মাঝবাড়ী। শুয়াগ্রাম আদি নাম আছে ভূরি ভূরি॥
শুয়াখোলা কুশবন আর ফেরধরা। আলঠাপাড় উনসীয়া আর ডহরপাড়া॥"

† অর্দ্ধবিবরণ—৬৫-৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যজুর্বেদী কৃষ্ণাত্রেয়—মদনপাড়, ডৌয়াতলী।

যজুর্বেদী ভরদ্বাজ ( ঠাকুর চক্রবর্ত্তীর সন্তান )—উনসীয়া, হরিণাহাটী প্রভৃতি।

ঐ ( শক্তিধরের সন্তান )—তারাসী প্রভৃতি।

ঐ ( সুন্দর বা করঙ্গের সন্তান )—উনসীয়া।

যজুর্বেদী বশিষ্ঠ—উনসীয়া এবং ডহরপাড়া।

যজুর্বেদী বাৎস্য—ভাঙ্গরপাড়।

যজুর্বেদী মৌদ্গঋষি—মদনপাড়।

গৌতিমাস্ত—উনসীয়া, ভাঙ্গরপাড়।

উক্ত কোটালিপাড় সমাজ হইতেই নানা শাখা ফরিদপুর জেলাস্থ পরাণপুর, মুকডোবা, বিজনীসার, সাধুটী, উজীরপুর, পাটগাঁও, তুলাসার, সাতইর, ধানুকা; বরিশাল জেলাস্থ মাধবপাশা, উজীরপুর, কলসগাঁও, চাঁদসী, বাটাজোর, আমরাজুরী, চিলা, চিঙ্গরাখালি, শিকারপুর, গৈলা, ফুল্লশ্রী, বনগাঁও, কড়িঘাড়া, বাউকাটী; যশোর জেলায় বারুইখালি, আউড়িয়া, কড়রা, উজীরপুর, পলাশবাড়িয়া, কুড়িগাঁও; ঢাকা জেলাস্থ মেদিনীমণ্ডল, বেল্লপুর, গৌরাইল, গোবিন্দপুর, এবং নদীয়া জেলায় ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বাস করেন।

কোটালিপাড়ের হরিহর-বংশ।

কোটালিপাড়ে এইরূপ বহু গোত্রের বাস থাকিলেও বর্ত্তমানকালে শুনক হরিহর চক্রবর্ত্তীর সন্তানগণই শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মধ্যে আবার চৌধুরী-উপাধিধারী কোটালিপাড়ের জমিদারবংশই প্রবল ও বিশেষ সম্মানিত। এই চৌধুরী বংশের অভ্যুদয় ও প্রাধান্য সম্বন্ধে পশ্চিমপাড় হইতে প্রাপ্ত কুলগ্রন্থে এইরূপ প্রবাদ শুনা যায়—

'গোষ্ঠীপতি হরিহর চক্রবর্ত্তীর চারিপুত্র বাণীনাথ, দুর্গাদাস, লক্ষ্মীনাথ ও মথুরানাথ। হরিহর আসন্নকাল উপস্থিত হইলে চারিপুত্র সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করেন। চতুর বাণীনাথ পিতার মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া অপর ভ্রাতৃত্রয়কে কার্য্যান্তরে পাঠাইয়া নিজে তাঁহার শুশ্রূষায় নিরত থাকেন। পিতা কিন্তু লক্ষ্মীনাথকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময়ে তাঁহাকেই ডাকিতেন। সেই সময় বাণীনাথ তাঁহার পরিবর্ত্তে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া পিতার মনস্তুষ্টি করিতেন এবং ন্যস্ত সম্পত্তি ও জমিদারি সংক্রান্ত কাগজ পত্রাদির বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতেন। ইত্যবসরে হরিহরের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে। অনন্তর চতুর বাণীনাথ ভ্রাতৃত্রয়কে তথায় আনয়নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদির চেষ্টায় নিযুক্ত রাখিয়া আপনি দেশে গিয়া সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিয়া আপনার জন্য পৃথক্ বাড়ীর বন্দোবস্ত করিলেন এবং পিতার আদ্যকৃত্য শেষ হইলে ভাইদিগকে পৃথক্ করিয়া দিলেন। তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জমিদারী ও শিষ্যাদি অধিকার করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। দুর্গাদাস ও লক্ষ্মীনাথ শিষ্য ও ভিন্ন স্থান দখল করেন। মথুরানাথের জমিদারীর উপরই অধিক লোভ ছিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে

কতক কৃতকার্য্য হইতে না হইতেই মানবলীলা সম্বরণ করায় তাঁহার বংশধরগণ জমিদারী ও শিষ্যাদি সমস্ত সম্পত্তি হইতেই বঞ্চিত হইলেন।"

কিন্তু কোটালিপাড়ের চৌধুরীগণ বা অন্য কোন প্রাচীন ব্যক্তি এইরূপ প্রবাদের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা বলেন,—বাণীনাথ কৃতীপুরুষ ছিলেন তিনি নিজ ক্ষমতায় নবাব সরকার হইতে জমিদারী পাইয়াছিলেন।

দুর্গাদাস ও লক্ষ্মীনাথের বংশীয়গণের মধ্যে কাহারও 'সিদ্ধান্ত'. কাহারও বা 'চক্রবর্ত্তী' উপাধি রহিয়াছে। বাণীনাথের পুত্রদ্বয়ের বংশধরগণ জমিদার ও চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক পুত্র সাড়ে আট আনী, অপর দেড়আনীর জমিদার, উভয়ের মধ্যে এই মাত্র ভেদ।

বাণীনাথের পুত্র শিবরাম সার্ব্বভৌম একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কাশীতে বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া স্বদেশে আসিয়া স্ব স্ব পূজাপদ্ধতি সংস্কার করেন, এখনও তাঁহারই সংস্কৃত পদ্ধতি অনুসারে দেড়আনী চৌধুরী-বংশের পূজাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শুনক হরিহর বংশের বহু সংখ্যক শিষ্য রহিয়াছে। আবার পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌমের ও ধানুকার কৃষ্ণাত্রেয় জগদানন্দ তর্কবাগীশের বংশধরগণের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।

উক্ত কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌমের সময়েই আথড়ার শাণ্ডিল্যবংশে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অমরকোষ-টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী জন্ম গ্রহণ করেন। রঘুনাথের পিতা গৌরীকান্ত মাতামহসম্পত্তি লাভ করিয়া সামন্তসারবাসী হন। একজন্য রঘুনাথ অমরটীকায় "সামন্তসারনিলয়" বলিয়াই নিজ পরিচয় দিয়াছেন। তিনিও কোটালিপাড়ের শুনকবংশে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন।* তিনি একটী গোপালবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার বংশধরগণ পালাক্রমে তাঁহার সেবা চালাইয়া আসিতেছেন। রঘুনাথের বংশধরের দুর্দ্দৈবক্রমে তাঁহাদের সামন্তসারের ভূম্যংশ জলমগ্ন হয়, সেই সময় রঘুনাথপুত্র রামচন্দ্র বাধ্য হইয়া ইদিলপুরে চলিয়া আসেন। রামচন্দ্রের পুত্র রমানাথ ও রামদেব সপুত্র আমতলীতেই অবস্থান করেন।

[ ১১০ পৃষ্ঠায় বংশাবলি দ্রষ্টব্য। ]

* "আখ্যাতো রঘুনাথ-সংজ্ঞককবিস্তর্কাদিবিদ্যাবলী
দানোপার্জ্জিতসদ্যশঃ-শশধরঃ প্রদ্যোতিতাশামুখঃ।
যেনৈকামরলিংগনির্ম্মিতমহাকোষস্য দোষাদিভি-
র্মুক্তাশেষমনীষিণো বহুনিকা প্রাকারি টীকাপরা॥
পিতুঃ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনায় গোপালনাম্নস্তনয়াং বাবোঢ়।
ক্রন্যাম্বধায়ো ধনিনো হি কৃষ্ণাত্রেয়স্য হস্তাপি স দৈবযোগাৎ॥
তস্যাং সুতৌ শ্রীযুতরামকৃষ্ণশ্রীরামচন্দ্রৌ তনয়া তথৈকা।
বশিষ্ঠগোত্রায় দদৌ পিতা তু আত্মাদিরামায় জয়াড়িধায়ে॥
দুর্বোঢ়সৌ রঘুনাথকো হ্যবহৎ কোটালিপাটস্থিতেঃ
কাঞ্চিৎ বৈ শুনকান্বয়াচ্চ অনুষাং তত্রৈকককন্যাকবৎ॥" (লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতি—শাণ্ডিল্যপ্রকরণ)